বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব ৭৫ খণ্ড | শকাব্দা ১৭৮৩, আষাঢ়। | [১ পর্ব্ব ২ কল্প।

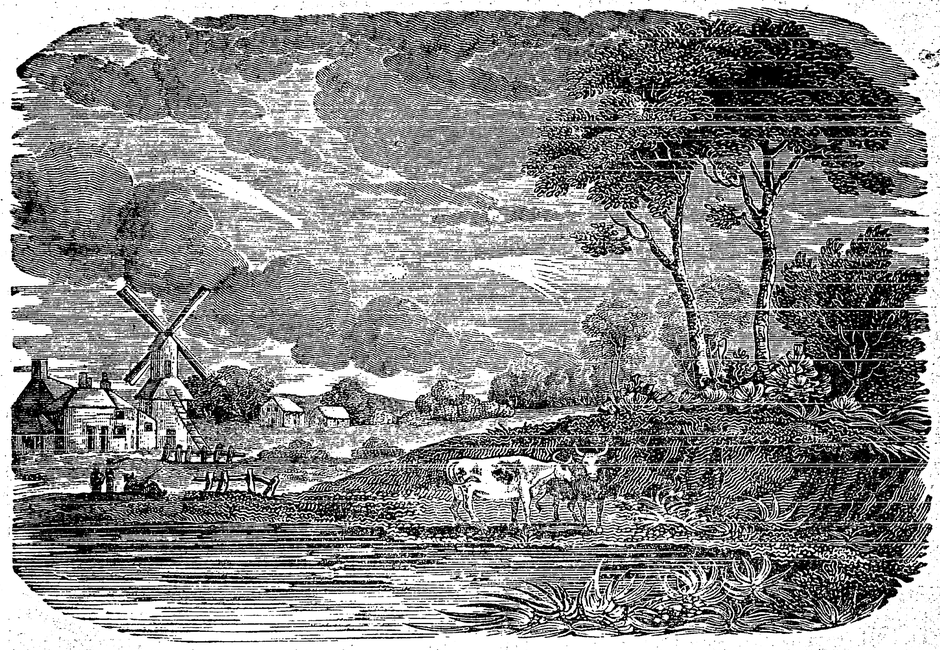

ধূমকেতু।

ধূমকেতু।

মাবধি হইল আকাশে একটি ধূমকেতু উদিত হইতেছে। ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা বহু আয়াস ও যত্নপূর্ব্বক ধূমকেতুবিষয়ক যে সকল তত্ত্ব নিরূপিত করিয়াছেন কোন কোন ব্যক্তি তাহার স্থূল স্থূল মর্ম্ম সঙ্কলনপূর্ব্বক কোন কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের স্থানে স্থানে প্রকাশিত করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি এদেশীয় লোকের মধ্যে অনেকে ধূমকেতুর বিষয়ে অদ্যাপি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়াছে। বর্ত্তমান ধূমকেতুর উদয়াবধি কত স্থানে কত প্রকার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি উহার সমুজ্জ্বল সুদীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট

অসামান্য মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া উহার বিশেষ পরিচয় লাভের নিমিত্ত সাতিশয় কৌতূহল প্রকাশ করেন, কেহ কেহ বা তৎ সংক্রান্ত পুরাণজল্পিত ও এদেশীয় লোকের মনঃকল্পিত কথায় আস্থা করিয়া দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, ছত্রভঙ্গ, খণ্ডপ্রলয় ও রাজবিগ্রহ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার অমূলক আশঙ্কায় শঙ্কিত হইতে থাকেন এবং ধূমকেতুর উদয় যথার্থতই প্রজাদিগের বিষম বিপ্লবের কারণ তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যও কেহ কেহ তাহার প্রমাণ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা কহেন যে ধূমকেতু যখন যে দেশে উদিত হয়, তখনই সেদেশে উপপ্লব ঘটিয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বে এদেশে যে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া হতভাগ্য ভারতবর্ষের জীর্ণ কলেবর একেবারে দগ্ধ করিয়াছে; যাহার সুদুঃসহ প্রখর উত্তাপে ভারতবর্ষের প্রজারা অদ্যাপি সন্তপ্ত হইতেছে; ইংরেজি ১৮৫৮ শকের ধূমকেতুই তাহার প্রধান কারণ! কেবল যে এদেশীয় জ্যোতিস্তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকেই এখন ধূমকেতুর উদয়কে উক্ত প্রকার অমঙ্গলের কারণ বলিয়া কল্পনা করে এমন নহে, সিদ্ধান্তজ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা যাবৎ ধূমকেতুর প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপিত করিতে পারেন নাই, তাবৎ ইউরোপ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেরও অনেক লোক উক্ত আন্তরীক্ষ পদার্থকে আপনাদিগের নানাপ্রকার অকল্যাণের কারণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন এবং উহার উদয় দেখিয়া মহাভয়ে ভীত হইয়াছে। ইংলণ্ডে যখন সিদ্ধান্তজ্যোতিঃ শাস্ত্রের বিলক্ষণ প্রচার হইয়া উঠিয়াছিল; তৎকালবর্ত্তী কবিদিগের কাব্যগ্রন্থেও ধূমকেতুর উদয়সংক্রান্ত নানাপ্রকার অলীক ও অমূলক কথার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি সেক্‌সপিয়ার এক স্থলে লিখিয়াছেন।

"Comets importing change of times and states
Brandish your crystal tripes in the sky,
And with them scourge the bad revloting stars
That have consented unto Henry's death.

বিশ্বপ্রসিদ্ধ কবি মিলটন্‌ও সুপ্রণীত সুবিখ্যাত কাব্যের মধ্যে সয়তানের পরাক্রম বর্ণন স্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"On the other side,
Incensed with indignation Satan stood,
Unterrighed and like a Comet burned,
That fires the length of ophinchus huge,
In the arctic sky, and from its horried hair
Shakes pestilence and war."

ধূমকেতু যে কি পদার্থ এবং বিশ্বরচয়িতা বিশ্বেশ্বর যে কি উদ্দেশে উহার সৃষ্টি করিয়াছেন যদিও কোন ব্যক্তিই অদ্যাপি তাহা নিঃসংশয়ে অবধারিত করিতে পারেন নাই তথাপি জ্যোতিস্তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ উহার যে সকল তত্ত্ব নিরূপিত করিয়াছেন তদ্দারাই উহার আনুসঙ্গিক অনভিজ্ঞ লোকের অমূলক আশঙ্কার সম্পূর্ণ অলীকত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। সৌর জগদন্তর্গত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ সকল যে নিয়মের অধীন থাকিয়া স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; ধূমকেতু সকলও সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন বিশাল কক্ষায় প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

গ্রহদিগের কক্ষাবৃত্তের যেপ্রকার আকতি ধূমকেতুর ভ্রমণপথের সে প্রকার আকার নহে, উহারা অতি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বিশাল বৃত্তে পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। ভ্রমণ করিতে করিতে উহারা কখন সর্য্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয় এবং কোন সময় সূর্য্য হইতে অতি দূরবর্ত্তী গহের পথ অতিক্রম করিয়াও প্রস্থান করে।

ধূমকেতু যে কত দূরবর্ত্তী পথ পর্য্যটন করে তাহা নিরূপণ করা অসাধ্য। কোন কোন ধূমকেতু অতি প্রবল বেগে ভ্রমণ করিয়াও অত্যন্ত দীর্ঘকালে সূর্য্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে এবং কোন কোনটা এমনি পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে যে জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা সূর্য্যের নিকট কোন কালে আর তাহাদিগের পুনরাগমনের সম্ভাবনা মনে করিতে পারেন নাই। উহাদিগের কক্ষাবৃত্তের ভাব দেখিয়া তাঁহারা কহিয়াছেন যে ঐ সকল ধূমকেতু অসীম আকাশে নিরন্তরই ধাবমান হইতে থাকিবে আর কোন কালে আমাদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। কিন্তু জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগের কি অসাধারণ ক্ষমতা! তাঁহারা কেবল আপনাদিগের অসদৃশ অধ্যবসায় অবলম্বন ও অদ্বিতীয় ধীশক্তি পরিচালন করিয়া এতাদৃশ অদ্ভুত আন্তরীক্ষপদার্থেরও অনেক তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন কোন ধূমকেতুর বিশাল পুচ্ছবিশিষ্ট আকৃতির পরিমাণ পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন এবং কোন কোনটার গতির নিয়ম ও পর্য্যটনপথ নিরূপণ করিয়া তাহাদিগের উদয়াস্তের কাল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

টাইকো ব্রেহি নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতই সর্ব্বাগ্রে ধূমকেতুবিষয়ক প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণের সূত্রপাত করেন। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যে ধূমকেতু প্রকাশ পায় তিনি তাহার উদয়স্থান নিরূপণ করিয়া তাহাকে পৃথিবী হইতে চন্দ্র অপেক্ষাও দূরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তদনন্তর তাঁহার শিষ্য কেপলারও ধূমকেতুর তত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে কিছু কিছু কৃতকার্য্য হয়েন। পুরাবৃত্তমধ্যে কেপলারের পূর্ব্বে ১৬টা ধূমকেতুর উদয়ের কথা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহার সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগের পুনরাগমনের বিষয় কিছুই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পরে বিশ্ববিখ্যাত এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার আইজক নিউটনের বন্ধু এবং সমকালবর্ত্তী ডাক্তার হেলী তাঁহার অদ্বিতীয় ধীসম্পন্ন মিত্রের আবিষ্কৃত জ্যোতিষের সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া ধূমকেতুর উদয়াস্তবিষয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব সকল নিরূপণ করেন। উহারা যে অণ্ডাকার কক্ষাবৃত্তে ভ্রমণ করে ১৩৮০ শকের একটি ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া নিউটন তাহা অনুমান করেন কিন্তু ডাক্তার হেলী তদবধি সেই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া দেখিলেন যে ধূমকেতুদিগের গতি অত্যন্ত আশ্চর্য্য, কোন কোনটা গ্রহদিগের বিপরীত পথেও পরিভ্রমণ করে। ডাক্তার হেলী এই রূপে ধূমকেতুর তত্ত্ব নিরূপণে নিযুক্ত আছেন এমন সময় ১৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু প্রকাশ পাইল; তিনি তাহার কক্ষাবৃত্তের আকৃতি ও পরিনাণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ঐ বৃত্তের ব্যাস, পরিধি ও কেন্দ্রাদি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে ১৪৫৩। ১৫৩১ এবং ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের উদিত ধূমকেতুত্রয় যে প্রকার পথে ভ্রমণ করিয়াছে ইহারও পথ সেই রূপ এবং এই কএকটি ধূমকেতুই প্রায় এক রূপ কাল অন্তরে অন্তরেই প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ ইহারা পরস্পর সকলেই প্রায় পঞ্চসপ্ততি বা ষট্‌সপ্ততি বৎসর অভ্যন্তরে উদিত হইয়াছে। তিনি আরও অনেক বিষয়ে ঐ ধূমকেতুচতুষ্টয়ের পরস্পর সৌসাদৃশ্য সন্দর্শন করিয়া উহাদিগকে অভিন্ন ও এক বলিয়া অবধারিত করিলেন, অর্থাৎ একটি ধূমকেতুই পুনঃ পুনঃ চারি বার উদিত হইয়া ১৪৫৩। ১৫৩১। ১৬০৭। এবং ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহা পুনর্ব্বার ১৭৫৭ কি ৫৮ সালে অবশ্যই প্রকাশ পাইবে বলিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি জীবিত থাকিয়া আপনার ভবিষ্যৎবাক্য সফল হইতে দেখিতে পাই-

লেন না, ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর সুবিখ্যাত পণ্ডিত ক্লেয়ারলু পূর্ব্বোক্ত ধূমকেতুর পুনরুদয়ের বিষয় গণনা করিতে গিয়া দেখিলেন যে ডাক্তার হেলী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ; ঐ ধূমকেতু প্রায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়েতেই উদিত হইবে কিন্তু বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর গ্রহ কর্ত্তৃক ঐ ধূমকেতুর গতির কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধকতা হওয়াতে ১৭৫৯ শকের ১৩ ই এপ্রেলে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী পথে আগমন করিবে। ক্লেয়ারলু ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বরে এই কথা প্রচার করিলেন এবং উক্ত ধূমকেতুও ৫৯ শকের আরম্ভেতেই আকাশপথে উদিত হইয়া ১৩ ই মার্চ্চে ক্লেয়ারলুর কথিত স্থানে উপনীত হইল। গণনা দ্বারা স্থির হইল যে ঐ ধূমকেতু পুনর্ব্বার ১৮৩৩ সালে প্রকাশ পাইবে। ঐ ধূমকেতু ব্যতীত আরও দুইটি ধূমকেতুর কিছু দীর্ঘ কাল অন্তর পুনরুদিত হইবার বিষয়ও অবধারিত হয়। তন্মধ্যে একটি ১২৩৪ শকে এক বার উদিত হইয়া প্রায় ২৯২ বৎসর অন্তরে অর্থাৎ ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৪৮ সালে পুনর্ব্বার উদিত হইবে বলিয়া অবধারিত হয়। আর একটি ১৫৩২ সালে এক বার প্রকাশ পাইয়া এক শত ঊনত্রিংশৎ বৎসর পরে পুনর্ব্বার উদিত হয় এবং ১৭৯০ সালে পুনরুদিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ১৭৯০ সালে তিনটি ধূমকেতুর উদয় হয়।

পণ্ডিতবর ইক্কী সাহেব ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু অবলোকন করিয়া নির্দ্দেশ করেন, যে ঐ ধূমকেতুটি দুই তিন বার প্রকাশ পাইয়াছিল এবং ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার উদিত হইবে এবং সেই অনুসারে উহা ১৮২২ সালে প্রকাশও পায়। ইতিপূর্ব্বে ১৭৯৫ সালে মিসহর্ষেল কর্ত্তৃক ঐ ধূমকেতু এক বার দৃষ্ট হয়। গণনা দ্বারা অবধারিত হয় যে ঐ ধূমকেতু প্রায় চারি বৎসর অন্তরে উদিত হইয়া থাকে। এই রূপে অনেক পণ্ডিত অনেক ধূমকেতু সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের উদয় অস্তের কাল ও পরিভ্রমণের পথ নির্দ্ধারিত করিয়া স্থির করিয়াছেন। কোন কোন গ্রহদিগের আকর্ষণবলে মধ্যে মধ্যে ধূমকেতুদিগের গতির কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা জন্মে এই নিমিত্ত উহারা সর্ব্বদা ঠিক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তরে উদিত হয় না কখন কখন উদয়কালের কিছু কিছু অগ্রপশ্চাৎ ঘটিয়া থাকে, কখন বা নির্দ্দিষ্ট কালের একটু পূর্ব্বে কখন বা একটু পরে উদয় হয়। অনেক ধূমকেতু অনেক সময় গ্রহদিগের কক্ষাবৃত্তের অতি নিকট দিয়া গমন করে বটে কিন্তু কখনই কাহারও সহিত সম্পৃষ্ট হইয়া কোন হানি করিতে পারে না। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণের কক্ষা ভেদ করিয়া কত সময় কত ধূমকেতু প্রবল বেগে ধাবমান হইতেছে কিন্তু কোন কালে কোন গ্রহের প্রতি কিছুমাত্র আঘাত হইতেছে না। যে পথে আমাদিগের এই পৃথিবী সাগর, ভূধর, কানন, জনপদ, গ্রাম, নগর ও অসংখ্য প্রকার জীব জন্তু পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া প্রতি ঘণ্টায় সহস্র সহস্র ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিয়া প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে; সেই পথের মধ্য দিয়াও সময়ে সময়ে কত প্রচণ্ড বেগবান্ ধূমকেতু অসীম আকাশমার্গ পরিভ্রমণ করিতে যাত্রা করিতেছে কিন্তু কোন কালে আমাদিগের নিবাসভূমি ভূমণ্ডলের উপর কোন আঘাত উপস্থিত হইতেছে না। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে কোন ধূমকেতু কখন গ্রহদিগের ন্যায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়া আপন আপন অনির্দ্দিষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট পথ পর্য্যটন করিতেছে এবং কোন কোন ধূমকেতু কখন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম মুখে গমন

করত শূন্য পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। ১২৯৯ সাল অবধি ১৫৩২ সাল পর্য্যন্ত যত ধূমকেতু প্রকাশ পায় তৎ সমুদায়ই বিপরীত পথে পরিভ্রমণ করিয়াছে।

ধূমকেতুদিগের আকৃতির পরিমাণ ও গুরুত্বের বিষয় অদ্যাপি সুন্দররূপে নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু তাহারা যে গ্রহাদি আর আর জ্যোতিষ্ক পদার্থের ন্যায় জড় পিণ্ড তাহা তাহাদিগের গতির নিয়ম ও নক্ষত্রাকার মূল স্থান বা অষ্টির অস্বচ্ছ ও প্রগাঢ় ভাব সন্দর্শন করিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা যখন কোন গ্রহের প্রতি বিশেষ রূপ প্রকাশ করিতে পারে না তখন তাহারা যে উহাদিগের ন্যায় গাঢ় বা ভারবিশিষ্ট নহে তাহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে নিরীক্ষণ করিলে ধূমকেতুর উপরি ভাগের উজ্জ্বল বাষ্পময় পদার্থের মধ্য দিয়া একটি গাঢ় অর্থাৎ নিরেট অষ্টি বা মূলাংশ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ মূলাংশের অস্বচ্ছতা সকল ধূমকেতুতে সমান দৃষ্ট হয় না। ধূমকেতুরা যখন প্রথমত উদয় হয় বা যখন অস্ত হইতে যায় তখন তাহাদিগের আলোকময় উজ্জ্বলভাগ নিতান্ত নিষ্প্রভ থাকে তৎকালে তাহাদিগকে অত্যন্ত মৃদু ও মন্দ দেখায় কিন্তু তাহারা যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী পথে আগমন করে, ততই তাহাদিগের দীপ্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঐ অবস্থায় কোন কোন সময় তাহাদিগের আলোকময় উজ্জ্বল পুচ্ছ আকাশমণ্ডলের প্রায় অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ এক একটি ধূমকেতুর অতি বিস্ময়কর দীর্ঘাকার পুচ্ছদেশের কথা বর্ণন করিয়াছেন। "১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে যে ধূমকেতুর উদয় হয় তাহার পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ৫, ৪১, ২০,০০০ পঞ্চকোটি একচত্বারিংশৎ লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত এবং ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে যে ধূমকেতুর উদয় হয় তাহার পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ২, ২৫, ২০,০০০ দুই কোটি পঞ্চবিংশতি লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল।" ধূমকেতুদিগের পুচ্ছ সকল স্থান হইতে সমান দীর্ঘ বোধ হয় না। যে স্থানে বায়ু ও বাষ্প যখন যেরূপ নির্ম্মল থাকে সেখান হইতে তখন ধূমকেতুর পুচ্ছ তদ্রূপ পরিষ্কার ও দীর্ঘ দেখায়। স্থলভাগ অপেক্ষা সমুদ্র হইতে ধূমকেতুর পুচ্ছ অধিক দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল বোধ হয় এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানাপেক্ষা মধ্য স্থান হইতেও উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল দেখায়।

যাহা হউক ধূমকেতু সকল যে আকাশস্থ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি অপরাপর জ্যোতিষ্মান পদার্থের ন্যায় বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্য শাসনপ্রণালীর নিয়মাধীন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উহা হইতে কোন প্রকার দৈব দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা কেবল অজ্ঞানতার ফলমাত্র।

ইজিপ্ট দেশের বিবরণ।

রাজ সংস্থাপিত নিয়মাবলী তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় উত্তরাধিকারিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মান্য করিতেন এবং তদনুসরণেই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। পূর্ব্ব পুরুষপ্রচলিত নিয়মপরম্পরা বহুদোষাকর হইলেও রহিত করিবার প্রথা ছিল না। রাজা স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট বিধিবিরুদ্ধে কোন কর্ম্মই করিতে পারিতেন না, সুতরাং সাধারণ

প্রজাগণ অপেক্ষা রাজনিয়মে ভূপতিরে মসধিক দৃষ্টি রাখিতে হইত। ক্রীত দাস বা ভিন্ন দেশীয় লোক রাজসেবায় নিযুক্ত হইতে পারিত না; সদ্বংশোদ্ভব কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাই রাজপরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। ইজিপ্টবাসীদিগের বিশ্বাস ছিল যে, পাত্র মিত্রেরা কুপরামর্শ প্রদান না করিলে অথবা দুষ্কর্ম্মের নায়ক না হইলে নৃপতিরা কখনই অত্যাচারে অথবা নিন্দনীয় কার্য্যে অনুরক্ত হন না। ভূপতি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধানানন্তর প্রাপ্ত পত্রাদি পাঠ করিতেন এবং তাহার যথামত উত্তর প্রদান করত বেশ ভূষা করিয়া দেবমন্দিরে নিত্য বলিদান দর্শনার্থে গমন করিতেন এবং পশুকে বধ্য বেদীর সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া সমস্ত পারিষদ সমভিব্যাহারে বরদ দেবতার উপাসনা করিতেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে "মহারাজ যেন দেশীয় প্রচলিত নিয়মের অনুযায়ী হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন"; দেবতাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেন, পুরোহিত বর প্রার্থনা পরে বিধিমতে রাজার গুণ কীর্ত্তন করিতেন কারণ ইজিপ্টবাসীদিগের বিশ্বাস ছিল যে, দৈবঘটনা অথবা অজ্ঞাতসার ব্যতীত দেবতুল্য রাজস্বভাবে দোষ সম্ভবে না। পারিষদদিগের কুপরামর্শেই রাজা কখন কখন সত্য ও ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং নরপতি দোষী হইলে মন্ত্রিগণই দণ্ডার্হ হইতেন এবং দেবতাদিগের নিকট কায়মনে মন্ত্রীদিগের বিনাশ প্রার্থনা করা যাইত। ইজিপ্টবাসিগণের এই নিয়মের আর একটি তাৎপর্য্য ছিল যে, রাজা দোষী হইলেও তাঁহারে অনুযোগ করা উচিত নহে; তাহা হইলে নৃপতির মনে ক্ষোভ জন্মিবে এবং প্রজাবর্গের প্রতি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু দেবগণকে ভক্তিপূর্ব্বক সাক্ষী করিয়া ব্যবস্থানুযায়ী রাজধর্ম্মের প্রশংসা করিলে রাজার সৎ শিক্ষা ও ধর্ম্মানুরাগের বৃদ্ধি হইতে পারে।

অনন্তর বলিদান ও উপাসনা সমাপ্ত হইলে রাজসমীপে কথাচ্ছলে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত দেবতুল্য মহাত্মাদিগের কীর্ত্তিকথা সবিস্তরে বর্ণিত হইত এবং যাহাতে রাজা উল্লিখিত মহাত্মাদিগের নীত্যনুসারে রাজ্য শাসন করেন এবং যে যে ব্যবস্থাতে অতীত কালের রাজা এবং প্রজা বিপুল মঙ্গলভাজন হইয়াছিলেন, তাহাই সম্যক্ প্রকারে প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হন, তাহাই উদ্দেশ্য ছিল।

ইজিপ্টরাজ পৃথিবীমণ্ডলের চক্রবর্ত্তী হইলেও স্বেচ্ছানুসারে আহার করিতেও পাইতেন না। রাজভোজ্যেরও নিয়ম ছিল। তাঁহাকে মিতাহার ও মিত ব্যয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইত। রাজা নিজ রসনার পরিতোষ জন্য ভোজন করিবেন না কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তিই রাজভোজনের উদ্দেশ্য ছিল। রাজা আড়ম্বরে ঐশ্বর্য্যভোগস্পৃহা প্রকাশ করিলে সাধারণে নিন্দিত হইতেন। প্লুটার্ক কহেন, থিবিস নগরের এক মন্দিরের স্তম্ভোপরি ইজিপ্টদেশীয় ঐশ্বর্য্যভোগী ও বহুব্যয়ী রাজার নামে বহুবিধ কটূক্তি লিখিত ছিল।

প্রজাদিগের বিচার নিষ্পত্তি করাই রাজার প্রকৃত ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইজিপ্টীয় রাজারা তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। যদিও রাজা নিজে বিচার করিতেন না বটে, কিন্তু সমুদায় প্রদেশমধ্যে বিচক্ষণ ও ন্যায়পর, ত্রিংশৎ ব্যক্তিহস্তে সাধারণ শাসনপ্রণালী অর্পিত হইত। ঐ ত্রিংশৎ ব্যক্তি একত্র হইয়া বিচার করিতেন। বিচারকেরা যেন সাংসারিক চিন্তায় উৎকণ্ঠিত না হন, তদভিপ্রায়ে রাজা অবস্থানুযায়ী পরিমিত বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন; বিচারপতিরা রাজানুকূল্যে সুখে প্রতিপালিত হইয়া প্রজাদিগের নিকট কোন বেতন লইতেন না। বিচারপ্রার্থীদিগের মধ্যে কাহারও কিছু ব্যয় হইত না; এই প্রকার বিচারপণ প্রজাদিগের স্বাভাবিক অধিকার ও সধন নির্দ্ধন সকলের প্রতি সমানরূপে বিস্তৃত হইত। বরং নির্দ্ধনের পক্ষে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক বিচার করা বিহিত ছিল, কেন না ধনাঢ্যেরা ধনানুকূল্যে আপনাদিগের বিষয় রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু নির্দ্ধন প্রজারা দৈন্য প্রযুক্ত পুনঃপুনঃ অত্যাচারগ্রস্ত হইয়া থাকে, সুতরাং যথার্থ বিচার ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর নাই।

বিচারনিষ্পত্তি কালে ন্যায়প্রণালীতে যদি আকস্মিক কোন বাধা জন্মে এই আশঙ্কায় বিচারসভায় সমস্ত কার্য্য লিপি দ্বারা সম্পাদিত হইত, বক্তৃতা করিয়া বাক্কৌশল প্রকাশ করত নিজ নিজ পক্ষ প্রমাণ করিবার নিয়ম ছিল না। যদি বিচারপতিরা অসার বাগাড়ম্বরে ভীত বা মোহিত হইয়া অবিচার করেন এজন্য যত বাগাড়ম্বরের ন্যূনতা হয় ততই শ্রেয়। সধন নির্দ্ধন সবল দুর্ব্বল যে কেহ হউক না কেন সত্যানুলম্বনেই প্রার্থিত দায় মীমাংসা করিবেক।

স্বাধীন কিংবা অধীন যে প্রকার লোক হউক না কেন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করিলে হন্তার প্রাণদণ্ড হইবেক। এ বিষয়ে ইজিপ্টীয়েরা রোমানদিগের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টরূপে ন্যায় পালন এবং দীন লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিত। রোমানদিগের মধ্যে নিয়ম ছিল, যে প্রভু নিজ ক্রীত দাসকে হত্যা করিলে দণ্ডভাগী হইবেন না; কিন্তু ইজিপ্টীয় এডিয়ান রাজা ঐ বহুকালপ্রচলিত প্রথা গর্হিত বিবেচনায় একেবারে রহিত করেন। ইজিপ্টীয় লোকেরা মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা শপথকারীর প্রাণদণ্ড করিত, কেন না তাহা লোকত ও ধর্ম্মত বিরুদ্ধ এবং সরলতার ব্যতিক্রম প্রযুক্ত পরস্পর বিশ্বাসগ্রন্থিও

ছিন্ন হইয়া যায় এবং অনর্থক দেবতাদিগের নাম উচ্চারণ করিলেও তাঁহাদের অপমান করা হয়।

মিথ্যাপবাদী ও প্রাণ রক্ষার্থ আগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইত।

নগরমধ্যে কার্য্যবিহীন হইয়া কেহই বাস করিতে পারিত না। শান্তিরক্ষক রাজপুরুষের নিকটে এক খানি প্রকাশ্য পুস্তক ছিল, তন্মধ্যে সকলকেই আপন আপন নাম ধাম ব্যবসায় এবং জীবনোপায় লেখাইয়া দিতে হইত, তাহাতে কেহ আপনার পরিচয়ে মিথ্যা কহিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইত।

লোকের ঋণদোষে দীর্ঘসূত্রতা চাতুর্য্য এবং কৌটিল্য ব্যবহার জন্মে; এই বিবেচনায় আসিকিয়স রাজা তাহার নিবারণার্থ অতি সদ্ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। এথেন্স এবং রোমদেশের ন্যায় সভ্য রাজ্যেও ঐ বিষয়ের যথার্থ উপায় হয় নাই, উত্তমর্ণেরা নির্দ্দয়চিত্ত হইয়া খাদকের নিকট প্রাপ্য আদায়ে যত্ন করিত এবং অধমর্ণেরাও ঋণ পরিশোধ কালে নানাবিধ প্রতারণা ও বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইত, সুতরাং উভয় পক্ষকে দমন করা অতি দুঃসাধ্য ছিল, কিন্তু ইজিপ্টীয় লোকেরা বুদ্ধিকৌশলে এমত সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিল যে, তাহাতে উত্তমর্ণেরা কাহাকেও দৈহিক স্বাধীনতায় বর্জ্জিত অথবা তাহার পরিজনকে নিরাশ্রয় না করিয়াও অধমর্ণকে অহরহ ঘোর অযশের ভয়ে পীড়িত করিতে পারিত, তদ্দেশের লোকেরা পিতৃবিয়োগ হইলে পিতার দেহ বহুতর যত্নে সুগন্ধ রসে পূর্ণ করিয়া মহাভক্তিপূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনে রাখিত; তাহাতে দেহ বহু কাল পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকিত এবং প্রয়োজন হইলে স্থানান্তরিতও হইতে পারিত, অতএব ঋণ গ্রহণ কালে সকলকেই ব্যবস্থামতে আপন আপন পিতৃদেহ

উত্তমর্ণের নিকট প্রতিভূ স্বরূপে সমর্পণ করিতে হইত, সুতরাং তাদৃশ মহাদরণীয় প্রতিভূ ত্বরায় উদ্ধার না করিলে তৎ কার্য্য অত্যন্ত অযশস্কর এবং পাপজনক রূপে গণ্য হইত, অধিকন্তু যে অধমর্ণ পিতৃদেহ উদ্ধার না করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত, সে ব্যক্তির পক্ষে বিহিত ন্তেঅ্যষ্টি ক্রিয়ার নিষেধ ছিল।

এতদ্বিষয়ে দাইওদোরস গ্রীক দেশীয় ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণের বিবেচনায় এক দোষ দেখাইয়াছেন, তাঁহারা ঋণ পরিশোধার্থে অধমর্ণের হল ঘোটক এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী অন্যান্য যন্ত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কেন না জীবিকার উপায় না থাকিলে দরিদ্র লোকেরা ঋণ পরিশোধের উপায় করিতে অক্ষম হইবে এবং অন্নাভাবে ক্লেশ পাইবে, অথচ উত্তমর্ণের প্রতি এমত বিধি দিয়াছিলেন, যে ঋণোদ্ধারার্থ কৃষকদিগকে কারাবদ্ধ করিতে পারে, সুতরাং ঐ যন্ত্ররক্ষা বিফল হইত এবং দেশের কুশলার্থ কৃষিজীবী লোক অতি প্রয়োজনীয় হইলেও তাহারা কারারুদ্ধ হওয়াতে সাধারণের কোন উপকার হইত না। ফলতঃ কৃষক লোকেরা রাজ্যের হিতার্থ নিজ ব্যবসায় পালন করে, একারণ তাহাদের শরীরে হস্তার্পণ করা কোন রাজার পক্ষে বিচারসঙ্গত ও বিবেচনাসিদ্ধ নহে।

ইজিপ্টদেশে পুরোহিত ব্যতীত অন্য সকল জাতিরা বহু বিবাহ করিতে পারিত, কেবল পুরোহিতেরা একমাত্র দারপরিগ্রহ করিতেন। পত্নী দাসী হইক বা স্বাধীনা হউক, তদ্গর্ভজ সন্তানেরা সর্ব্বাবস্থায় স্বাধীন এবং বৈধ পুত্রস্বরূপে গণ্য হইত।

কিন্তু ইজিপ্টদেশীয় লোকদিগের একটি ব্যবহার অত্যন্ত দুষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে সহোদর ও সহোদরার পরস্পর বিবাহ হইত।

উক্ত দেশে প্রবীণ লোকদিগের মহা সম্ভ্রম ছিল, যুবকমাত্র তাহাদিগের সমক্ষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাবৎ বিষয়ে তাহারদিগকেই প্রধান আসন দিতে বাধ্য হইত, স্পার্টাদেশীয় লোকেরা ইজিপ্টীয়দিগের নিকট ঐ রীতি শিক্ষা করে।

ইজিপ্টদেশীয় লোকেরা কৃতজ্ঞতাকে সর্ব্বাপেক্ষা পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিত এবং তাহাতেই নিরন্তর অনুরক্ত থাকিয়া অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক যশস্বী হইয়াছিল। পরস্পর উপকার সম্বন্ধেই সমষ্টি অথবা ব্যষ্টিভাবে মিত্রতার গ্রন্থি সুদৃঢ় হয়। যে আপনি কৃতঘ্ন সে কখন পরহিতৈষী হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাহার পরোপকার ধর্ম্মপালনে আমোদ জন্মে, ফলতঃ কৃতঘ্নতার লোপ হইলে পরহিতৈষিতা এমত শুদ্ধ এবং চিত্তাকর্ষকরূপে প্রবল হয় যে তাহাতে অনুরাগ জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। ইজিপ্টীয় লোকেরা রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা করিয়া যাদৃশ সন্তুষ্ট হইত অন্য কাহারও প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাদৃশ আপ্যায়িত হইত না; তাহারা রাজাকে জীবদ্দশায় সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি ও পূজ্য বোধ করিত এবং রাজার মৃত্যু হইলে "প্রজাবৎসল পিতা!" বলিয়া তাঁহার জন্য বিলাপ করিত, এতাদৃশ সমাদর ও ভক্তি করিবার কারণ এই যে তাহারা মনে করিত পরমেশ্বর নৃপতিকে অন্যান্য মর্ত্ত্য লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানে স্বয়ং সিংহাসনোপবিষ্ট করিতেন বরং রাজারাও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে দেবচিহ্ন ধারণ করিতেন, কেন না পরোপকার করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা তাঁহাদের মধ্যে বিরাজমান থাকিত।

নূতন পুস্তক ও পত্রের সমালোচন।

বিধার্থ সম্পাদন পদ স্বীকার করিয়াই আমরা বহুতর ব্যাপারে এতাদৃশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মেও ত্রুটি হইয়াছে; তন্নিমিত্তে আমরা সহৃদয়সমাজে অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে আর এরূপ না হইলেও হইতে পারে; কিন্তু উল্লিখিত সময় মধ্যে আমরা কেবল সাহিত্য ও স্বদেশের শুভানুধ্যানেই ব্যাপৃত ছিলাম—ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনীর উপাসনায় বা দলাদলি সম্পর্কে পরদোষান্দোলনে কালাতিপাত করি নাই, ইহাতেই ভরসা আছে পাঠকগণ কৃপাগুণে আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

বিগত ছয় মাসের মধ্যে কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানে অনেক গুলি পুস্তক, পত্রিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধার্থের উদ্দেশ্য ও আমাদিগের সংকল্পানুসারে সাধ্যমতে ঐ সকলের সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

নীলদর্পণ নাটক। এই নাটক ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে রামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কি প্রকারে নীলকরগণ পাষাণহৃদয়ে প্রজাবর্গের সর্ব্বস্বাপহরণ করেন; কিরূপে প্রজার চতুর্দ্দশ পুরুষাধিকৃত ভদ্রাসনে নীলহল কর্ষিত হয়; কিরূপে পিতা মাতার একমাত্র আশাস্বরূপ, পতিপ্রাণা কামিনীর সংসার উদ্যানের অনুত্তম সুবর্ণপুষ্পস্বরূপ, অদ্ভুতসাচ্ছন্ন হিরণ্যখনির একমাত্র দীপশিখাস্বরূপ কত নবীন যুবক, নীলকরের বিষম নৃশংস অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া অসময়ে আত্মবিনাশে সুস্থ হইয়াছে; কি প্রকারে কত অচতুরা গৃহস্থবালা নীলকরহস্তে সতীত্বস্বরূপ বিমল সুখে বঞ্চিতা হইয়া থাকে; কি প্রকারে নীলকরগণ অম্লান বদনে আবালবৃদ্ধবনিতাপরিপূর্ণ গ্রামে অগ্নি প্রদান করিয়া থকেন; নীলকরদিগের কর্ম্মচারীরা কেমন ভদ্র লোক ও নীলকৃষিকার্য্যে বঙ্গদেশে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে; সর্ব্বসাধারণকে তাহা সম্যক্রূপে বিদিত করাই নীলদর্পণের উদ্দেশ্য। গ্রন্থাবরণ পত্রে লেখকের নাম নাই; কেবল "নীলকরবিষধর-দংশনকাতর প্রজানিকরক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীত" লিখিত আছে; সুতরাং আমরা বিবিধার্থপাঠকমণ্ডলীর নিকট নীলদর্পণলেখককে পরিচিত করণে অসমর্থ হইলাম। গ্রন্থ প্রচার করিয়া সংসারসাহিত্যে গ্রন্থকারপদবী লাভ করা নীলদর্পণলেখকের অভিপ্রেত নহে, বলিয়াই তিনি আবরণ পত্রে নিজ নাম প্রদান করেন নাই; সুতরাং লেখক যে এক জন সামান্য লোক তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। তিনি বঙ্গদেশের যথার্থ হিতচিকীর্ষু, নিরীহ প্রজাবর্গের বিষম দুর্গতি দর্শন করিয়াই তন্নিরাকরণ মানসে নীলদর্পণ প্রণয়নে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ বিফল হয় নাই; তিনি প্রার্থনাধিক ফল লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। নীলদর্পণ বঙ্গদেশের ভাবী ইতিহাসলেখকদিগের প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। যত দিন পৃথিবীমণ্ডলে বঙ্গভাষা পঠিত ও কথিত হইবে, তত কাল নীলদর্পণ সসম্মানে পরিগৃহীত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই নাটক পঞ্চ অঙ্কে ও সপ্তদশ গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ। নীলকরের ভয়ানক অত্যাচারে কি প্রকারে বিন্দুমাধব বসুর পিতা মাতা ভ্রাতা ও প্রিয় বনিতা অসময়ে ধরাশয্যা গ্রহণ করেন, তাহাই করুণা রস সাহায্যে শোক শেষ প্রকরণে

লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রথম অঙ্কে নীল বপন অমতে হিসাব চুকাইবার নিমিত্ত গোলোকচন্দ বসু নিজ প্রিয় পুত্র নবীনমাধবকে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার অপেক্ষায় গোলাঘরের রোয়াকে বসিয়া নবীনমাধবের অপেক্ষায় রহিয়াছেন এমত সময়ে নবীনমাধব আসিয়া কহিলেক।

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা কর্য্যে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখা পড়া করিয়া দেও, পরে একবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হলে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না, অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম সাহেব আমাদের লোকজন লাঙ্গল গরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন কেবল আমাদিগের সংবৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন "তোমরা ত যবনের ভাত খাও না?

সাধু। যারা পেটভাতায় চাকরি করে তাহারাও আমাদের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, তবুত নীল করা ঘোচে না। নাছোর হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ ত সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই কত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেই রূপ করিব; কিন্তু আমার মানস এক বার মোকদ্দমা করা।

ইহার দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে লাঙ্গল লইয়া রাইচরণ পুজার প্রবেশ। নীলকরের আমীন কি প্রকারে নিরীহ প্রজারে বন্ধন করিয়া প্রহার করিতে২ কুঠিতে লইয়া যায়; নীলকরদিগকে জমীদারী পত্তনী দিলে প্রজাবর্গ কেমন সন্তুষ্ট হয় এই গর্ভাঙ্কের নিমনিখিত পুংক্তি পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

সাধু। আমিন মহাশয়! একে কি নীলের দাদন বলে' নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড় অদৃষ্ট! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, যে ঘায় ভয়ে পালিয়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এ ত রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর হলো।

ইহার তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কৃতান্তের কর্ম্মালয়স্বরূপ বেগুনবেড়ের কুঠী। কি প্রকারে নীলকর সাহেবেরা প্রজার সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবন করেন, নীলকর কর্ম্মচারীরা কেমন ভদ্র লোক, কিরূপে প্রজাবর্গের প্রতি শ্যামচাঁদ ব্যবহৃত হয়, এই গর্ভাঙ্ক তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

"বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥"

ইহার প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক যেমন চমৎকার তেমনি স্বভাবসিদ্ধ। ইহার প্রথম কিয়দংশ পল্লীগ্রামস্থ গৃহস্থবালাদিগের গৃহকথাপ্রসঙ্গে নীলকরদিগের অপার চরিত্র বিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

রেবতী। মা ঠাকুরুণ, আর ত এখানে কেউ নাই, মুই ত বড় আপদে পড়েছি; পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো।

সাবি। রাম্ রাম্ রাম্! ও নচ্ছার বিটীকেও কেউ বাড়ী আস্তে দেয়, বিটীর আর বাকী আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্‌বো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মর্‌দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেল্লি বাড়ী বল্লিই বা কি আর হাট বল্লিই বা কি—গন্ধানি বিটি বলে কি—মা মোর গা ডা কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে! বিটি বলে কি ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব যোল্লা চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে এক বার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বল্‌চে।

আদুরী। থু থু থু! গোঁন্দো! প্যাঁজির গোঁন্দো! সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোঁন্দো, থু থু! প্যাঁজির গোন্দো! মুইতো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি প্যাঁজির গোঁন্দো সইতি পারিনে—থু থু গোঁন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটি বলে টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম করে দেবে—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি ব্যাচবার জিনিস, না এর দাম আছে। কি বল্‌বো বিটি সাহেবের লোক তা নইলে মেয়ে নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক হয়েছে, কাল থেকে ব্যমকে ২ ওট্‌চে।

আদুরী। মাগো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুইতো কখনই যাতি পারবো না; থু, থু, থু! গোঁন্দো প্যাঁজির গোঁন্দো!

রেবতী। মা সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেটিয়ে দিস তবে নেটেলা দিয়ে ধর্য্যে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুলুক আর কি! ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়ে লোক ধরে মর্দ্দদের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না। মা—জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতে চায়নি বল্যে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধর্য্যে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে একথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে একেই নীলের ঘায়ে পাগল তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষা রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বস্‌বে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কর্ত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বল্‌বো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নাই—কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

ইহার দ্বিতীয় অঙ্কের গর্ভাঙ্কে বেগুনবেড়ের কুটির খাদাম ঘরে ৫ জন প্রজা কারাবাস ভোগ করিতেছে। তাহাদিগের পরস্পরের হৃদয়ভেদী বিলাপকথন শ্রবণ করিলে পাষাণও আর্দ্র হয়, সাদুঃখে মরুভূমিও সরস হইয়া উঠে। নীলকর সাহেবেরা কিরূপে প্রজাবর্গকে কারাবদ্ধ করিয়া তদধীনস্থ সমস্ত কুঠীতে প্রেরণ করেন, এই গর্ভাঙ্কে তাহা অবিকল বিন্যস্ত হইয়াছে। যথা,

(নেপথ্যে—হা নীল! তুমি আমাদিগের সর্ব্বনাশের জন্যই এদেশে এসেছিলে—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কানসারণের আর কত কুঠি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুঠির জল খেলাম, এখন কোন্ কুঠিতে আছি তাওত জানিতে পারিলাম না, জানবই বা কেমন করে রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুঠি হইতে অন্য কুঠিতে লইয়া যায়, উঃ মাগো তুমি কোথায়)।

এ পদ গুলিও বিলক্ষণ স্বরূপ বর্ণন।

বেরালচোকো হাঁদা হেমদো।
নীলকুঠির নীল মেমদো॥
জাতি মাল্লে পাদরি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥

ইহার দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পতিপ্রাণা সরলা পতিপ্রেরিত পত্র পাঠ করত মনোদুঃখ প্রকাশ করিতেছে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কুঁড়িনী ময়রাণীর প্রবেশ। ময়রাণী যদিও সাহেবের আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করত কিছু কিছু পাইয়া থাকে কিন্তু তাহা তাহার মনোগত নহে। ময়রাণী সাহেবের নিমিত্ত যে কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহা গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধ বনিতা কাহারো অবিদিত নাই, এমন কি বালকদিগের দৌরাত্ম্যে ময়রাণীর রাজপথে বাহির হওয়া ভার। যথা,

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই॥

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ও কথা বল্‌তে নাই।

৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই॥

নবীন মাধবের প্রবেশ।

পদী। ওমা, কি লজ্জা! বড় বাবুকে মুখ খান দেখালাম! (ঘোমটা দিয়া পদীর প্রস্থান)

নবীন। দুরাচারিণি, পাপীয়সি (শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও অনেক বেলা হইয়াছে।

নীলদর্পণ নাটকের তৃতীয়াঙ্কে নীলকর উদ্

WHOLE VOLUME. BLEED THROUGH.

সাহেব ও তাঁহার দেওয়ান গোপীনাথ উভয়ে নীলসংক্রান্ত বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন। ইহার দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গ্রন্থকার পতিপ্রাণা স্ত্রীর প্রকৃতি চিত্রিত করিয়াছেন। স্বামী নবীনমাধব নীলকরদিগের সহিত বিধিবিচারে বিগতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। হস্তে এমন কিছুই নাই যে, বিচারব্যয় নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু এই সময়ে বিচারব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্তে তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিজ অলঙ্কার সকল খুলিয়া দিতেছেন। এই অঙ্কের ভাব অতীব রমণীয়। যথা,

নবীন। প্রণয়িনি! তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটি নাই! আহা আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম কি হলাম! আমার ৭ শত টাকার মুনফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘা বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাহিনদার, পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালিকে অন্ন বিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় কত শত টাকা দান করিয়াছি; আহা! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাদ্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর তুমি দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ (আক্ষেপ)

সৈরি। প্রাণনাথ! তোমারে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে (সজল নেত্রে) আমার কপালে এত যাতনাও ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখতে হলো আর বাধা দিও না (তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখি! চুপ কর, (হস্তে ধরিয়া) রাখ ঘরে এক দিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ! উপায় কি—আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে গহনা হবে।

ইহার তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রোগ সাহেব কিরূপে পাদী নয়রাণীর সাহায্যে অচুতরা গৃহস্থবালা ক্ষেত্রমণির সতীত্ব নাশে উদ্যত হন, কিরূপে নবীনমাধব ও তোড়পের সাহায্যে ক্ষেত্রমণি সাহেবের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হয়, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। নীলদর্পণের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক বসুকুলগৃহিণী সাবিত্রীর বিলাপে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার চতুর্থ অঙ্ক অতীব চমৎকার। প্রথম গর্ভাঙ্কে ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারী কিরূপে মাজিষ্ট্রেট নীলকর সাহেবদিগের বশতাপন্ন হইয়া হতভাগ্য প্রজানিকরের সর্ব্বস্বান্ত করেন, গন্থকার তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ যোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্ক বিলক্ষণ করুণা রসপরিপূর্ণ। এই গর্ভাঙ্কদ্বয়ে নির্দ্দোষী গোলোকচন্দ্র বসুর কারাবাস ও তাঁহার আত্মহত্যার বিষয় পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও আর্দ্র হয়! পঞ্চমাঙ্কে এই নাটকের উপসংহার হইয়াছে। এই অঙ্কটী চারিটী গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। ইহার আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ভাগে করুণা রস প্রবাহিত; এমন কি এক এক স্থান প্রণয়ন সময়ে লেখকের লেখনী অশ্রুনীরে অভিষিক্তা হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর অনতিপরই নীলকরের সহিত বিবাদ করিয়া নবীনমাধব নিজে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বসুগৃহিণী প্রিয় পতি। পুত্র বিনাশ শ্রবণে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া স্বয়ং পুত্রবধূরে বিনাশ করিলেন। এই ঘটনা বিলক্ষণ বিস্ময়াকর্ষ। এক সময়ে যে গৃহস্থের কিছুরই অভাব ছিল না, ক্ষেত্রভূমি সমূহ, ধান্যস্তূপ, হল, কৃষাণ ও বলদ উদ্যানসংলগ্ন বসতবাটী পুত্র কন্যা পরিজনে পরিপূর্ণ ছিল, নীলের ভয়ানক অত্যাচার! শুদ্ধ নীলবপনানুরোধে সুখসংসার শ্রীভ্রষ্ট ও শ্মশানতুল্য হইয়া উঠিল। দর্পণ গ্রন্থকারকে প্রস্তাবটী অমূলক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে হয় নাই। প্রকৃতির সহকারে প্রতিনিয়তই বঙ্গদেশের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগ্রামে এবম্প্রকার ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যহই অভিনীত হইতেছে। অনুরূপকেরা সুসভ্য ইংলিশ সমাজের উদাহরণ স্বরূপ। বিধিবদ্ধ রাজনিয়ম তাঁহাদিগের নিকট সুদূরপরাহত। নৃশংস রাক্ষসগণ দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়া দুরূহ, বিজ্ঞান বিহীন পশুচক্ষেও যাহা ঘৃণাবহ বিবেচিত হয়, এই সভ্য রাজেরা অনায়াসে সরল হৃদয়ে তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গ নীলদর্পণ নাটকের উপসংহারে বিন্দুমাধবের বিলাপ বাক্যে বিলক্ষণ বিদিত হইতে পারিবেন।

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদসাগরে ধ্রুব নক্ষত্র (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবল প্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চ কুলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ, কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান, কোথাও নবদূর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা। আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিত বনপ্রসূন সৌরভামোদিত মন্দ২ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিড় দর্শন, অচিরাৎ শোভা সহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ! স্বরপুরনিবাসী বসুকুল, নীলকীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল। আহা নীলের কি করাল কর!

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনলশিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন॥
পতি পুত্র শোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একবারে উথলিল দুঃখ পারাবার॥
শোকশূলে মাথা হলো বিষ বিড়ম্বনা।
তথাপি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা॥
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি অনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর এক বার॥
জননী জননী বলে চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই॥
মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে॥
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীত মনে বলি মা মা মা॥
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটী নাই॥
নয়ন মেলিয়ে দাদা দেখ এক বার।
বাড়ি আসিয়াছে বিন্দু মাধব তোমার॥
আহা! আহা! মরি! মরি! বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকাল কোথায়॥
রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না॥
সহাস্য বদনে সতী সুমধুর স্বরে।
বেতাল করিতে পাঠ মম কর ধরে॥
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বন বিহঙ্গ সহিত॥
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর।
আলো করেছিলে মম দেহসরোবর॥
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়॥
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার॥

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়—

আমাদিগের আলোচ্য দ্বিতীয় পুস্তক "হাতেম তাই" নামক পারস্য গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ, বর্দ্ধমানের মহারাজা মহতাব চন্দ্র বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে অনুবাদিত হইয়া বিনা ব্যয়ে সাধারণে বিতরিত হইতেছে। ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ মন্দ হয় নাই; মহারাজ এই দুরূহ ব্যাপার সম্পাদনার্থ কতিপয় তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও দুই জন মুনসি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনুবাদকগণ অত্যন্ত পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু হাতেমতাই বাঙ্গালিসমাজে কাহারও অবিদিত নাই; ।০ মূল্যে বাজারে বিক্রীত হইয়

থাকে। কাশীদাসের সমকালীন কবি সাধু গোবর্দ্ধন দাস, পরে পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক কর্ত্তৃক বাঙ্গলা পদ্যে গদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে; সুতরাং হাতেমতাইর গদ্যানুবাদ সাহিত্যসংসারের কিছুমাত্র উপকারযোগ্য হইবেক না। ফলে মহারাজ বহুব্যয় স্বীকার করিয়া মুক্তাদামে বায়সবদন রঞ্জিত করিয়াছেন। শূন্যতোয়া তটিনীকূল সুবর্ণ সোপানে বদ্ধ করিয়া সাধারণে নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন।

মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য। যিনি বাঙ্গালী ভাষারে অভিনব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি নিজ অসীম দৈব শক্তি সাহায্যে সাহিত্যসংসারে অমিত্রাক্ষরময়ী কবিতানিচয়ের "আদি পিতা" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই গুণনিধান শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত উল্লিখিত দুই খানি কাব্য প্রচারিত হইয়াছে।

কপিরাক্ষসকুলের লঙ্কা সমরবৃত্তান্ত, রাজা রাম চন্দ্রের দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি-কথা হিন্দু জাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা মধ্যে কাহারো অবিদিত নাই। দত্ত কবিবর রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়াই মেঘনাদবধ কাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁর নায়কগণ এমনি যথাযোগ্য গুণে বিভূষিত যে, তাহাতে রামায়ণ প্রচারয়িতা বাল্মীকিকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছে। যদি প্রস্তাব সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত তাহা হইলে বাল্মীকিরচিত রামায়ণ কোন গুণেই ইহার নিকট লক্ষিত হইত না।

দৈব শক্তির এমনি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা, যে দত্তজ পতিপরায়ণা প্রমীলার অনন্য আশ্রয় বীর চূড়ামণি মেঘনাদকে যে সকল বীরলক্ষণে ভূষিত করিয়াছেন তাহাতে বাল্মীকির মতে তাহারে পরস্বাপহারী দুর্বৃত্ত রাক্ষসাধম বলিয়া তাহার অকাল মৃত্যুতে আহ্লাদিত হওয়া নৃশংসেরও কর্ম্ম নহে। মেঘনাদ যে সকল সদ্‌গুণে ভূষিত, দুর্বৃত্ত রাবণের পুত্রত্ব স্বীকার করাও তাহার অনুচিত। তিনি সাগরাম্বরা ধরণীমণ্ডলের অধীশ্বর হইলেই শোভা পাইতেন। হায়! পতিপরায়ণা প্রমীলা তাঁহার বিরহভার কিরূপে বহন করিবে!

"শুনিয়াছি, শশিকলা নাকি
রবিতেজে সমুজ্জ্বলা; দাসী ও তেমতি,
হে রাক্ষসকুলরবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমায়!"
মুকুতাহার উরসে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদলদলে
কিছার শিশিরবিন্দু ইহার তুলনে?
উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কাসুশোভিনি!
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী—
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
ঊষা, পালাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি যাই যজ্ঞাগারে।"
যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায়রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্পরূপী ইন্দ্রজিত বলী,
ছাড়িয়া রতিপ্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষসকুল ভরসা, অজেয় জগতে!
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
কতক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে;
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্, রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,

অভিমানি? সরু মাজা তোর রেকে বলে,
রাক্ষসকুলহর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীরকেশরী
ভীম প্রহরণে রণে বিমুখে বাসরে,
দৈত্যকুলনিত্যঅরি, দেবকুলপতি!"
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্রনন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপাদৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য কবচরূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রতী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে।
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?"

মেঘনাদবধ কাব্যে প্রতি পদেই যেন প্রকৃতি মূর্ত্তিমতী হইয়া পাঠক বর্গের আনন্দ বিধান করিতেছেন। নায়কদম্পতীর অকৃত্রিম প্রেমে আমরা যত দূর মোহিত হই, নানা গুণে মেঘনাদ আমাদিগের যত প্রসন্নতা লাভ করেন, আবার চির দুঃখিনী সীতা সতীর অবিরল বিগলিত নয়নজল আমাদিগকে তত উত্তেজিত করে। তখন আর পতিপরায়ণা প্রমীলার দুঃখভার স্মরণ হয় না। বহু গুণাকর মেঘনাদকেও ক্ষণ কালের নিমিত্ত জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করি না।

কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!
"চালাইল রথরথী। কাল সর্পমুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা! স্বর্গরথচক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কাননরাজী, হয় ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ! প্রভঞ্জন বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে লড়ে মড় মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। দশাননে বৃথা গঞ্জ তুমি।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি,
দেহ সুধা দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ কুহর আজি আমার।" সুস্বরে
পুন আরম্ভিলা তবে ইন্দুনিভাননা;
"শুনিতে লালসা যদি, শুনলো ললনে!
বৈদেহীর দুঃখ কথা কে আর শুনিবে?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা ফাঁদে ছটফটি
ভাঙ্গিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু সুন্দরি!
"হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোররবে কহ যথা রঘুচূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূতপদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুলকুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চস্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!—

বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"—শুনিয়াছে বীণা ধ্বনি দাসী,
পিক বর রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধু মাখা কথা কভু এ জগতে!"

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে; তখন আমরা মনে

মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশ গৃহমধ্যে প্রাথনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।

মাইকেল মহাশয়ের বুজাঙ্গনা কাব্যও অতি চমৎকার হইয়াছে। কবিত্ব শক্তির এমনি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা যে, বুজাঙ্গনা কাব্য যে এক জন কৃশ্চনপ্রণীত, ইহা কে বিশ্বাস করিবে।

"(বৎশিধ্বনি)

১

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
বুজের রতন!
চাতকী আমি স্বজনি, শুনি জলধরধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকিলো এখন?
যাক্ মান্ যাক্ কুল, মনতরী পাবে কূল;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ!

২

মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমলকাননে!
কমলিনী কোন্ স্থলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে?
যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর অরি;
কে সম্বরে স্মরশরে এ তিন ভুবনে!

৩

ঐ শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী!
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কাণে
আমি শ্যামদাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ুরী নাচে সে রবে;
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসী?
সৌদামিনী ঘন ঘনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে;
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকা বিলাসী?

৪

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জ বনে, রে,
যথা গুণমণি!
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুল ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী!
কি লজ্জা! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী?
চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই,
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি?

৫

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী;
আমার প্রেমসাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছাড়ি রব আমি? ধিক্ এ কুমতি!
আমার সুধাংশুনিধি—দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি ধিক্ এ যুকতি!

৬

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুলরতন!
মধু কহে বুজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমার শ্রীমধুসূদন!
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।

ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র। দণ্ডনীতি অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় শাসনপ্রণালী ভারতবর্ষীয় রাজবিধিবার্ত্তাবহ। এই উদ্দেশ্যে এক খানি পাক্ষিক পত্র প্রচারিত হইয়া সাধারণে বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে। কতিপয় ধনী এই মঙ্গলময় সংকল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। রত্নাবলীর মর্ম্মানুবাদক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চূড়ামণি সেই দাতব্যে নির্ভর করিয়া উল্লিখিত পত্র সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন। উদ্দেশ্য যেরূপ হউক না কেন, সংবাদপত্র বিনা ব্যয়ে বিতরণ প্রথা কোন সভ্য দেশেই দৃষ্ট হয় না; সুতরাং এবম্বিধ অদৃষ্টচর ব্যাপারে সাহায্যদাতাগণ ও সম্পাদক যে কত দূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য। ভিক্ষাসংগৃহীত ১৫৪৪ টাকাই উক্ত পত্রের পরমায়ু। যদিও সম্পাদক বহু পরিশ্রম স্বীকার করত অতি তীব্রতর উপাসনায় বরদ দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিয়া দণ্ডনীতির পরমায়ু বৃদ্ধি করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেও ইহার স্থায়িত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। এই অলৌকিক কার্য্যে হস্ত ক্ষেপণার্থ প্রথমে ভারতবর্ষীয় সমাজ উদ্যত হন; চূড়ামণি সে সময় ঐ সভার দূত ছিলেন; সমাজের নিয়োগানুসারে বিদ্যাসাগর ঐ বিষয়ে একটি মিনিট লেখেন; কিন্তু কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে ভারতবর্ষীয় সমাজ ঐ অধ্যবসায়ে নিরস্ত হইতে বাধ্য হন। কিছু দিন পরে চূড়ামণি দৌত্য কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং এই বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করেন। এতাবৎ কালমধ্যে উপক্রমণিকা সহিত পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার উদ্দেশ্য মঙ্গলময় তাহার সন্দেহ নাই এবং উপযুক্ত পাত্রেও সমর্পিত হইয়াছে; কিন্তু সম্পাদন প্রণালীতে কতিপয় মহদ্দোষ দৃষ্ট হইতেছে, সে গুলির নিরাকরণ না হইলে সম্পাদক সাধারণে কখনই পূর্ণমনোরথ হইবেন না। প্রথম অনধিকৃত বিষয়ে হস্তার্পণ। এই দোষ অতীব নিন্দনীয় ও ঘৃণাকর। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র শিরোনামের নিম্নে "ইংলণ্ডীয় শাসনপ্রণালী ও ভারতবর্ষীয় রাজবিধিবার্ত্তাবহ" লিখিত আছে; কিন্তু ৪ সংখ্যক পত্র "নূতন পুস্তকের সমালোচন" প্রস্তাবে পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রে পুস্তক সমালোচন উদ্দেশ্য নহে। সম্পাদক গন্তব্য পথ বিস্মৃত হইয়া সমালোচন প্রস্তাবে আমাদিগেরই যার পর নাই প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট না হইয়া পুরস্কার প্রদান পরিবর্ত্তে বরং তাঁহারে তিরস্কার করণে বাধ্য হইলাম। আমরা স্তুতিবাদে উপেক্ষা করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হই না; যখন পুস্তক সমালোচন প্রথা ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রের উদ্দেশ্য নহে, তখন তিনি কি বলিয়া তদননুরূপ প্রস্তাবে পত্রার্দ্ধ পরিপূর্ণ করেন; ইহাতে সাধারণে তাঁহার গৌরব ও মহত্ত্বের লঘুতা ভিন্ন আর কি অপেক্ষিত হয়? চূড়ামণি যে ভ্রমবশত পুস্তক সমালোচন করিয়াছেন, এমত আমরা কহিতে পারি না; তিনি স্বয়ং স্বীকারও করিয়াছেন। যথা;—

"ফলতঃ আমাদের এই দণ্ডনীতিপত্র, অন্য উদ্দেশ্যে প্রচারিত; বিশেষতঃ ইহাতে, স্থানের অতি সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত প্রস্তাবিত উভয় বিষয়ই, অদ্য, আমরা, সবিশেষ বাক্ বিন্যাস করিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ রহিলাম!!! কিন্তু, অতি প্রশস্ত অন্তঃকরণে নির্দ্দেশ করিতেছি, সুবিধা ও অবকাশক্রমে এই সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের আর আর বিবরণ, আমাদের পাঠক-মণ্ডলীর গোচর করিব।"

দ্বিতীয়ত কদর্য্য রসিকতা প্রয়োগ। এ দোষ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভয়ানক। চূড়ামণি উপনীত হইবার সময়ে সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর খানিও মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। পত্র

সম্পাদন সময়ে সেই গুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে; তাহাতে সাধারণে তিনি যে কত ঘৃণার পাত্র হন, তাহা তিনি স্বয়ং অনুভবে অসমর্থ। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সম্পাদনপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ সকল কদর্য্য কথা ব্যবহার করা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় না; এক দিন রসরাজপত্রে তাহা শোভা পাইত। আমরা ঐ প্রকার কতিপয় পদ নিম্নে উথিত করিলাম; পাঠকবর্গই বিবেচনা করুন, ইহা কি ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের উপযুক্ত? চূড়ামণি যে শুদ্ধ কদর্য্য রসিকতায় পত্র পরিপূর্ণ করেন এমত নহে; পাঠকবর্গ তাঁহার রাজনীতি ও রাজশাসনসম্বন্ধীয় সমাচারের সার ভাগ পাঠ করিলেও জানিতে পারিবেন, ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র বর্ত্তমানে সাধারণের কত উপকারে আইসে। "বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্র লক্ষ্য করিয়া"

"কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ।
নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ॥
সাধ করে শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ে সব হলো হত॥

"। বিখ্যাত পাদ্রি রেভেরেণ্ড লংসাহেবের মোকদ্দমা ত্বরায় নিষ্পাদিত হইবে। এই মোকদ্দমার দিন, দর্শকেরা, বিচার-গৃহ, লোকারণ্য করিবেন। যেহেতু, ফরিয়াদী,—শিষ্য নীলকরপক্ষ, আসামী,—গুরুদেব স্বয়ং লংসাহেব, মোকদ্দমা,—গ্লানি-বিষয়ক, জজ্,—মহাত্মা ওলেস্ বাহাদুর!। সুতরাং মণিকাঞ্চনী যোগ উপস্থিত হইয়াছে!!!। —ষেটের কোলে, কাহারি গোঁ কম নয়!!। কপালক্রমে তায় আবার, শ্রীপাট সুপ্রিম্ কোর্ট,—বিচায়ালয়!। "এ বড় কঠিন ঠাই,—লঘু—গুরুজ্ঞান নাই!"। তাই, ভাই! ভারী ভীত আছি!। বোধ হয়, গতিক, বড় ভাল নয়!। ফলতঃ লং হাড়ি-কাষ্ঠে গলা দিয়া, আর্ত্তনাদ ছাড়িতেছেন!—প্রকৃত নীলদর্পণের বাবুতে, শিঙ্গে সিন্দূর মাখাঁন, নাওয়ান, থরহরি কম্প, মজুদ্!!—ওয়েল্সের খাঁড়া, চক্ চক্ করিতেছে!;—বোধ হয়, এবার, বাজার বড় গরম! পাঁঠা পাঁঠি, বিচার চলিবে না! রুধিরের দরকার অধিক!!"

হৃদয়ভেদী শোকসমচার যে এই রূপ কৌশলে লিখিতে হয়, তাহা আমরা এত দিন জানিতাম না; উক্ত পদের অর্থ গ্রহণ করাও সামান্য কথা নহে। পতিপ্রাণা কামিনী হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল শিবাশকুনিপরিবৃত রণক্ষেত্রমধ্য হইতে মৃত পতিরে অন্বেষণ করিয়া লইতে যত কষ্ট বোধ করে, পাঠকবর্গের পক্ষে চূড়ামণিলিখিত প্রস্তাবের ভাব সংগ্রহ করিতেও ততোধিক কষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। চূড়ামণি ইংরাজি ভাষা কিছুমাত্র জানেন না; সুতরাং অনপেক্ষিত সংবাদ সমূহ তাঁহারে অলীকবৎ প্রতীত হয়। যথা;—

"। কিছু দিন হইল, এই সহরে গল্প উঠিয়াছে, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি এখানকার সম্ভ্রান্ত—প্রধানেরা, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্ হইবেন!!। "গল্পটি মন্দ নয়!!।"

আমাদিগের ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের সহিত যে সম্পর্ক, তাহাতে তাহার উন্নতি কল্পে সাধ্যানুসারে কায়মনে যত্ন করাই আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং তদনুরোধেই আমরা তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ভরসা করি, ভবিষ্যতে চূড়ামণি সম্পাদক ভারতবর্ষীয় পত্র সাবধানে সম্পাদন করিবেন এবং সে সময় যেন দেশ, কাল, পাত্র ও নিজ পদের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে ক্রমে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সহৃদয়সমাজে সমাদরে পরিগৃহীত হইবে এবং তিনিও চরিতার্থতা লাভ করিবেন।

সংবাদ সজ্জনরঞ্জন। এই নামে এক খানি সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছে; আমরা তাহার সমালোচন করণে প্রবৃত্ত হইয়া পত্র খানি হস্তে গ্রহণ করিবামাত্র শিরোনামের নিম্নে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাইলাম।

"লোকানাং কিল তাপহেতুরধুনা ক্ষেত্রজ্ঞতো ভাস্করো
গুপ্তেঽস্তেঽপি প্রভাকরেশ্বর ইতো রামাহ্বতেনামুনা।
কিংবা কাল্পনিক-প্রভাকরদশালোকেন লোকেঽখিলে
চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া কলঙ্কিততয়া সম্বর্দ্ধ দর্শে কথং॥

সোমঃ সোঽপি স এব কিঞ্চ কুমুদোল্লাসপ্রকাশস্তু নঃ
অন্যেষাং কিমু বার্ত্তয়া জনমনোবিগ্লাপয়ন্ত্যা ভৃশং।
সর্ব্বত্র ব্যবহারদর্শনবিধৌ সোঽপ্যেষ এবাধুনা
আস্তাং সজ্জনরঞ্জনো মণিবরো গোবিন্দ-গুপ্তাঙ্কিতঃ॥"

ইহা পুনরায় আমাদিগকে সেই কদর্য্য পত্র প্রচারণ কাল স্মরণ করাইয়া দিল; আমরা অনুরোধ করি, সম্পাদক এ শ্লোকটি তুলিয়া দিবেন; এবম্বিধ শ্লোক সত্তে সজ্জনরঞ্জন কখনই সহৃদয়হস্তে স্থান পাইবে না। পুষ্পে কীট দেখিতে পাইয়াও কে তাহার আঘ্রাণ লইয়া থাকে?

পরিদর্শক। এক খানি যথাবিহিত দৈনিক পত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুব্ধ ছিলাম; পরিদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালিসমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্ব্বে অন্যান্য বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনটন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যত দূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ; তন্নিমিত্ত আমরা পরিদর্শকসম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।

গীতগোবিন্দ। কোন কাব্যানুরাগী সহৃদয় উক্ত পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের বাঙ্গালা অনুবাদ নূতন নহে। অতি জঘন্য পদ্যে অনুবাদিত হইয়া বটতলায় বিক্রীত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা মনে করিয়াছিলাম, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সুরসিক জনগণ গদ্যানুবাদ পাঠে জয়দেবের লালিত্যানুভবে সমর্থ হইবেন। কিন্তু অনুবাদক সে বিষয়েও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিলেন না; আলোচ্য অনুবাদ উল্লিখিত পদ্যের ন্যায় যথার্থ অর্থসঙ্গত হয় নাই। যথা;—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥ ১॥"

"হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব রাত্রিতে অন্যান্য নায়িকার সহিত বিহার করিয়াছিলেন; এজন্য তুমি তাঁহার প্রতি নিতান্ত অভিমানিনী হইয়াছ মনে করিয়া তিনি তোমার নিকট সহসা স্বীয় মনোভিলাষ প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছেন না। কিন্তু যখন তিনি এখন তোমার প্রতিই আসক্ত হইয়াছেন; তখন তুমিই তাঁহার মন্মথব্যথা দূর কর। দেখ গগনমণ্ডল মেঘাবৃত হওয়াতে জ্যোৎস্না বিলীন ও বনান্তরাল স্থল সকল তমালবিটপপটল দ্বারা শ্যামান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া তোমাদের মিলনের কি সুন্দর উপযোগী-হইয়াছে! অতএব এই অনুকূল সময়ে তুমিই তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া নিকুঞ্জগৃহে লইয়া যাও। প্রিয়সখীর এই চিত্তাহ্লাদকর বচনের অনুসরণে রাধা মাধবের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাতীরস্থিত নিকুঞ্জবনের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং উভয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে যে কেলীকলাপ সম্পাদন করেন তাহা সম্যক্ রূপে জয়যুক্ত হউক॥ ১॥"

উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ ঐরূপ হইবেক না। পাঠকবর্গের বিদিতার্থ আমরা তাহার প্রকৃত অর্থ করিলাম। যথা;—

"রাধে! একে রাত্রি কাল, গগনতল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, এবং বনভূমি তমাল দ্রুম সমূহে অন্ধকারময়; তাহাতে আবার ইনি ভীরুস্বভাব; অতএব তুমিই ইহাঁরে গৃহে লইয়া যাও।" নন্দের এই রূপ নিদেশানুসারে রাধা ও মাধব কালিন্দীকূলে পথপ্রান্তবর্ত্তী নিকুঞ্জে গমন করিয়া যে রহস্য কেলি করিয়াছিলেন; তাহা জয়যুক্ত হউক॥ ১॥

গীতগোবিন্দের অর্থ সুবোধার্থ চারি বিভিন্ন টীকা দেখিতে পাওয়া যায়; সহৃদয় অনুবাদক যদনুলম্বনে গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অন্যতর হইতে অপকৃষ্ট। গীতগোবিন্দের টীকাকারদিগের মধ্যে পূজারি গোস্বামীকৃত টীকাও

বিশুদ্ধ নহে; বিশেষত ভক্তিরসপ্রধান জয়দেবের যথার্থ মহিমার অপরিচয়ে অনেকে গীতগোবিন্দ কাব্য শৃঙ্গাররসপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আমরাও তাহাতে অস্বীকার করি না, কিন্তু শৃঙ্গাররসপ্রধান বলিয়াই যে এবম্বিধ উৎকৃষ্ট মহাকাব্য অতি জঘন্য কদর্য্য অশ্লীল ভাবে লক্ষিত হইবে, ইহাও আমাদিগের প্রার্থনা নহে; সুতরাং বর্ত্তমান গীতগোবিন্দের অনুবাদক কোথায় জয়দেবের মাহাত্ম্য বিস্তৃত করিবেন; কোথায় সাধারণে জয়দেবকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন; তদ্বিপরীতে তাঁহারে ব্যভিচারগ্রস্ত করিয়াছেন ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে।

জীবরহস্য দ্বিতীয় ভাগ। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সহকারী সম্পাদক বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষা হইতে অনুবাদিত হইয়া সাধারণে সাত আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। জীবরহস্যের প্রথম ভাগ সাধারণে সমাদরে পরিগৃহীত হইবায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করিলেন। আমরা ইহার সমালোচন করণার্থ আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, প্রস্তাব সমুদায়ে মধুসূদন বাবুর লেখা নহে; বিবিধার্থ সংগ্রহের পুরাতন পর্ব্ব হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে অথচ বিজ্ঞাপনে তাহা কিছুমাত্র নির্দ্দেশিত হয় নাই। বোধ করি, বিবিধার্থের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বিবিধার্থ হইতে সঙ্কলন করণে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার সে বিষয়ে স্বীকার করা উচিত ছিল। অনেকে এরূপ বিবেচনা করিতে পারেন যে, মধুসূদন বাবু স্বলিখিত প্রস্তাব সমূহই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন, সুতরাং বিবিধার্থ হইতে সংগৃহীত ইহা স্বীকার করা অনাবশ্যক; কিন্তু মধুসূদন বাবুর "চক্‌মকির বাক্স," "চীন দেশীয় বুল্‌বুল," "ছোট কৈলাস বড় কৈলাস," "অপূর্ব্ব রাজ-বস্ত্র" প্রভৃতি গ্রন্থাদির লেখার সহিত ঐক্য হয় না; সুতরাং জীবরহস্যের লেখকরহস্য পাঠকবর্গের সন্দেহার্হ রহিল। আমরা প্রার্থনা করি, মধুসূদন বাবু ইহার যথার্থ রহস্য বিদিত করিবেন; ইহাতে আমাদিগের বাল্যকালের পঠিত ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের উপাখ্যান স্মরণ হইতেছে।

লার্ডকেনিং। গবর্ণর জেনেরেল লার্ডকেনিং বাহাদুর ভারতবর্ষে আগমন করিয়া তন্নিবাসিবর্গের কি উপকার সাধন করিয়াছেন। বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; উহা সংবাদ প্রভাকর পত্রের ত্রিংশৎ সম্বাৎসরিক বর্ষ বৃদ্ধি সভায় পঠিত হয়। বাবু উদয়কৃষ্ণ দেব তাঁহারে ১০ দশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। পশ্চিমপ্রদেশীয় দুর্ভিক্ষপীড়িত দীনবর্গের সাহায্যার্থ যোগেন্দ্র বাবু এই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া ।০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। যোগেন্দ্র বাবু এক জন সুলেখক, সুতরাং সহৃদয়সমাজ তাঁহারে সম্যক্ উৎসাহ প্রদান করিলে সময়ে তৎ কর্ত্তৃক বঙ্গভূমি সমূহ উপকার সাধনে সমর্থা হইবেন।

ঢাকা প্রকাশ। সোমপ্রকাশের অনুকরণে ঢাকায় উক্ত নামে এক খানি সংবাদপত্র প্রচার আরম্ভ হইয়াছে; অনেক বিষয়ে ঢাকাবাসীরা কলিকাতা নাগরিকদিগকে লজ্জিত করিয়াছেন। যদি কখন বঙ্গশ্রী সৌভাগ্যবতী হন, তাহা হইলে ঢাকাবাসিগণই প্রথম লক্ষিত হইবেন। আমরা সহৃদয়বর্গকে অনুরোধ করি তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে ঢাকা প্রকাশ গ্রহণও একটা প্রধান বলিয়া গণ্য করুন।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব ৭৩ খণ্ড ·· শকাব্দা ১৭৮৩, শ্রাবণ। [১ পর্ব্ব ২ কল্প

চীনদেশীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত।

আসিয়া খণ্ডের মধ্যবর্ত্তী একটি দেশের নাম চীনদেশ, উহা প্রভূত জনাকীর্ণ স্থান, লোক সকল অসভ্য নহে, স্বভাবতঃ সাতিশয় শান্তপ্রকৃতি, পরিশ্রমী এবং পরিচ্ছন্ন; উহারা পারস্য আরব এবং অন্যান্য দেশের লোকাপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। ভূগোলবেত্তাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, লোকসংখ্যা বিষয়ে চীন দেশের তুল্য দেশ এই পৃথিবীতলে নাই, অবনীমণ্ডলের উপরিভাগে যত লোক আছে, তাহার তৃতীয় অংশের একাংশ লোক চীন দেশে বাস করে। উপদেশ দিবার নিমিত্ত বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া অপর এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "বালকগণ! ঘটিকার নিকট উপবেশন করিয়া, তোমরা যদি উহার টিক্ টিক্ শব্দ মনোযোগ পূর্ব্বক ক্রমাগত দিন রাত্রি গণনা কর, তবে দ্বাদশ বৎসর গণনা করিলে যে সংখ্যা হইবে, চীনদেশের লোকসংখ্যাও তদনুরূপ। উক্ত দুই কথাতেই অত্যুক্তি দোষ আছে বটে, কিন্তু চীনদেশ যে বহু জনাকীর্ণ স্থান তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ প্রামাণিক ভূগোলবেত্তারাও লিখিয়াছেন "চীন রাজ্যে ৩৩০০০০০০০ ছত্রিশ কোটি লোক বাস করিয়া থাকে। বহু জনতা হেতু তথাকার সামান্যোপজীবী লোকেরা অর্দ্ধাশনেই কাল যাপন করে।"

দরিদ্র লোকদিগের খাদ্য বিষয়ে কথিত আছে, তাহারা সামান্য অন্ন ভোজন এবং জল পান করিয়া কাল যাপন করে। যে দিন তাহারা শুষ্ক শূকরমাংস অথবা মৎস্য প্রাপ্ত হয়, সে দিনকে সাতিশয় সুখের দিন বোধ করে। সকল মাংসই তাহাদিগের পক্ষে সুখাদ্য, ইন্দুর সর্প এবং কঞ্চুকাদি কৃমিমাংসও তাহাদের অখাদ্য নহে। এমন কি, শূকরমাংস যে মূল্যেতে বিক্রয় হইয়া থাকে, তথায় কুক্কুর এবং বিড়ালের মাংসও সেই মূল্যে বিক্রীত হয়।

চীন দেশে গমন করিয়া এক বার এক ইংলণ্ডীয় ভদ্র লোক, এক ব্যক্তি চীনের বাটীতে ভোজন করিতেছিলেন, খাইতে খাইতে বাসনে এক প্রকার নূতন মাংস দেখিয়া এক বার এক দৃষ্টে ঐ চীন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং এক বার বাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বা, আ, আ, শব্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি মেষমাংস? তাহাতে ঐ চীনদেশীয় লোক তদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্রত্যুত্তর করিল, বাউ, আউ, অর্থাৎ মহাশয়! ইহা

মেষমাংস নহে, অতি সুখাদ্য কুক্কুরশাবকের মাংস। তৎ শ্রবণে ঐ ভদ্র লোক অতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া একবারে হাত গুড়াইলেন আর আহার করিলেন না। আর এক বার এক জন ইংরাজ চীনদেশের বাজারে বাজার করিতে গিয়াছিলেন, তথায় চীনদেশীয় এক ব্যক্তিকে শুষ্ক ইন্দুর ক্রয় করিতে দেখিয়া তিনি কৌতূহলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! দেখিতেছি, আপনি ভদ্রসন্তান, এ শুষ্ক ইন্দুর গুলা লইয়া কি করিবেন? তচ্ছ্রবণে ঐ চীনে লোক সহাস্য বদনে প্রত্যুত্তর করিল, তুমি কোথাকার লোক, চীনদেশে বাস কর, শুষ্ক ইন্দুর সিদ্ধ করিলে কিরূপ উপাদেয় খাদ্য হয় তাহা কি অদ্যাবধি জান না?

দরিদ্র লোকেরা কষ্টকল্পে কাল যাপন করে বটে, কিন্তু ধনাঢ্য লোকদিগের আহারের ক্লেশ কিছুমাত্র নাই, তাহারা অপর্য্যাপ্তরূপ ভোজনাদি করে। মহোৎসবাদির সময়ে চারি ঘণ্টার ন্যূনে তাহাদিগের ভোজন পানাদি হয় না। পরিচারকেরা ক্রমে ক্রমে কত সামগ্রী আনয়ন করে তাহার সংখ্যা করা যায় না, শেষ খাদ্য কখন্ আসিবে, নিমন্ত্রিত লোক এই প্রতীক্ষা করিয়া ক্রমে বিরক্ত হয়। থালার ন্যায় প্রশস্ত পাত্রে খাদ্য আনয়ন করা চীনদেশীয় লোকদিগের মধ্যে ব্যবহার নাই। বকুনার মত গভীর প্রশস্ত পাত্রে ব্যঞ্জনাদি আনাই তাহাদিগের চলিত প্রথা। কারণ ঝোলের উপর মাংস ভাসিয়া না থাকিলে তাহাদিগের মুখপ্রিয় হয় না, যা কিছু খায় ঝোলই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য। ইংরাজেরা ভোজনসময়ে যেরূপ ছুরি কাঁটা ব্যবহার করে, চীনদেশীয় লোকেরা সেরূপ করে না, কাষ্ঠের হাতাই তাহাদিগের খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করণের একমাত্র উপায়। তবে চা পান করণের সময়ে তাহারা কখন কখন চামচ ব্যবহার করে। চীনদেশীয় লোকেরা পক্ষিনীড় আহার করে, এ কথা শুনিলে পাঠকগণ বোধ হয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইবেন, পরন্তু সে নীড়গুলা আমাদিগের দেশের ভূচর অথবা জলচর পক্ষীর কাষ্ঠ অথবা কর্দ্দমনির্ম্মিত নীড়ের ন্যায় নহে। সে দেশে এক বিশেষ জাতীয় পক্ষী আছে, ঐ পক্ষীর মুখের লালে ঐ নীড় নির্ম্মিত হয়, প্রস্তরময় পাহাড়ে উহা এমনি লাগিয়া থাকে, যে বহু যত্নে টানিলেও সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না। সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে উহা শরীরের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর, এজন্য অন্যান্য খাদ্যোপযোগী দ্রব্যাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

চীনদেশীয় লোকেরা উষ্ণ না করিয়া কোন বস্তু আহার করে না, মদ্য পর্য্যন্ত উষ্ণ করিয়া পান করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে যেরূপ আঙ্গুরফলে মদ্য প্রস্তুত হয়, সে স্থলে সেরূপ হয় না, ভারতবর্ষীয় লোকদিগের ন্যায় তথাকার লোকেরা তণ্ডুলরসে মদ্য প্রস্তুত করে এবং চা পান করণীয় পাত্রের ন্যায় এক প্রকার বাটীতে তাহা পান করে। চা এ দেশে অপর্য্যাপ্ত জন্মে, এ জন্য কি ছোট কি বড় এখানকার সকল লোকেই প্রচুর রূপে চা পান করে। চাবৃক্ষ পাহাড়ের উপর জন্মে, উহার ফুল ঠিক্ শ্বেতবর্ণ গোলাপ ফুলের ন্যায়। চীন লোকেরা উহার পাতা তুলিয়া ক্রমে ক্রমে অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইয়া একটি উত্তপ্ত লৌহপাত্রে শুষ্ক করে, এবং তাহাতেই চা প্রস্তুত হয়। চা প্রস্তুত হইলে তাহারা বাক্সবন্দি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করে, শীতল দেশমাত্রেই উহা আগ্রহপূর্ব্বক প্রায় ক্রয় করিয়া থাকে, এজন্য উহার বাণিজ্যে চীন লোকদিগের বহুল অর্থ লাভ হয়। দুগ্ধ চিনি সংমিশ্রিত না করিয়া অন্যান্য দেশে দরিদ্র লোকেরাও চা পান করে না, কিন্তু চীন দেশে

সে ব্যবহার নাই, তথাকার লোকেরা একটি ক্ষুদ্র পাত্রে উষ্ণ জল রাখিয়া তন্মধ্যে চা নিক্ষেপ করত অপর একটি পাত্র উহাতে ঢাকা দেয়, পরে ক্ষণকাল বিলম্বে ঐ জল পান করে। বঙ্গ দেশের যেরূপ তমাক, চীন দেশে চার ব্যবহারও সেই রূপ; অভ্যাগত লোক আইলেই তাহারা অগ্রে এক পাত্র চা দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করে।

তুরস্ক আরব প্রভৃতি আসিয়াখণ্ডের লোকেরা যেরূপ সুশ্রী এবং রূপবান্, চীনদেশীয় লোকেরা সেরূপ নহে; বাহ্য দৃষ্টিতে তাহাদিগকে লোকে কুৎসিত বোধ করে। গৌরবর্ণ হইলে কি হয়, তাহাদিগের বদনমণ্ডল সাতিশয় অপ্রিয়কর, নেত্র দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, নাসিকা নিম্ন অর্থাৎ চ্যাপ্টা, দুই গণ্ডের প্রধান অস্থিদ্বয়ই উন্নত। মস্তকের প্রধান ভূষণ যে কেশ, সে কেশকে তাহারা এ দেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রায় মুণ্ডন করে, কেবল শিরের মধ্য স্থানে যে কতকগুলি কেশ থাকে, তাহাকে তাহারা বিনাইয়া সর্পলাঙ্গুলের ন্যায় বেণী করত পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া দেয়, কখন কখন ঐ বেণী বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগের পদস্পর্শ পর্য্যন্ত করে। স্থূল এবং দীর্ঘকায় ব্যক্তি সে দেশের লোকের বড়ই আদরণীয়, এজন্য তত্রস্থ ধনাঢ্য লোকেরা নিয়ত পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিয়া স্থূল হইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন পায়। প্রধান অপ্রধান সকল লোকেরই নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করা প্রায় সামাজিক নিয়ম। ইহাদের জামার আস্তীন দুটা ঢিলা থাকে, ধনাঢ্য লোকেরা ঐ আস্তীনে কখন কখন সোণা ও রূপার গোটা লাগায়।

শীর্ণকায় স্ত্রী চীন দেশের লোকের বড়ই প্রশংসনীয়া, তাহারা পুরুষদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে বটে, কিন্তু শিরোভূষণ, খর্ব্বপদ এবং লম্বা লম্বা নখ থাকাতে তাহারা যে পুরুষ নয় ইহা অনায়াসে অনুভূত হয়। কারণ নানা প্রকার কৃত্রিম পুষ্প দ্বারা তাহারা কেশের শোভা করে, কখন কখন স্বর্ণনির্ম্মিত একটা ক্ষুদ্র পক্ষী প্রস্তুত করিয়া হীরা মতি পান্না দ্বারা তাহা পরিভূষিত করণানন্তর মস্তকের ঊর্দ্ধভাগে পরিধান করে। পঞ্চম বর্ষীয় বালক বালিকাদিগের ন্যায় তাহাদিগের পদদ্বয় ক্ষুদ্র হয়, ইহা কিছু স্বাভাবিক নহে, তাহাদিগের পিতা মাতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কন্যা আমার গজগামিনী হইবে, এই প্রত্যাশায় জনক জননী পঞ্চম বর্ষ বয়স কালে এমনি করিয়া বালিকাদিগের পদ দৃঢ়তররূপে বন্ধন করে, যে তাহা আর বাড়িতে পারে না। তাহাতে ঐ অবলাগণ যে কত যন্ত্রণা পায় তাহা বর্ণনা করাই দুষ্কর, ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা হইলে তাহারা ঐ পদবন্ধন খুলিয়া দেয়, তখন অঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে যেরূপ হয়, তাহাদিগকেও সেই রূপ দেখায়, এমন কি, একটী সামান্য ধাক্কা লাগিলে তাহারা পড়িয়া যায়, গমনকালে তরঙ্গস্থিত নৌকার ন্যায় তাহারা এ দিক্ ও দিক্ হেলিতে দুলিতে থাকে। আহা চীন দেশীয় লোকেরা কি বুদ্ধিমান্, এরূপ গমন করাকে তাহারা আবার প্রশংসা করে, এরূপ ক্ষুদ্র পদকে তাহারা নাকি পদ্মপদ বলিয়া থাকে। বড় বড় আস্তিনে কুলবালাদিগের হস্তাঙ্গুলি নিয়ত আবৃত থাকে বলিয়া তাহা প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু বাম হস্তের অঙ্গুলির নখ এত বড় যে, পক্ষিনখের ন্যায় কখন কখন তাহা বস্ত্রভেদ করিয়াও বাহির হয়। চীনদেশীয় স্ত্রীলোকেরা গীত বাদ্য শিল্প কর্ম্মে বড়ই নিপুণা; পুরুষদিগের মনোরঞ্জনার্থ সূক্ষ্ম পট্ট বস্ত্রোপরি তাহারা নানা প্রকার শিল্প কর্ম্ম করে, এবং মধুর স্বরে বিবিধ বাদ্য বাজায়, এজন্য তাহাদিগের বাম হস্তে যত বড় নখ থাকে, দক্ষিণ হস্তে তত বড় থাকে না।

দরিদ্র লোকদিগের ন্যায় কায়িক পরিশ্রম করিতে হয় না, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত চীনদেশীয় ভদ্র লোকেরা কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে দীর্ঘ নখ রাখেন; কারণ দীর্ঘ নখ দেখিলেই লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, ইনি পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্ম করেন না, তাহা হইলেই অবশ্য নখটি ভাঙ্গিয়া যাইত। চীনেরা সুবুদ্ধিমান্ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ নির্বুদ্ধিতার কর্ম্মকে কখন কি বুদ্ধিমানের কর্ম্ম বলা যায়? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করা চীনদেশীয় স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রথা, কিন্তু মহোৎসবাদি পর্ব্বের সময় কৃষ্ণ ধূমল হরিৎ পীত লোহিত বর্ণের বস্ত্রও তাহারা পরিধান করিয়া থাকে, বিশেষ রাজপরিবার এবং আমিরগণের পীত ও লোহিত বর্ণের বস্ত্র পরিধান করা প্রাধান্যের একটি চিহ্নসূচক হয়। আত্মীয়গণের বিয়োগ হইলে শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করা চীনদেশীয় লোক মাত্রেরই সাধারণ প্রথা; মাতা পিতার বিয়োগ হইলে পুত্র কন্যা উক্ত বস্ত্র তিন বৎসর পরিধান করিয়া থাকে।

আরব তুরস্ক পারশ্য প্রভৃতি পূর্ব্বদেশনিবাসী লোকদিগের বাটী নির্ম্মাণের যে রূপ রীতি, চীনদেশীয় লোকদিগেরও প্রায় সেই রূপ; প্রভেদের মধ্যে এই, কি ধনাঢ্য কি মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ, একতালা গৃহে বাস প্রায় সকলেই করিয়া থাকে। একটি দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা তাহাদিগের অন্তঃপুর এবং সদর বাটী বিভিন্নীকৃত হয়। লম্বা টানা ঘর করিয়া তাহারা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দ্বারা তাহা বিভাগ করে। চীনদেশে গ্রীষ্মকালে যেরূপ গ্রীষ্মের আতিশয্য, শীতকালে শীতেরও সেই রূপ প্রভাব হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম নিবারণ হেতু ধনবন্ত লোকেরা পুষ্করিণীর মধ্যভাগে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করত গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করে, সেতু দ্বারা ঐ অট্টালিকা অন্যান্য গৃহের সহিত সংযোজিত হয়। কোন কোন স্থানে পুষ্করিণীর মধ্যভাগে অট্টালিকা থাকে না, চতুর্দ্দিকে ইষ্টকালয়, মধ্যে একটি সরোবর থাকে, প্রকোষ্ঠের ন্যায় ঐ সরোবরের চতুর্দ্দিকেই ঘাট নির্ম্মাণ হয়, যখন দুঃসহ গ্রীষ্মের প্রভাবে লোক সাতিশয় কাতর হয়, তখনই ঐ ঘাটের ধাপে বসিয়া শরীর শীতল করে। চীনদেশীয় যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মৎস্যের কথা আমরা নিরন্তর শুনিতে পাই, যাহা এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য লোকেরা কাচনির্ম্মিত আধারে অতি যত্নপূর্ব্বক গৃহমধ্যে রাখেন, সেই মৎস্য ঐ পুষ্করিণীতে কেলি করিয়া বেড়ায়, তদ্দর্শনে নয়নের যে কত পরিতৃপ্তি হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। গ্রীষ্ম নিবারণের কথা ত এই রূপ বলিলাম, চীনদেশের উত্তরাংশে ভয়ানক শীত হয়, এই দারুণ শীতের সময়ে তাহারা দালানের মধ্যভাগে গুলের আগুন প্রস্তুত করে, আর সমস্ত পরিবার ঐ অগ্নির চতুঃপার্শ্বে বসিয়া শীত নিবারণ করে।

ইংরাজদিগের প্রধান বাণিজ্যস্থান চীনদেশস্থ সাঙ্গাই নগর বিষয়ে, ভারতবর্ষবাসী এক জন ইংরাজ গ্রীষ্মের উল্লেখ করিয়া, ইংলণ্ডে আপন বন্ধুকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, "বন্ধুবর! গ্রীষ্মকালে কলিকাতাকে ইংরাজেরা দারুণ গ্রীষ্মের স্থান বোধ করে, কিন্তু সাঙ্গাই কলিকাতা অপেক্ষা সহস্রাংশে অপকৃষ্ট, দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রাবণ মাসে আমরা সাঙ্গাই নগরে গিয়াছিলাম। মধ্যাহ্ন কালের কথা দূরে থাকুক, দিবা রাত্রির কোন ভাগেই আমরা একটুক নির্ম্মল পরিষ্কৃত বায়ু পাইতাম না, পাখা ব্যজন করিতে করিতে আমাদের হস্তে বেদনা হইত। কার্য্য বশতঃ যদি কোন দিন বাহির হইতাম, তবে অসুখের আর পরিসীমা থাকিত না, ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া প্রাণ যায় প্রাণ যায় করিতাম, আর এবার যদি ঈশ্বর রক্ষা করেন, তবে বহুকাল জীবিত থাকিব, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া তরুগণের প্রতি অবলোকন করিতাম, কিন্তু কোন স্থানে পত্র সঞ্চালন হইতেছে এমন অনুভব হইত না। জগৎপ্রাণের অভাবে প্রকৃতির সকল পদার্থই যেন প্রাণ যায় প্রাণ যায় করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ইহা আমাদের উপলব্ধি হইত। অধিক কি লিখিব, প্রাকৃতিক পদার্থের আঘ্রাণ লওয়া যে ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের প্রধান কর্ম্ম তাহা আমাদিগের শিথিল হইয়াছিল। কি রাত্রি কি দিন যত কাল সাঙ্গাই নগরে ছিলাম গ্রীষ্ম প্রযুক্ত এক দিনও আমাদের সুখে নিদ্রা হয় নাই।"

ইংরাজদিগের ন্যায় চীনদেশীয় লোকেরা কৌচ কেদারা টেবিল ও সোফা ব্যবহার করিয়া থাকে, অন্যান্য পূর্ব্বদেশনিবাসীদিগের ন্যায় অগ্রে মাদুর তদুপরি গালিচা বা চাদর বিছাইয়া শয়নোপবেশন করে না, কিন্তু শয়নশয্যার উপরিভাগে ইংরাজেরা যেরূপ গদি ব্যবহার করে, তাহারা সেরূপ করে না; শুদ্ধ মাদুরের উপর চাদর পাতিয়া আর তদুপরি একটি বালিশ দিয়া সুখে নিদ্রা যায়। এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য লোকেরা নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি এবং আয়না দ্বারা যেরূপ গৃহশোভা সম্পাদন করেন, চীনদেশীয় লোকেরা সেরূপ করে না, লণ্ঠন এবং সাটিন বস্ত্র দ্বারা গৃহ সুসজ্জীভূত করা তাহাদিগের চলিত প্রথা। ধনাঢ্য চীনদিগের উদ্যান দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সাতিশয় মনোরম; তত্রস্থ বৃক্ষ এবং পুষ্পাবলির এমনি শোভা যে, উদ্যানে প্রবেশ করিবামাত্র মন ও নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, বিশেষ উদ্যানের এক এক স্থানে তাহারা হোমাপক্ষী ময়ূর এবং হরিণাদি সুন্দর সুন্দর পশু পক্ষিগণকে দীর্ঘ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখে, ঐ সমুদায় পশু পক্ষী দর্শক লোকদিগকে দেখিলে তালে তালে নৃত্য করিয়া নানা প্রকার আহ্লাদ প্রকাশ করে।

চীনদেশের সম্রাটের যত প্রজা আছে, পৃথিবীস্থ কোন রাজারই তত প্রজা নাই। এই দেশের প্রজাসংখ্যা মহাবিক্রমশালী রুষিয়া দেশীয় ভূপালের প্রজা অপেক্ষাও ছয় গুণ অধিক। চীনেরা স্বদেশাধিপতিকে যেরূপ সম্মান করে, অন্য কোন দেশের প্রজা রাজাকে তাদৃশ সম্মান করে না। "স্বর্গ পুত্র, দশ সহস্র বর্ষ, লোক সমূহের পিতা" ইত্যাদি চীনেশ্বরের উপাধি। তিনি এই উপাধি রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করেন; প্রজার অনিষ্ট যাহাতে হয় এমন কর্ম্মে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারি উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ প্রজার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন, এবং ধর্ম্মাধিকরণের কোন কর্ম্মই করেন না, ইহাতে তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের আরও অনুরাগ জন্মে। পরিশ্রম বিষয়ে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে এক দিন তিনি স্বয়ং হলাকর্ষণ করিয়া ক্ষেত্রের ভূমি কর্ষণ ও শস্য বপন করেন। স্ত্রীজাতিদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ রাণীও এক দিন তুঁৎক্ষেত্রে যাইয়া তুঁৎপোকাদিগকে স্বহস্তে ভোজন করান, এবং নেটাই দ্বারা রেশম গুটাইয়া গোলা বন্ধন করেন।

পীতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করা সম্রাটের একটি বিশেষ চিহ্ন। তিনি ব্যতীত তাঁহার অপর কোন জ্ঞাতি কুটুম্বে ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারেন না; তাঁহারা রাজ আত্মীয় বলিয়া কেবল কটিদেশে এক একটি পীত বর্ণ পটুকা অর্থাৎ কোমরবন্ধ পরিধান করেন। অন্যান্য দেশে, রাজবংশোদ্ভব অথবা প্রধান লোকের সন্তান হইলে লোকে যেরূপ মান্য

গণ্য হয়, চীনদেশে সেরূপ হইতে পারে না, তথায় কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত লোকেই রাজ্যের উচ্চপদ পাইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, তত্রস্থ ভদ্রলোকের সন্তানেরা প্রধান পদ পাইবার আশায় এমনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করে, যে রাত্রিকালে তাহারা নিদ্রা যায় না। কেহ কেহ নিদ্রাভঙ্গের নিমিত্ত কড়ি কাষ্ঠের হুকে এক গাছি দড়ি বাঁধিয়া তাহা আপন কেশে বন্ধন করে, নিদ্রাকর্ষণ হইলে যেমন মস্তক অবনত হয়, অমনি ঐ রজ্জু গাছটিতে টান পড়ে, আর একেবারে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়।

প্রধান প্রধান নগরে সাধারণ ব্যবহারের নিমিত্ত এক একটি প্রশস্ত হাল অর্থাৎ দালান আছে; ঐ দালানে বৎসরের মধ্যে এক বার কৃতবিদ্য লোকদিগের সমাগম হয়। সমাগম হইলে উচ্চপদারূঢ় এক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সুকঠিন একটি প্রবন্ধ লিখিতে দেন, যিনি ঐ প্রবন্ধ সম্যক্ প্রকারে লিখিতে পারেন, তিনিই মান্য গণ্য হইয়া উঠেন, এবং এইরূপ তিন চারি বৎসর তিন চারি দালানে পরীক্ষা প্রদান করিলে অবশেষে মেণ্ডারিন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। চীনদেশীয় মেণ্ডারিন সামান্য মনুষ্য নহেন, তিনি একটি প্রদেশাধিপতি, সমস্ত প্রদেশের রাজকার্য্য তদ্দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। মেণ্ডারিনের মধ্যে যিনি সাতিশয় সুবিদ্বান্ ও রাজকার্য্যে পারদর্শী বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য গণ্য হন, তিনিই রাজার মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সমস্ত চীনদেশে তিন জনমাত্র প্রধান মেণ্ডারিন আছেন, ইহাঁরা প্রায় সম্রাটের তুল্য ক্ষমতাশালী।

চীনদেশীয়েরা সাতিশয় বুদ্ধিমান্ লোক। মুদ্রাঙ্কনের ফলোপধায়কতা, বারুদের উপকারিত্ব, এবং চুম্বক পাথরের গুণ প্রথমে ইহারাই প্রকাশ করে। যে পট্টবস্ত্র এবং কাঁচের বাসন ইউরোপে এখন বাহুল্য রূপ চলিতেছে, তাহাও চীনদেশে প্রথমে উৎপন্ন হয়। ইউরোপীয়েরা এক্ষণে শিল্প বিদ্যার প্রভাবে উক্ত কয়েক বিষয়ের সাতিশয় উন্নতি করিয়াছেন। স্বজাতীয় বিদ্যা অপর দেশীয়দিগের নিকট কোন মতে প্রকাশ না হয়, ইহা চীনদেশীয়গণের নিতান্ত বাসনা বটে, কিন্তু তাহারা তাহা সিদ্ধ করিতে পারে নাই। ইউরোপীয় লোকেরা দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের সকল বিদ্যাই শিখিয়া লইয়াছে। কিম্বদন্তী আছে, রোমীয় খৃষ্টমতাবলম্বী এক জন যাজক, গোপন ভাবে এক গাছি শূন্যগর্ভ যষ্টির ভিতরে তুঁতপোকার ডিম্ব আনয়ন করিয়া ইউরোপে পট্টের সৃষ্টি করেন।

চীনদেশীয় লোকদিগের ভাষার ন্যায় কঠিন ভাষা পৃথীতলে আর নাই। বর্ণ সংযোগ দ্বারা আমাদিগের যেরূপ এক একটি বাক্য হয়, তাহাদিগের সেরূপ হয় না, প্রত্যেক কথাই তাহারা এক একটি অঙ্ক অথবা প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদিগের লেখনী নাই, তুলিকা দ্বারা ঐ কর্ম্ম নিষ্পাদিত হয়। চিত্রকরেরা তৈল অথবা জলপাত্রে যেরূপ বিবিধ বর্ণের বটিকা ঘর্ষণ করিয়া ক্রমে চিত্র কর্ম্ম সম্পন্ন করে, তাহারাও সেইরূপ মর্ম্মর প্রস্তরময় পাত্রে মসির বটিকা ঘর্ষণ করিয়া মসির কর্ম্ম করে। কালী তুলি জল এবং মর্ম্মর প্রস্তর ব্যতিরেকে তাহাদিগের লিখন কার্য্য হয় না, এজন্য এই চারি বস্তুকে তাহারা অমূল্য পদার্থ কহে। অপর সভ্যদেশীয় লোকদিগের ন্যায়, চীনদেশে বিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষকেরা বড়ই সম্মানিত হন, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা বিধানের নিয়ম বড় ভাল নহে, মুখস্থ করাকে তাহাঁরা এ কর্ম্মের সার কর্ম্ম বলিয়া মানেন। তুলিকা ধরিয়া যে বালক শব্দ চিত্রিত করিতে পারে, যাহার স্মৃতিশক্তি বড়ই তীক্ষ্ণ, বুঝুক বা না বুঝুক তোতা পাখীর ন্যায় যে সকলই মুখস্থ বলিতে পারে, সেই বালকই উপদেশকের বড় স্নেহভাজন হয়, আর উত্তম বলিয়া তাহাকে সকলেই সমাদর করে। শিক্ষক পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া থাকেন, বালকেরা চীৎকার শব্দ করিয়া পাঠ মুখস্থ বলে।

চীন দেশীয় লোকেরা সাতিশয় শান্তপ্রকৃতি রাজনিয়মানুরক্ত, বিবাদ বিসম্বাদ দাঙ্গা হাঙ্গামে হঠাৎ প্রবৃত্ত হয় না। অপরাধীর দণ্ড বিধানার্থ সে দেশে যে সকল কঠিন নিয়ম আছে; তাহাতে লোকে যে সচ্চরিত্র হইবে তাহা বড় অসম্ভবনীয় নয়। বংশযষ্টি প্রহারই তত্রস্থ অপরাধী লোকদিগের দণ্ড। অপরাধের লঘু গুরুত্ব অনুসারে ঐ দণ্ড বিবিধ প্রকার হয়, অর্থাৎ সামান্যাপরাধে ৪ অবধি ২০ বংশযষ্টি প্রহার, তদপেক্ষা গুরুতর হইলে ২০ অবধি ৪০ ঘা পর্য্যন্ত প্রহার হয়, আর যে সকল ব্যক্তি দেশান্তর করণের উপযুক্ত অপরাধী, তাহাদিগের দণ্ড পঞ্চাশৎ অবধি এক শত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শেষোক্ত দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে প্রায় বাঁচিতে হয় না, মারি খাইতে খাইতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়।

রাজবিদ্রোহ, হত্যা এবং বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব বিনাশ করাকে চীন দেশীয় বিচারকেরা অত্যুৎকট দোষী বোধ করেন। এই তিন প্রকার অপরাধের একই দণ্ড; যাহারা এই তিন প্রকারের অন্যতর অপরাধে অপরাধী হয়, তাহারা যাবজ্জীবন দেশান্তরিত নতুবা হত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এতাদৃশ দোষে দূষিত হইয়া বিচারকের সাক্ষাতে স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তিনি দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া তাহাকে উহা স্বীকার করান। এ দেশে কতগুলি জেলা সম্পর্কের বিচারক আছেন; তাঁহাদের উপাধি গ্যানচাসজী; তাঁহারা মেণ্ডারীন অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। গুরুতর কঠিন বিষয়ে দণ্ড বিধান করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা নাই, শুদ্ধ সামান্য দণ্ড তাঁহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত হয়। অপরাধীকে কাষ্ঠের তক্তার উপর শয়ন করাইয়া তাঁহারা স্বহস্তে বংশযষ্টি প্রহার করেন, অনেক ব্যক্তি প্রহারিত হওনানন্তর পৃষ্ঠদেশ পুঁছিতে পুঁছিতে সহাস্য বদনে বাটী গমন করে। গুরুতর অপরাধ হইলেই তাঁহারা রাজধানী পেকিনের ধর্ম্মাধিকরণে জানান। বঙ্গদেশে অপরাধীর যথার্থ বিচার করিতে যত কাল বিলম্ব হয়, চীনদেশে সেরূপ হয় না, অল্প ক্ষণের মধ্যে সমস্ত বিচারকার্য্যের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। চীনদেশনিবাসী এক ইংরাজ লিখিয়াছেন, "আমি এক বার কোন কর্ম্মানুরোধে সাঙ্গাইনগরের নিকটবর্ত্তী এক প্রদেশে গিয়াছিলাম; রাজমার্গে দেখিলাম, জন কএক সৈনিক পুরুষ এক ব্যক্তিকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তথ্য জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরীরা বলিল, এ ব্যক্তি চোর; এক ভদ্র লোকের কন্যার আভরণ অপহরণ করিয়াছে বলিয়া আমরা ইহাকে বিচারালয়ে লইয়া যাইতেছি। তাহারা এই বলিয়া প্রস্থান করিলে আমি ঐ স্থানের এক দোকানে বসিয়া জল পান করিতে লাগিলাম; অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত প্রহরিগণ সেই দোষীকে একটা আগড়ে শুয়াইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহাতে আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, মহাশয়! এ দুরাত্মার সমুচিত দণ্ড হইয়াছে, বিচারক ইহার পৃষ্ঠে দশ ঘা লাঠী মারিয়াছেন। চলিতে পারে নাই বলিয়া আমরা ইহাকে বহিয়া লইয়া বাটী যাইতেছি। এত অল্প ক্ষণের মধ্যে কিরূপে বিচারকার্য্য নিষ্পত্তি হইল এই বিবেচনা করিয়া আমি সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইলাম।"

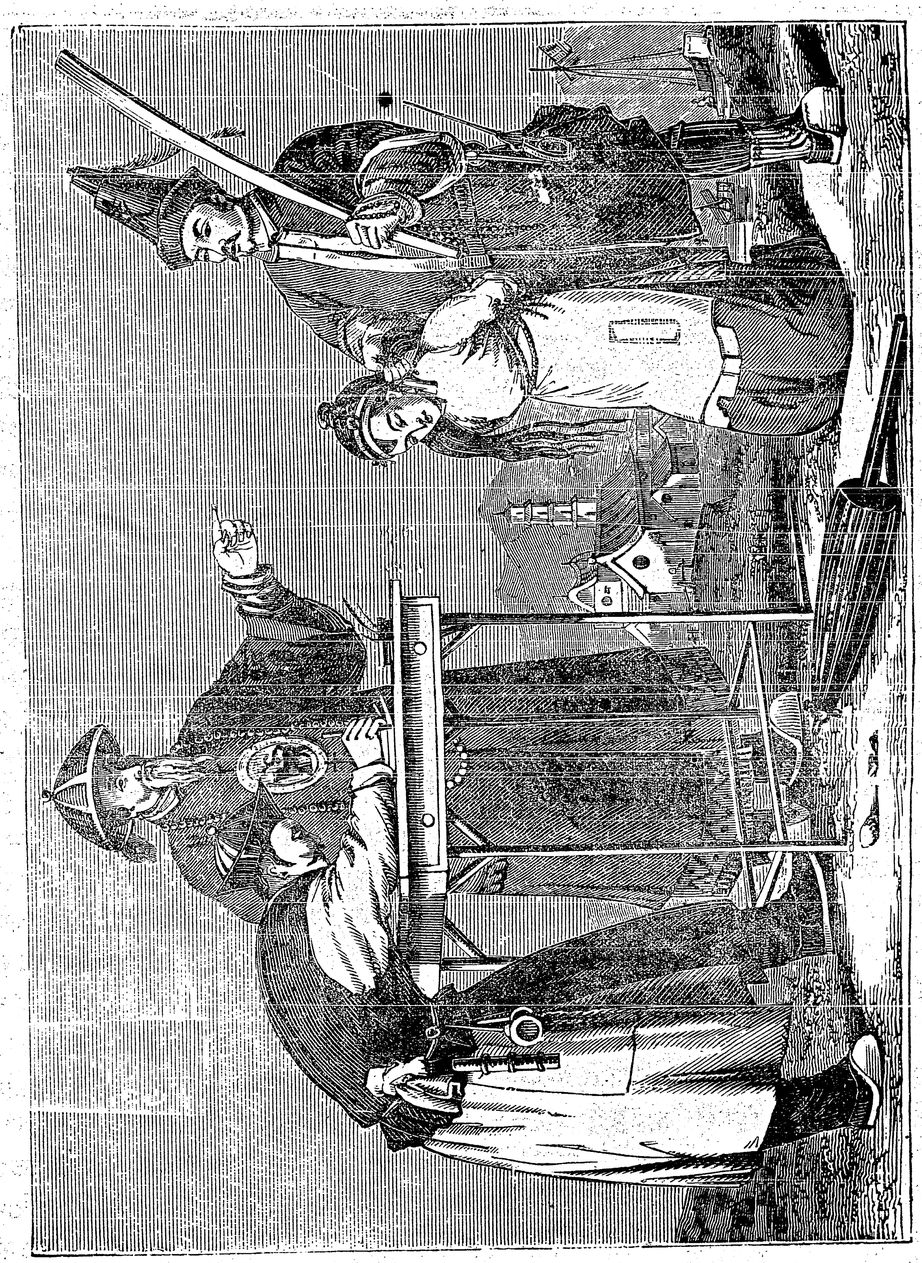

MANNERS AND CUSTOMS OF CHINA.—A FEMALE OFFENDER BEFORE A MANDARIN.

প্রত্যেক রাজধানী এবং প্রধান নগরে এক এ-কটি বিচারালয় আছে, মেণ্ডারিনদিগের দ্বারা ঐ সকল বিচারালয়ের বিচারকার্য্য নিষ্পাদিত হয়। এস্থলে যে প্রতিমূর্ত্তিটি দেওয়া গেল, তদ্দর্শনেই পাঠকবর্গ চীন জাতীয় লোকদিগের দণ্ড বিধানের নিম্নলিখিত সমুদায় প্রণালী কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। চিত্রটির মূল তাৎপর্য্য এই, চীন দেশীয় স্ত্রীলোকেরা নিয়ত অন্তঃপুরে বাস করে, যাহাতে বিচার জন্য রাজধর্ম্মাধিকরণে আসিতে হয়, এমন কর্ম্ম তাহাদিগের দ্বারা প্রায় হয় না, কিন্তু হইলে, তাহাদিগের দণ্ড বংশযষ্টি দ্বারা না হইয়া চর্ম্মকশাঘাত দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। এক জন প্রহরী অপরাধকারিণীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে মেণ্ডারিনের সম্মুখে লইয়া যায়, মেণ্ডারিন তাহার মুখে যে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তাঁ-হার দেওয়ান তাহা লিখিতে থাকেন। লেখা শেষ হইলে বিচারক অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা প্রহরীকে তাহার দণ্ড বিধান করিতে আদেশ করেন, আ-দেশ করিলে ঐ সৈনিক পুরুষ তাহার গণ্ড-দেশে কশাঘাত করিতে থাকে। বিচারের সময় বিচারকেরা যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন, যেরূপ মালা তাঁহাদিগের গলদেশে দোলায়মান হইতে থাকে, অতি সুন্দর ময়ূরপুচ্ছশোভিত যেরূপ টুপী তাঁহারা মস্তকোপরি ধারণ করেন, এবং বিচারাসনের সম্মুখে তাঁহারা ও তাঁ-হাদিগের প্রধান কর্ম্মচারিগণ দণ্ডায়মান হইয়া যেরূপে বিচারকার্য্য নিষ্পাদন করেন, সে সকলই পূর্ব্বোক্ত চিত্রে বিশেষরূপ চিত্রিত আছে; পাঠক-গণ অবলোকন করিলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

চীনদেশে পেকিন, ন্যানকিন এবং ক্যানটন নামে তিনটি প্রধান নগর আছে; তন্মধ্যে পে-কিন সম্রাটের বসতিস্থান, উহাতে যেরূপ অ-ত্যুৎকৃষ্ট নানাবিধ অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যান, বন, উপ্রাবন, হ্রদ এবং পাহাড় আছে, অন্য কোন স্থানে সেরূপ নাই। ন্যানকিন নগরে একটি টাউয়ার অর্থাৎ প্রাসাদশিখর আছে, চীনদেশে তত্তুল্য অত্যুচ্চ ইষ্টকালয় আর নাই; সর্ব্বশুদ্ধ উহা ২০০ ফিট্ উচ্চ। উপর্য্যুপরি বিনির্ম্মিত নয়টি গৃহের উপরিভাগে উহার শিখরদেশ বিরাজিত আছে, এক এক স্থানে এক একটি ঘণ্টা ঝুলান, কোন বিশেষ পর্ব্বাদির সময় সম্রাটের অনুমত্যনুসারে কেবল ঐ ঘণ্টার বাদ্য হয়। ক্যানটন এবং সাঙ্গাই নগরে অনেক বাণিজ্য কর্ম্ম হয় বলিয়া উহা সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত, উহার সন্নিকটে যে সকল সাগর উপসাগর এবং হ্রদাদি আছে, সকলই নৌকা এবং জাহাজ দ্বারা পরিপূর্ণ, বাণিজ্য কর্ম্মের গোলযোগ এবং শ্রমোপজীবী সামান্য লোকদিগের কলরবে তথায় কাণ পাতা যায় না। প্রতারক প্রবঞ্চক বলিয়া লোকে চীনদে-শীয় লোকদিগের দুর্নাম করে বটে, কিন্তু বাণিজ্য ব্যাপারে তাহারা বড়ই সচ্চরিত্র; কোন প্রকারে শঠতা ও প্রবঞ্চনা করে না, এজন্যই ঐ দেশের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

চীনদেশীয় সম্রাট তাতার বংশজাত এবং রাজ্ঞীও ঐ বংশসমুদ্ভূতা, এজন্য চীনদেশীয় লোকদিগের সমুদায় ব্যবহার ইহাঁরা অনুসরণ করেন না, তাতার বংশীয়দিগের অনেক রীতি নীতি ইহাঁদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ঐ তাতার লোকদিগের গতি নিবার-ণার্থ চীনেরা স্বদেশের উত্তর দিকে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ঐ প্রাচীর দীর্ঘে এক সহস্র পঞ্চ শত ক্রোশ, প্রস্থে পঞ্চ বিংশতি ক্রোশ এবং ঊর্দ্ধে বিংশতি ফিট। পূর্ব্বে চীনদেশে মেণ্ডারিন ব্যতীত

অন্য কোন ব্যক্তি অশ্বারোহণ করিতে পারিতেন না, এবং মেণ্ডারিনদিগকে চারি জন বাহক ও অপর ভদ্রলোককে দুই জন বাহক বহন করিয়া লইয়া যাইত। এই নিয়ম এক্ষণে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। মৃত্য কিরূপ আমোদজনক, চীনদেশীয় কি ছোট কি বড় কেহই তাহা জানে না; আমোদের মধ্যে ঘুড়ি ওড়ান বিষয়ে তাহাদের সকলেরই বিশেষানুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। নির্দয় এবং স্বার্থপর বলিয়া চীনদিগের কেহ কেহ দুর্নাম করে বটে, কিন্তু তাহারা জ্ঞাতি কুটম্বের প্রতি কোন মতেই নির্দ্দয় নহে, পরস্পর যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকে। তাহারা এক শত লোক এক গৃহে বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরের ব্যয়ানুকূল্য করে।

ওয়াসিংটনের জীবনবৃত্তান্ত।

প্রসিদ্ধ ওয়াসিংটন বর্জ্জনিয়ার অন্তঃপাতী ওয়েষ্টমোরলণ্ড প্রদেশে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২২ এ ফেব্রুয়ারি দিবসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা চারি সহোদর; তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ওয়াসিংটনের পিতা প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। সুতরাং তাঁহার পুত্রেরা বাল্যাবস্থায় কোন রূপ দুরবস্থায় পতিত হয়েন নাই। পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে অনায়াসেই তাঁহাদের ভরণ পোষণ চলিত। ওয়াসিংটন বাল্যাবস্থায় গ্রামস্থ একটি পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু ষোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তথা হইতে অপসৃত হয়েন। পাঠশালা পরিত্যাগের দুই বৎসর পূর্ব্বে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও ভূমিপরিমাণ বিদ্যার অনুশীলনে সবিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং অল্প কালের মধ্যে উক্ত বিদ্যাত্রিতয়ে এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হয়েন। ওয়াসিংটন দেশীয় ভাষায় ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে যে তিনি গ্রীক্ অথবা লাটিন ভাষা জানিতেন না ও কখন উহা শিখিতেও যত্নবান্ হয়েন নাই। যৎকালে ফরাশিসেনাপতি রোসাম্বো সাংগ্রামিক কর্ম্মচারি সমভিব্যাহারে আমেরিকায় অবস্থিতি করেন; সেই সুযোগে ওয়াসিংটন এক বার ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষা করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ওয়াসিংটন পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রাজকীয় রণতরিতে কোন কর্ম্ম প্রাপ্তির চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার মাতা তাহার অন্তরায় হইলেন। ওয়াসিংটন জননীর অসম্মতি প্রযুক্ত প্রার্থিত কার্য্যের অনুসরণ একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শীতের প্রারম্ভে মাউণ্ট বর্ণনে গমন করেন। তৎকালে ঐ স্থানে তাঁহার ভ্রাতা অবস্থিতি করিতেন। ওয়াসিংটন তথায় যাইয়া অঙ্ক ও ভূমিপরিমাণ বিদ্যার অনুশীলন করত সমুদায় শীতকাল অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে রাজকীয় ভূমিপরিমাপকের কার্য্যে নিযোজিত হইয়া ক্রমাগত তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে যে কেবল তাঁহার স্বাবলম্বিত ব্যবসায়ে নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল এমত নহে, তিনি বিলক্ষণ সংস্থানও করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বর্জ্জিনিয়া প্রদেশে অতি অল্প লোক ভূমিপরিমাপকের কার্য্য করিত; অতএব ওয়াসিংটন স্বাবলম্বিত ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ সঙ্গতি করিবেন বিচিত্র কি? যে স্থলে এক ব্যবসায়াবলম্বী লোকের সংখ্যা অল্প, তথায় সে ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর

ধনাগম দুর্ল্লভ নহে। ওয়াসিংটনের ঊনবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমেরিকার আদিম বাসীরা প্রান্তবর্ত্তী স্থানে যাইয়া চারি দিক্ লুঠ করিত, বিশেষতঃ ঐ সময়ে আবার ফরাশীরা আসিয়া ঐ স্থান সমুদায় ক্রমশঃ অধিকার করিতে লগিল। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কতকগুলি করিয়া সেনা নিযোজিত হইল এবং তাহাদিগের উপরে এক এক জন সেনাপতিও নিযুক্ত হইলেন; এই সময় ওয়াসিংটন এক সম্প্রদায় সৈন্যের সেনাপতি হন। শাসনকর্ত্তা ডিন্‌উইডি আমেরিকায় পৌঁছিয়া কিছু কাল পরেই সৈন্যসমুদায় চারি ভাগে বিভাজিত করেন। ইহাতে ওয়াসিংটন উত্তর বিভাগের সেনাপতি হইলেন।

অনেক প্রদেশ এই উত্তর বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ওয়াসিংটন সময়ে সময়ে তথায় যাইয়া সাংগ্রামিক কর্ম্মচারীদিগকে শিক্ষা দিতেন ও অস্ত্র শস্ত্র কিরূপ অবস্থায় থাকিত তাহারও তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কানাডাস্থিত ফরাশীরা সসৈন্যে সন্নিহিত হ্রদ পার হয়েন, সেই সময়ে নিউ অরিলিএন্স হইতে কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। তৎপরে তাঁহারা ওহিও হ্রদের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া লইলেন ও তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শাসনকর্ত্তা ডিনউইডি এই অসম্ভাবিত বার্ত্তা শুনিয়া ফরাশিসেনাপতিকে এই কথা বলিয়া পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন যে ব্রিটিশ রাজ্যমধ্যে তাঁহাদিগকে বসতি করিবার ক্ষমতা কে দিয়াছে? তাঁহারা কাহার আদেশানুসারে ব্রিটিস রাজ্য অধিকার করিয়া বসতি করিতেছেন? এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য এক জন উপযুক্ত ব্যক্তির আবশ্যক হইল। তখন উল্লিখিত শাসনকর্ত্তা ওয়াসিংটনকে অবসরোচিত বক্তা ও সুচতুর জানিয়া তাঁহাকেই মনোনীত করিলেন। ওয়াসিংটন উল্লিখিত অব্দের ৩১শে অক্টোবর উইলিয়মসবর্গ হইতে যাত্রা করেন। তিনি কিছু কাল পরে লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ফরাশীরা ইরাই হ্রদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ফ্রেঞ্চ্‌কক্ নদীর তীরে একটী প্রশস্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন তিনি স্থির করিলেন, চির কাল বসতি করিবার অভিসন্ধি না থাকিলে এতাদৃশ প্রশস্ত দুর্গ নির্ম্মাণ সম্ভাবিত নহে। ফরাশীরা নিশ্চয়ই এ স্থানে চির কাল বসতি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সুরক্ষিত বিপক্ষদুর্গের নক্সা করিয়া আনিতে হইলে অনেকেই শঙ্কিত হয়েন, কিন্তু ওয়াসিংটন এরূপ সাহসী ও সুচতুর ছিলেন যে তিনি উল্লিখিত ফরাশীদুর্গ সেনাপরিবেষ্টিত দেখিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না ও নিঃশঙ্ক চিত্তে উহার একটী অবিকল নক্সা করিয়া লইলেন এবং ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি প্রত্যাগমন করিলেন। শাসনকর্ত্তা ডিন্‌উইডি ওয়াসিংটনের প্রমুখাৎ সবিশেষ সমুদায় অবগত হইয়া ফরাশীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন ও তদনুরূপ আয়োজনও করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত সৈন্য নিযোজিত ছিল, তাহাতে আর ছয় দল সৈন্য সংযোজিত হইল। কর্ণেল ইরাই প্রথম সেনাপতি ও ওয়াসিংটন দ্বিতীয় সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইলেন।

এইরূপে তাঁহারা সসৈন্যে ফরাশীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, কিন্তু সেবারে তাঁহাদিগের রণোদ্যম নিষ্ফল হইল। তাঁহারা ফরাশী সেনাগণকে পরাভব করিতে পারিলেন না। আমেরিকার আদিম বাসীদিগের সহিত ওয়াসিংটনের অতিশয়

সদ্ভাব ছিল। তিনি তাহাদিগের সাহায্য ও আপন সাহসের উপরে নির্ভর করিয়া পুনর্ব্বার ফরাশীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রধান সেনাপতিনিরপেক্ষ হইয়া তিন দল সেনা সমভিব্যাহারে ওহিও হ্রদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ২৭শে মে তথায় উপস্থিত হইয়া শত্রুশিবির বেষ্টন করিলেন। শত্রুশিবির বেষ্টিত হইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধে ফরাশিসেনাপতি নিহত হয়েন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ইরাএর মৃত্যু হওয়াতে ওয়াসিংটন প্রধান সেনাপতির কার্য্য গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে আমেরিকান সেনারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। ব্যয়কুণ্ঠতাই উহার প্রধান কারণ। ওয়াসিংটন সেনাদিগকে অসন্তুষ্ট দেখিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ফরাশিসেনাপতির নিধনবার্ত্তা ফরাশিদুর্গে প্রচারিত হইলে তথা হইতে প্রবল সেনাদল প্রেরিত হইবে। এই বিবেচনায় সন্নিহিত প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া থাকিলেন। ওয়াসিংটন যাহা ভাবিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাহাই ঘটিল। ফরাশিদুর্গ হইতে সেনারা দলে দলে আসিতে লাগিল। তখন ওয়াসিংটন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন, কিন্তু এরূপ কৌশল করিয়া পলায়ন করিলেন যে ফরাশিসেনারা তাঁহার কোন রূপ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। হাউস অব বর্গেস্ সভার সভ্যেরা এই সমাচার শুনিয়া ওয়াসিংটনকে অগণ্য ধন্যবাদ করিলেন। প্রতিষ্ঠালাভই উচ্চপদে অধিরূঢ় হইবার একটী প্রধান সোপান। ওয়াসিংটন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়াতে কিছু কাল পরেই হাউস অব বর্গেস সভার অন্যতর সভ্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; কিন্তু তিনি সেনাপতির কার্য্যে আর অধিক কাল নিয়োজিত থাকিলেন না। তিনি ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক সেনাপতির কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মাউণ্ট বর্ণনে গমন করেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন, ভ্রাতৃকন্যার মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং তিনি সমুদায় ভ্রাতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। ওয়াসিংটনের প্রচুর সম্পত্তি ছিল, তাহাতে আবার ভ্রাতৃসম্পত্তিও তাঁহার হস্তগত হইল; অতএব এক্ষণে স্বীয় বিষয় বিভবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে একান্ত ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু তিনি রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যের অনুসরণ একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি নিয়মিত রূপে হাউস অব বর্গেস সভায় উপস্থিত হইতেন এবং যাবৎ সভার কার্য্য শেষ না হইত, তাবৎ তথায় উপবিষ্ট থাকিয়া ও রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যের যেরূপ কথোপকথন ও বাদানুবাদ হইত, মনোনিবেশপূর্ব্বক তৎ সমুদায় শুনিতেন। ওয়াসিংটনের এই একটী বিশেষ স্বভাব ছিল যে তিনি হাউস অব বর্গেস সভায় বক্তৃতা করিয়া কখনই আত্মমত ব্যক্ত করিতেন না; তথাপি তিনি এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে সভ্যেরা সকলেই তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে সমুৎসুক হইতেন ও তাঁহারই মতানুসারে সভার সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

* ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটে ষ্ট্যাম্প আইন প্রচলিত করেন, ইহাতে ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট্ বাসী সমুদায় ব্যক্তিই অসন্তুষ্ট হইলেন ও ষ্ট্যাম্প-আইন প্রচলিত করা অন্যায় বিবেচনা করিয়া বারংবার পার্লিয়ামেণ্টে আবেদনও করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

রাজা প্রজাগণের অপ্রীতিকর কর গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে প্রায়ই রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। ইউনাইটেড্ ষ্টেটের অধিবাসীরা যখন পার্লিয়ামেণ্টে বারংবার আবেদন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন ও আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিলেন; ইহাতে আমেরিকানদিগের সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, কিন্তু তৎকালে আমেরিকায় ওয়াসিংটন ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না, যাঁহাকে সেনাপতি করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়; অতএব কংগ্রেস সভা ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন ওয়াসিংটনকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন।

এ দিকে ইংরাজেরা, যে বৎসর ওয়াসিংটন সেনাপতি হইলেন, সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষে জেনরেল হাউকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। জেনরেল হাউ ব্রিটিশ্ সেনাপতি হইয়া বোষ্টন্ নগরের বন্দরে কতকগুলি রণতরি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারিলেন না, ব্রিটিশ সেনাপতি কোন্ স্থান আক্রমণ করিবার মানসে রণতরি নির্ম্মাণ করিতেছেন। ওয়াসিংটন মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইংরাজ সেনাপতি হয় ত নিউইয়ার্ক নগর আক্রমণ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন এই আশঙ্কায় জেনরেল নীকে রক্ষকস্বরূপ নিউইয়ার্কে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই বিদিত হইল ব্রিটিশ সেনাপতি উত্তরকেরোলিনা আক্রমণ করিয়াছেন। ওয়াসিংটন এই সংবাদ শুনিয়া বোষ্টন নগর আক্রমণে একান্ত উৎসুক হইলেন, কিন্তু যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সভার মত না হওয়াতে তাহা করিতে পারিলেন না; পরিশেষে ইংরাজেরা ৪ঠা মার্চ্চ বোষ্টন নগরের সন্নিহিত ভরচেচার হাইট নামক স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। ১৮ই মার্চ্চ ইংরাজেরা বোষ্টন নগর পরিত্যাগ করিয়া রণতরিতে আরোহণ করিবামাত্র পাছে তাঁহারা নিউইয়ার্ক আক্রমণ করেন ওয়াসিংটন এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ তদভিমুখে যাত্রা করিলেন ও ২৮শে জুন তথায় পৌঁছিয়া দেখিলেন, ইংরেজসেনাপতি সাণ্ডিহুক প্রদেশেও উপনীত হইতে পারেন নাই, কিন্তু এবারে নিউইয়ার্ক নগর রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল; তাঁহার সমভিব্যাহারে যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহারা রণকৌশল কিছুই জানিত না; এ দিকে নিউইয়ার্ক নগরে রাজকীয় পক্ষ অতিশয় প্রবল; সুতরাং ২৭শে আগষ্ট লঙ্আইল্যাণ্ড বিপক্ষ পক্ষেরই হস্তগত হইল। এই সময়ে ওয়াসিংটনের পক্ষীয় সেনারা এরূপ ভীত হইয়াছিল, যে তিনি নিউইয়ার্ক নগর পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, ওয়াসিংটন হড্সন উপসাগর পার হইয়া ডেলওয়ার নদী পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পূর্ব্বে এক বৎসর অন্তর সেনা পরিবর্ত্তনের নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে কংগ্রেস * সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঐ সমাচার শুনিয়া বৎসরাধিক সময়ের জন্য নিয়মিত সৈন্য নিয়োজিত করিলেন ও ওয়াসিংটনকে যুদ্ধবিষয়িণী অসীম ক্ষমতা দিলেন। ওয়াসিংটন এই রূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ২৫শে ডিসেম্বর পুনরায় সসৈন্যে ডেলওয়ার নদী পার হইলেন। তৎকালে ঐ নদীর তীরে বিপক্ষ পক্ষীয়েরা শিবির সন্নিবেশিত করিয়া বসতি করিতেছিল। তিনি তথায় তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দূরীভূত করিলেন। শীতকাল উপস্থিত হওয়াতে এক্ষণে যুদ্ধের বিরাম হইল; ওয়াসিংটনও নিউ-

* কংগ্রেসের সভ্যেরা দুই সভায় বিভক্ত; এক সভাকে হাউস্ অব্ রিপ্রেজেণ্টিটিব আর এক সভাকে সিনেট্ কহে। সভাপতি সিনেটের সহিত একমত হইয়া সন্ধি বিগ্রহাদি সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

জারসি নগরের অন্তঃপাতী মরিশস্ নগরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া শীতকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের আয়োজন করিতে করিতে প্রায় জুন মাসের অর্দ্ধ ভাগ অতীত হইল। ফরাশীরা কতকগুলি সৈন্য সামন্ত দিয়া ওয়াসিংটনকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; তিনি ব্রিটিশ সেনাপতির প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিত হইতে লাগিলেন এবং নূতন সৈন্যগণের রণে অনভিজ্ঞতা জানিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইংরেজ সেনাপতির এই উদ্দেশ্য ছিল যে, হড্সন উপসাগর স্বীয় অধিকারে থাকে ও নিউইয়ার্ক ও কানাডার মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার অন্যথা না হয় এবং পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে পশ্চিমাঞ্চলকে বিযোজিত করা হয়। পরিশেষে ইংরেজেরা হেড অব ইল্ক নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বারেণ্ডাইন নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহাতে আমেরিকার সেনারা পরাস্ত হইল। কংগ্রেসের সভ্যেরা এই সংবাদ শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না বরং অনাকুল চিত্তে ওয়াসিংটনকে আরো সৈন্য দিয়া প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ৪ঠা অক্টোবরে পেনিসেলভিনিয়ার অন্তর্গত মরিশস্ নগরে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেও ওয়াসিংটন জয় লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিয়দংশ সৈন্য রণনিপুণ হইয়া উঠিল। ওয়াসিংটন যেরূপ অবস্থায় প্রবল বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন, তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার সেনাগণের রণবিষয়ে তাদৃশ অভিজ্ঞতা লাভ, তাহার পক্ষে সামান্য লাভের বিষয় নহে।

ওয়াসিংটন ১৮ই ডিসেম্বর ভেলিফোর্জ নগরে পরিখা পরিবেষ্টিত করিয়া একটী শিবির নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সাংগ্রামিক কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার মন্ত্রণা করেন। ঐ মন্ত্রণাতে কংগ্রেসের কতিপয় সভ্যও গুপ্ত ভাবে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিলেন না। ওয়াসিংটনের প্রতি সেনাগণের অনুরাগই তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধির একটী প্রধান অন্তরায় হইল। বিশেষতঃ কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যেরা ওয়াসিংটনের বিদ্যা বুদ্ধি ও সমরনৈপুণ্যের বিষয় অবগত ছিলেন। তাঁহারাও তাদৃশ যোগ্য সেনাপতিকে পদচ্যুত করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না। ভেলিফোর্জ নগরে শিবির সন্নিবেশিত হইলে ওয়াসিংটন সসৈন্যে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শীত ও বসন্তকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি বিটিশ সেনাপতি যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন না। ইহাতে ওয়াসিংটনের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইল। তিনি সেনাগণকে সুশিক্ষিত করিবার যথেষ্ট সময় পাইলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রভাবে সেনাগণ অচির কালমধ্যেই সমরে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এ দিকে ব্রিটিশ সেনাপতি ফিলাডেল্ফিয়া নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি ফিলাডেল্ফিয়া নগর রক্ষা করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া, ১৮ই জুন সসৈন্যে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ওয়াসিংটন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ২৮শে জুন সসৈন্যে ডেলওয়ার নদী পার হইলেন ও মনমাউথ দেশে উপনীত হইয়া বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তিনি সেই আক্রমণে অধিক ক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না, রজনী উপস্থিত হওয়াতে যুদ্ধের শেষ হইল। ব্রিটিশ সেনারা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে পলায়নপরায়ণ হইলেন; ওয়াসিংটনও হড্সন্ উপসাগর পার হইয়া হোয়াইট্ পেলেনের সমীপে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ফরাশিসেনাপতি লাফেট্ এই সংবাদ লইয়া ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলেন, যে ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি রণতরি নির্ম্মাণ করিয়া পাঠাইতেছেন, অচির কালমধ্যে সেই সমস্ত রণতরি ইউনাইটেড্ ষ্টেটে আসিয়া উপনীত হইবেক। অনন্তর ফরাশিসেনাপতি রোশাম্বো ১০ই জুলাই যুদ্ধের জাহাজ লইয়া রোড্ দ্বীপের অন্তঃপাতী নিউপোর্টে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন ওয়াসিংটন ফরাশিসেনাপতিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিউইয়ার্ক নগর আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু ইংরাজদিগের জলযুদ্ধে সমধিক নৈপুণ্যতাই তাঁহার সে সঙ্কল্পসিদ্ধির প্রধান প্রতিরোধক হইল। ওয়াসিংটন উক্ত অব্দে ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিবার কোন সুযোগ পাইলেন না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণওয়ালিস্ বর্জিনিয়া আক্রমণ করিবার মানসে উত্তর কেরোলিনা হইতে অগ্রসর হয়েন; কিন্তু তাঁহার সে আক্রমণপ্রয়াস বিফল হয়। সুবিচক্ষণ ওয়াসিংটন ইতিপূর্ব্বেই ১২০০শত সৈন্যের সহিত লাফেট্কে রক্ষকস্বরূপ বর্জিনিয়ায় রাখিয়াছিলেন; অতএব ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণওয়ালিস অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইলেন না। ওয়াসিংটন ৩ই জুলাই ফরাশিসেনাপতি রোশাম্বোর সহিত মিলিত হইয়া নিউইয়ার্ক নগর আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহারা সসৈন্যে বর্জিনিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন ও ১৪ই সেপ্টেম্বর উইলিয়মস্ বর্গে পৌঁছিয়া ফরাশিসেনাপতি লাফেটের সহিত মিলিত হন। এই অবসরে ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণওয়ালিস্ ইয়র্ক নদীর সম্মুখবর্ত্তী ইয়র্ক নগর ও গলষ্টর নগর অধিকার করিয়া লইলেন। ওয়াসিংটন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কর্ণওয়ালিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইলেন ও দল বল সঙ্গে করিয়া অবিলম্বে উইলিয়মস্ বর্গ হইতে যাত্রা করিলেন। পরিশেষে ৩০শে সেপ্টেম্বরে ইয়র্ক নগর সম্পূর্ণ রূপে অবরোধ করিলেন। ইহাতে ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণওয়ালিস এরূপ ভীত হইলেন, যে তাঁহাকে ইয়র্ক নগর ওয়াসিংটনকে সমর্পণ করিয়া যুদ্ধনিবৃত্তি করিতে হইল। কর্ণওয়ালিস্ সন্ধি বন্ধন করিয়া উক্ত নগর ওয়াসিংটনকে সমর্পণ করিলেন, ১৯শে অক্টোবর তিনি সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই রূপে ইয়র্ক নগর ওয়াসিংটনের হস্তগত হইলে তাঁহার সেনাগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তাহারা যুদ্ধবিষয়ে একেবারেই শিথিলপ্রযত্ন হইল। ওয়াসিংটন পূর্ব্বে যেরূপ তাহাদিগকে ভগ্নোৎসাহ দেখিয়া যুদ্ধার্থে প্রোৎসাহিত করিতেন, এক্ষণে আবার তাহাদিগকে জয়োদ্ধত দেখিয়া যুদ্ধার্থে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে সমবেত করিয়া এই কথা বলিলেন, ইংরাজেরা যুদ্ধই করুন অথবা সন্ধিই করুন, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকা আমাদিগের অতীব কর্ত্তব্য। ইংরেজদিগের সন্ধির উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই বিধেয় নহে। তিনি তাঁহাদিগকে এই রূপে প্রতিবোধিত করিবার পর আর যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি স্থাপিত হইয়া আমেরিকার স্বাধীনতার মূলবদ্ধ হইল। অতঃপর তাঁহাকে আর যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হইতে হয় নাই।

ওয়াসিংটন ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল মাউণ্ট বর্ণন হইতে নিউইয়ার্ক নগরে যাত্রা করেন। তৎকালে ঐ নগরে কংগ্রেস সভা সংস্থাপিত ছিল। ওয়াসিংটন তথায় পৌঁছিয়া ৩০শে এপ্রেল যথা-

রীতি শপথ পূর্ব্বক সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা যুদ্ধ-বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হয়েন, রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহাদিগের তাদৃশ মনোনিবেশ হয় না; কিন্তু ওয়াসিংটনের বিষয়ে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তিনি যে প্রকারে কংগ্রেস সভার কার্য্য উজ্জ্বল করেন ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে যে সমস্ত বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া যান, তদ্দ্বারা তাঁহার অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতারও সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ওয়াসিংটন কংগ্রেস সভার সভাপতি হইয়া প্রথম বৎসরে সুপ্রীম কোর্ট প্রভৃতি বিচারালয় সংস্থাপিত করেন ও উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনীত করিয়া ঐ সমস্ত বিচারালয়ে বিচারপতির পদে নিযোজিত করেন। পর বৎসর জানুয়ারি মাসে কংগ্রেস সভার কার্য্যারম্ভ হইলে তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া কংগ্রেস সভাকে নিম্নলিখিত বিষয়ে মনোযোগ দিতে উপদেশ দেন। দেশরক্ষার্থে সৈন্যনিয়োগ, বিদেশীয়দিগকে স্বদেশীয়দিগের ক্ষমতা দিবার ব্যবস্থাপ্রণয়ন, সমুদায় রাজ্যমধ্যে এক প্রকার মুদ্রা ও মান প্রচলন, কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে উৎসাহ দান, সাহিত্য শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যার উন্নতি সাধন।

অধিকন্তু তিনি বক্তৃতাকালে ইহাও বলিয়াছিলেন, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণে বিশ্বাস করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দান করে এ প্রকার কোন উপায় বিধান করা সভার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শেষোক্ত প্রস্তাব লইয়া সভায় তুমুল বাদানুবাদ হয়। পরিশেষে রাজকোষাধ্যক্ষ হ্যামিল্টন্ ঋণাদানপত্র প্রদান করিয়া প্রজাবর্গের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তখন কংগ্রেসের উভয় সভার অল্পসংখ্যক সভ্য তাঁহার ঐ অভিপ্রায়ের অনুকূল হইলেন। সভাপতি ওয়াসিংটন যদিও কোষাধ্যক্ষের ঐ অভিপ্রায়ের সপক্ষ ছিলেন, তথাপি তিনি প্রকাশ্য রূপে উহার পোষকতা করেন নাই; যাবৎ ঐ বিষয় লইয়া সভায় বাদানুবাদ হয়, তাবৎ তিনি মনোগত ভাব সঙ্গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক আবার কংগ্রেস সভার দ্বিতীয় বৈঠকে উভয় পক্ষীয় সভ্যেরা নেসনেল অর্থাৎ জাতিসাধারণ ব্যাঙ্কের সংস্থাপন বিষয়ের প্রস্তাব লইয়া ঘোরতর বাদানুবাদ করেন। ইতিপূর্ব্বে ঋণ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব লইয়া তাঁহারদিগের বিবাদের সূত্রপাত হয়, এক্ষণে আবার উল্লিখিত প্রস্তাবে পরস্পরের ভিন্ন মত হওয়াতে তাঁহাদিগের সেই পূর্ব্বপ্রধূমিত বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সভাপতি ওয়াসিংটন জাতিসাধারণ ব্যাঙ্কের স্থাপন বিষয়ে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াও কোন পক্ষেরই সপক্ষতা বা বিপক্ষতা করেন নাই; কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পাইলেন, ব্যাঙ্কের সংস্থাপন রূপ সলিল দ্বারা উভয় পক্ষের বিবাদানল নির্ব্বাপিত হইল, তখন তিনি প্রত্যেক সভ্যের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন যে আপনারা কি যুক্তিতে জাতিসাধারণ ব্যাঙ্কের সংস্থাপন বিষয়ক প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন তাহা লিখিয়া দিন। সভাপতির এই প্রার্থনায় সমুদায় সভ্যেরা অবিলম্বে ব্যাঙ্কের স্থাপনবিষয়িণী যুক্তি লিখিয়া দিলেন; সভাপতি ওয়াসিংটন তাহা প্রথমতঃ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলেন, পরে ব্যাঙ্কের সংস্থাপনবিষয়ক ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিলেন। কংগ্রেস সভায় চারি বৎসর অন্তর প্রেসিডেণ্ট পরিবর্ত্তনের নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে, এক্ষণে সভাপতি ওয়াসিংটনেরও সেই চারি বৎসর প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, ইহাতে সকলেই এই রূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে ওয়াসিংটনই দ্বিতীয় বার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন; বিশেষতঃ সভার যে সমস্ত

সভ্যেরা পূর্ব্বাবধি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারাও এই ক্ষণে একবাক্য হইয়া এই বাসনা করিতে লাগিলেন যে, ওয়াসিংটনই দ্বিতীয় বার সভাপতির আসনে আসীন হন, অধিকন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে ওয়াসিংটনের পুনরায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার কারণ দর্শাইয়া তাঁহাকে এক এক খানি দীর্ঘ পত্রও লিখিলেন, তখন ওয়াসিংটন অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার সভাপতির কার্য্য গ্রহণ করিলেন; এই সময়ে ফরাশী ও ইংরাজদিগের পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল। তাঁহারা উভয় পক্ষেই আমেরিকানদিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সভাপতি ওয়াসিংটন ও তাঁহার মন্ত্রিগণ কেহই তাহাতে সম্মত হইলেন না; তাঁহাদিগের মতে কোন পক্ষেই পক্ষপাত করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। সুতরাং তাঁহারা মধ্যস্থ রহিলেন; ইহাতে কংগ্রেস সভার ফ্রেঞ্চ দলস্থ সভ্যেরা অতিশয় বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও ফরাশি-মন্ত্রী জেনেট নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ব্যক্তিকে এই আদেশ করিলেন যে তোমরা জাহাজ প্রস্তুত কর ও যে সমস্ত জাতীয়েরা আমেরিকায় আসিয়া নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য করিয়া থাকে, তাহাদিগের জাহাজ আক্রমণপূর্ব্বক সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী লুঠ করিয়া লও। সভাপতি ওয়াসিংটন ফরাশিমন্ত্রীকে এই রূপ অনুচিত অনুজ্ঞা প্রচার করিতে দেখিয়া আর অধিক কাল ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না; তিনি আগষ্ট মাসে এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন যে, কোন ব্যক্তিই বাণিজ্যের জাহাজ আক্রমণ করিবার উদ্দেশে ইউনাইটেড্ ষ্টেটের বন্দরে জাহাজ রাখিতে পারিবেন না। অনন্তর ব্রিটিশ মন্ত্রীও জুন মাসে বোমবাটীয়াদিগকে আদেশ করিলেন যদি তোমরা কোন বোঝাই জাহাজ ফ্রেঞ্চ রাজ্যে অথবা উপনিবেশে যাইতে দেখ, তৎক্ষণাৎ তাহা অবরোধ করিবে ও সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী লুঠ করিয়া লইবে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস সভার সেসন খুলিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ষ্টেট্সেক্রেটরি ইউনাইটেড্ ষ্টেটের বাণিজ্যবিষয়ক এক খানি রিপোর্ট করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে লণ্ডনস্থিত আমেরিকান মন্ত্রী কংগ্রেস সভায় লিখিয়া পাঠাইলেন যে সমস্ত বিষয়ে ইউনাইটেড্ ষ্টেটের সহিত ইংলণ্ডের অনৈক্য আছে, ব্রিটিশ মন্ত্রীরা তাহার নিরাকরণ করিয়া শান্তি স্থাপন করিবার অভিপ্রায় করিতেছেন; সভাপতি ওয়াসিংটন এই শুভাবহ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডে এক জন দূত পাঠাইয়া দেন, ঐ দূত ইংলণ্ডে যাইয়া ব্রিটিশদিগের সহিত সন্ধি করেন, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঐ সন্ধিপত্র কংগ্রেস সভায় উপনীত হয়। ইহার অল্প দিন পূর্ব্বে কংগ্রেস সভার কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল, সভাপতি ওয়াসিংটন ঐ সন্ধিপত্র সভার অনুমোদনের জন্য পুনর্ব্বার সিনেট্ বসাইলেন। সন্ধিপত্র সভার অনুমোদিত হইল কিন্তু সভাপতি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়; ইহাতে অনেকে সন্ধির প্রতিকূল হইলেন ও যাহাতে সন্ধি ভঙ্গ হয় এই অভিপ্রায়ে অনেকে মিলিত হইয়া সভাও করিতে লাগিলেন, কিন্তু সভাপতি ওয়াসিংটনের চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি অনেককে সন্ধিবিষয়ে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে দেখিয়াও ১৮ই আগষ্ট সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর পুনরায় কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ হইল। এ দিকে ওয়াসিংটনেরও নিয়মিত সময় পূর্ণ হইয়া আসিল; ওয়াসিংটন সভায় একটী শেষ বক্তৃতা করিয়া সকলের নিকটে বিদায় লইলেন ও পর দিবস মাউণ্টবর্ণনে যাত্রা করিলেন। তিনি মাউণ্টবর্ণনে যাইয়া ক্রমাগত দুই বৎসর পর্য্যন্ত গৃহকার্য্য দেখিয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রেল

মাসে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া সজ্ঞানে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

সাহিত্য।

কন্দর্পদর্পচূর্ণ।

প্রথম সর্গ।

উদ্যোগ।

সুরেশ্বর স্মরণ করিবামাত্র কমনীয়কলেবর কামদেব রতিবলায়াঙ্কিত স্কন্ধে কুসুমময় শরাসন আরোপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটে উপনীত হইলেন। তখন সহস্রনয়নের সহস্র নয়ন অমরগণকে পরিহার করিয়া এককালে কামকলেবরে নিপতিত হইল; প্রায়ই প্রভুত্বশালী ব্যক্তিগণের প্রকৃতিই এই যে, যখন যাহা হইতে স্বার্থ সিদ্ধির সমধিক সম্ভাবনা দেখেন, তখন তাহারেই সমাদর করিতে বাধ্য হন।

অনন্তর কামদেব দেবরাজের অনুমতি অনুসারে তাঁহার সিংহাসনের সন্নিধানে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার প্রসাদ পরিগ্রহ করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন, দেবরাজ! এক্ষণে তুমি যে নিমিত্ত আমারে আহ্বান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা আদেশ কর; আমি তাহা সম্পাদন করিয়া এই অনুগ্রহ আরও বর্দ্ধন করিতে বাসনা করি। কেহ কি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া তোমার সুরসাম্রাজ্য আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে? বল, এই শরাসনে শর সন্ধান করিয়া রাখিয়াছি; এখনই তাহার সমুদায় আশা ভরসা উন্মূলিত করিয়া দি। কোন্ ব্যক্তি ভবভাবনায় ভীত হইয়া তোমার মতবিরোধী মুক্তিপথের পান্থ হইয়াছে? আমি তাহারে কামিনীগণের কুটিল কটাক্ষপাশে চির জীবন বন্ধন করিয়া রাখিব। যদি তোমার শত্রু নিপুণরূপে নীতিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তথাপি কি ভয়? যেমন প্রবলতর প্রবাহ কল্লোলিনীর কূল কবলিত করিয়া ফেলে, তেমনই আমার ছদ্মচর অনুরাগ তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার ধার্ম্মিকতা উৎসন্ন করিয়া দিবে। যদি কোন রমণীরত্নে তোমার অনুরাগ জন্মিয়া থাকে; সে যদি নিজ কান্তে একান্ত অনুরক্ত হয়; যদি লজ্জাভয়ের নিতান্ত বশবর্ত্তিনী হয়; যদি পতিব্রতাধর্ম্মের দৃঢ়তর পক্ষপাতিনী হয়, তথাপি আমার কুসুমশর তাহার প্রেমাস্পদের প্রণয়বন্ধন ছেদন করিবে; লজ্জার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিবে; এবং তাহাকে তোমার প্রেমকূপে চির কালের মত নিক্ষিপ্ত করিবে। সে তখন স্বয়ং আসিয়া কোমল বাহুলতায় তোমার কণ্ঠ বন্ধন করিবে। ইহাই কি মনোরথ? অথবা কোন কোপনা কামিনী অভিমানভরে তোমার অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করিয়াছে; তুমি পদানত হইয়াও তাহার কোপ শান্তি করিতে পার নাই? বল, আমি যুগপৎ পঞ্চ বাণ প্রহারে তাহার কঠিন হৃদয় বিদ্ধ করিয়া তোমার বিরহসন্তাপ প্রবেশ করাইয়া দি; সে তখন প্রবালশয্যার শরণাপন্ন হইলেও তাহার অনুতাপ শান্তি হইবে না। হে বীর! তোমার বজ্র এখন বিশ্রাম করুক; আমার কুসুমশরের সমীপে তোমার শত্রুগণের অবসর কোথায়? অন্যের কথা দূরে থাকুক; আমি একমাত্র বসন্তের সাহায্য পাইলে পিনাকপাণি ধূর্জ্জটিরও ধৈর্য্য লোপ করিতে পারি।

কন্দর্প দর্পভরে সঙ্কল্পিত বিষয়ে আত্মপ্রভাব প্রকটিত করিলেন দেখিয়া দেবরাজ প্রীতিবিস্ফারিত লোচনে কহিলেন, সখে! তোমাতে সকলই সম্ভব পায়। আমারও বজ্র এবং তুমি এই

দুই মাত্র অস্ত্র; তন্মধ্যে বজ্র তপঃপ্রভাবশালীর নিকটে নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়; কিন্তু তুমি সর্ব্বত্রই গমন করিতে পার; এবং তোমা হইতে সকল কর্ম্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। আমি তোমার বল জানিয়াই তোমারে গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি। সখে! তুমি যখন ধূর্জ্জটির ধৈর্য্য লোপ করিতে পারি কহিয়াছ, তখনই আমাদিগের প্রয়োজন এক প্রকার সম্পন্নই হইয়াছে। এক্ষণে উহাই আমাদের প্রয়োজন জানিবে!

দেবতারা দুরন্ত তারকাসুরের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছেন, পিনাকপাণির ঔরসজাত সন্তানকে সেনাপতি করিয়া যখন যুদ্ধ করিবে, তখন তোমাদের জয় লাভ হইবে; কিন্তু সে আশা সুদূরপরাহত হইয়াছে। কারণ, পিনাকপাণি পূর্ব্ব প্রণয়িনী দক্ষতনয়ার বিয়োগাবধি সংসার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া পরম পুরুষে চিত্ত সমাধান করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারে দারপরিগ্রহে উৎসুক করা আর কাহারও সাধ্য নহে, কেবল তোমারই কুসুমশরের আয়ত্ত। অতএব সেই কৃশানুরেতাকে গিরিতনুজার প্রতি অনুরক্ত কর; তিনিই একমাত্র তাঁহার প্রণয়িনীর যোগ্য। শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে সেই নরেন্দ্রকন্যা, অধিত্যকাবাসী পিনাকপাণির সমীপবর্ত্তিনী আছেন। যে কার্য্য সম্পাদন করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা সামান্য হইলেও সম্পাদকের কীর্ত্তিকর হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অতএব এই দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত যত্নশীল হও। সখে! বসন্ত তোমার চির সহচর, অতএব তুমি না বলিলেও তিনি অবশ্যই তোমার সাহায্য করিবেন। হুতাশনকে উদ্দীপন কর বলিয়া কোন্ ব্যক্তি সমীরণকে অনুরোধ করিয়া থাকে? কিন্তু সমীরণ সময় পাইলে হুতাশনের সাহায্য করিতে কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না।

শচীনাথের বাগ্‌বিন্যাস অবসান হইলে, কামদেব প্রসাদপ্রদত্ত মালার ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আপনার জীবন দিয়াও প্রভুকার্য্য সম্পাদন করিতে চলিলেন; প্রিয় সখা বসন্ত ও প্রিয়তমা রতি তাঁহার অনুগমন করিলেন। পতিপরায়ণা রতি পশুপতিকে সর্ব্বসংহারকর্ত্তা জানিয়া অবলাজনসুলভ অনিষ্টভয়ে কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন!

এই রূপে তাঁহারা হিমালয়ে হিমকরশেখরের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, মুনিগণের যোগ সাধনের সাক্ষাৎ বিঘ্নস্বরূপ, কন্দর্পের দর্পস্বরূপ, মানিনীর মানবিহঙ্গের ব্যাধস্বরূপ, বিরহিগণের প্রাণপতঙ্গের হুতাশনস্বরূপ, সরলহৃদয় দম্পতিগণের মধুস্বরূপ বসন্ত আপনার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণনায়ক দিনকর উত্তর দিকের সমীপে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার নীরস দীর্ঘ নিশ্বাস নিবারিত হইল; এবং দক্ষিণ দিক্ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিরহদশা ঘোষণা করিতে লাগিল। অশোকবিটপী বিকসিত কুসুমমালায় অলঙ্কৃত হইয়া অটবীর সুষমা সম্পাদন করিল। আম্রমুকুল উদ্ভিন্ন হইল; তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র সকল নির্গত হইল; এবং অলিকুল আসিয়া তাহাতে মধু পান করিতে লাগিল; বোধ হইল, যেন বসন্ত কুসুমশরের বিষম শর উদ্যত করিয়া তাহাতে তাঁহার নামাক্ষর খোদিত করিয়া দিলেন। সৌরভসম্পর্কশূন্য কর্ণিকার কুসুম কেবল বর্ণশোভা বিস্তার করিয়া যেন ইহাই প্রকাশ করিতে লাগিল যে, বিধাতা কোন ব্যক্তিকেই সমগ্র গুণে ভূষিত করিতে চান না। অতি

লোহিত পলাশকলিকা সকল বিনিঃসৃত হইলে বোধ হইল, বসন্ত যেন শিবশেখরের শশিখণ্ডের প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াই অগণ্য তরুণ সুধাকর সমুদিত করিয়া রাখিলেন। মদমত্ত মৃগগণ পিয়াল তরুমঞ্জরীর পরাগে অন্ধ হইয়া অনিলাভিমুখে বিচরণ করিতে লাগিল। পুংস্কোকিলকুল অভিনব চূতাঙ্কুরের রসপানে কষায়কণ্ঠ হইয়া যখন সুমধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল; তখন বোধ হইল, যেন মনোভব মনোহর বাক্যে মনস্বিনীগণের মান ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঈশানের তপোবনবাসী জিতেন্দ্রিয় মুনিগণকে এই অকালপ্রবৃত্ত বসন্তে অতি যত্নপূর্ব্বক মনকে দমন করিতে হইয়াছিল।

মধুকরগণ মধুকরীর সঙ্গে এক কুসুমপাত্রে মধু পান করিতেছে। হরিণবর শৃঙ্গ দিয়া হরিণীর গাত্রকণ্ডূয়ন বিনোদন করিতেছে; হরিণী নিমিলিত নেত্রে তাহার স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছে। করিণী কর দ্বারা জল তুলিয়া করীকে প্রদান করিতেছে। চক্রবাক চক্রবাকীরে অর্দ্ধভুক্ত মৃণাল ভোজন করাইতেছে। কিন্নরীগণ যখন গান করিতে করিতে শ্রান্ত হইতেছে, তাহাদের মুখমণ্ডলের তিলক সকল শ্রমজলে ঈষৎ উচ্ছসিত হইয়াছে, নেত্রদ্বয় মধপানে ঘূর্ণিত হইতেছে; তখন কিন্নরগণ তাহাদিগের সেই অলৌকিক বিভ্রমশালী মুখমণ্ডল পরিচুম্বন করিতেছে। ভুবনমোহন কামদেব সমুদায় ভুবনকে আপনার বশবর্ত্তী করিলে, জীবগণ এই রূপে আপনাদের আন্তরিক ভাব সকল কার্য্য দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঈদৃশ বিষম সময়েও পিনাকপাণির সমাধি ভঙ্গ হইল না। যাঁহারা এক বার সেই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তুচ্ছ বিষয়লালসা তাঁহাদিগের মনকে কখন কুপথগামী করিতে পারে না।

এ দিকে কুসুমশর প্রিয়তমা সমভিব্যাহারে ভূতপতির ধ্যানকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ত্রিলোচন সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত, বক্ষ গ্রীবা উন্নত, এবং বিকচ কমলযুগলের ন্যায় উত্তান পাণিদ্বয় বক্ষঃস্থলে সন্নিবেশিত করিয়া জলধারাবর্জিত জলধরের ন্যায়, তরঙ্গশূন্য মহাসিন্ধুর ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় প্রশান্ত হইয়া পরমাত্মাতে আত্মাকে সমাহিত করিয়াছেন।

কন্দর্প দূর হইতে তেজোরাশির ন্যায় ত্রিলোচনকে নয়নগোচর করিয়া ভয়ে এরূপ অবসন্ন হইলেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে ধনুঃশর স্রস্ত হইয়া পড়িল, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে গিরিরাজকন্যা লোহিত বসন পরিধান পূর্ব্বক সৌন্দর্য্যগুণে কামদেবের নির্ব্বাণপ্রায় তেজ উদ্দীপিত করিয়া পদ্মরাগ মণির ন্যায় অশোক, সুবর্ণসদৃশ কর্ণিকার ও মুক্তাফলতুল্য সিন্ধুবার প্রভৃতি বসন্তপুষ্পের আভরণে অলঙ্কৃত ও স্তনভারেই যেন কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া দুটি বনদেবতাকে সঙ্গিনী করিয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন; বোধ হইল যেন কিশলয়শোভিনী লতা প্রচুর পুষ্পভরে ঈষৎ অবনত হইয়া সেই স্থানে সঞ্চরণ করিতেছে। বকুলমালার মেখলা তাঁহার নিতম্ব হইতে বারংবার স্রস্ত হইয়া পড়িতেছে; তিনিও প্রতিবার তাহা হস্ত দিয়া যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিতেছেন। মধুকর তাঁহার মুখকমলের মধুলোভে অধরসন্নিধানে বারংবার উৎপতিত হইতেছে; তিনি প্রতিক্ষণ চমকিত হইয়া করকমলস্থিত লীলাকমল দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতেছেন। অচলবালার এই রূপ নৈসর্গিক ও নৈমিত্তিক রূপমাধুরী অবলোকনে কামদেবের মনে বামদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া পুনরায় আশা সঞ্চার হইল।

ইতি উদ্যোগ নামে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ পর্ব্ব ১১ খণ্ড শকাব্দা ১৭৮৩, ভাদ্র। [১ পর্ব্ব ২ কল্প।

মহারাণী এলিজেবেথ।

মহারাণী এলিজেবেথ ইংলণ্ডাধিপতি মহারাজ অষ্টম হেনেরির কন্যা। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এ জানুয়ারিতে হেনেরির দ্বিতীয়া মহিষী আনাবোলিনের গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইংলণ্ডীয় ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে অনেকেই ইহাঁর অনেক প্রকার প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন। ফলত ইহাঁর আচার ব্যবহার ও কার্য্যাদির মধ্যে বিস্তর প্রশংসার বিষয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশে যেমন রামরাজত্ব, বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব ও যবনরাজ আকবর বাদসাহের রাজত্ব আপামর সাধারণ সকল লোকের নিকটই পরম প্রার্থনীয় সুখকর সময় বলিয়া পরিচিত আছে, ইংলণ্ডের মধ্যে উক্ত মহারাণীর রাজত্বও সেই রূপ বিপুল সৌভাগ্যমূলক কালবিশেষ বা যুগবিশেষ বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিদিত আছে। ইনি স্বীয় সদ্‌গুণবশে প্রথম বয়সাবধি বিস্তর লোককে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং উত্তর উত্তর বহুবিধ সৎ ক্রিয়া দ্বারা ক্রমশঃ অনেকেরই স্নেহ, মমতা ও প্রীতি ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী মেরি সিংহাসনাধিকারিণী হয়েন কিন্তু প্রজাবর্গ মেরির রাজত্বের সময়ই এলিজেবেথের চরিত্র ও ভাব ভক্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল।

১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর মেরির মৃত্যু হইবামাত্রেই অনেক প্রজা আহ্লাদপূর্ব্বক এলিজেবেথকে ইংলণ্ডেশ্বরী বলিয়া প্রচারিত করে এবং উক্ত রাণীও তদবধি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহার দুই মাস পরে ওএষ্টমিনিষ্টর নামক স্থানে বিধিপূর্ব্বক তাঁহার অভিষেক হয়। এই ঘটনার চারি বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোক ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাঁহারে লণ্ডনস্থ টৌবরনামক দুর্গমধ্যে বন্দী করিয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে মহারাণীর জয়ধ্বনি করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইতে লাগিল। টৌবর দর্শন করিয়া রাণীর পূর্ব্ব দুরবস্থা সকলই স্মরণ হইল কিন্তু কিছুই প্রকাশ করিলেন না এবং যে সকল লোক ঐক্য হইয়া তাঁহারে বন্দী করিয়াছিল, রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর তাহাদিগের প্রতিও কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখাইলেন না। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বে যে পদে নিযুক্ত ছিল, তাহারে সেই পদেই নিযুক্ত রাখিয়া রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ত্তৃপক্ষ রাজকর্ম্মচারীদিগের একাধিপত্য নিবারণের নিমিত্ত তিনি তাহাদিগের সঙ্গে রাজসভায় স্বমতস্থ কতক গুলি যোগ্য পাত্রকেও নিযোজিত করিলেন। ক্রমে তিনি এমনি কৌশলে আপনার বিপক্ষদলের

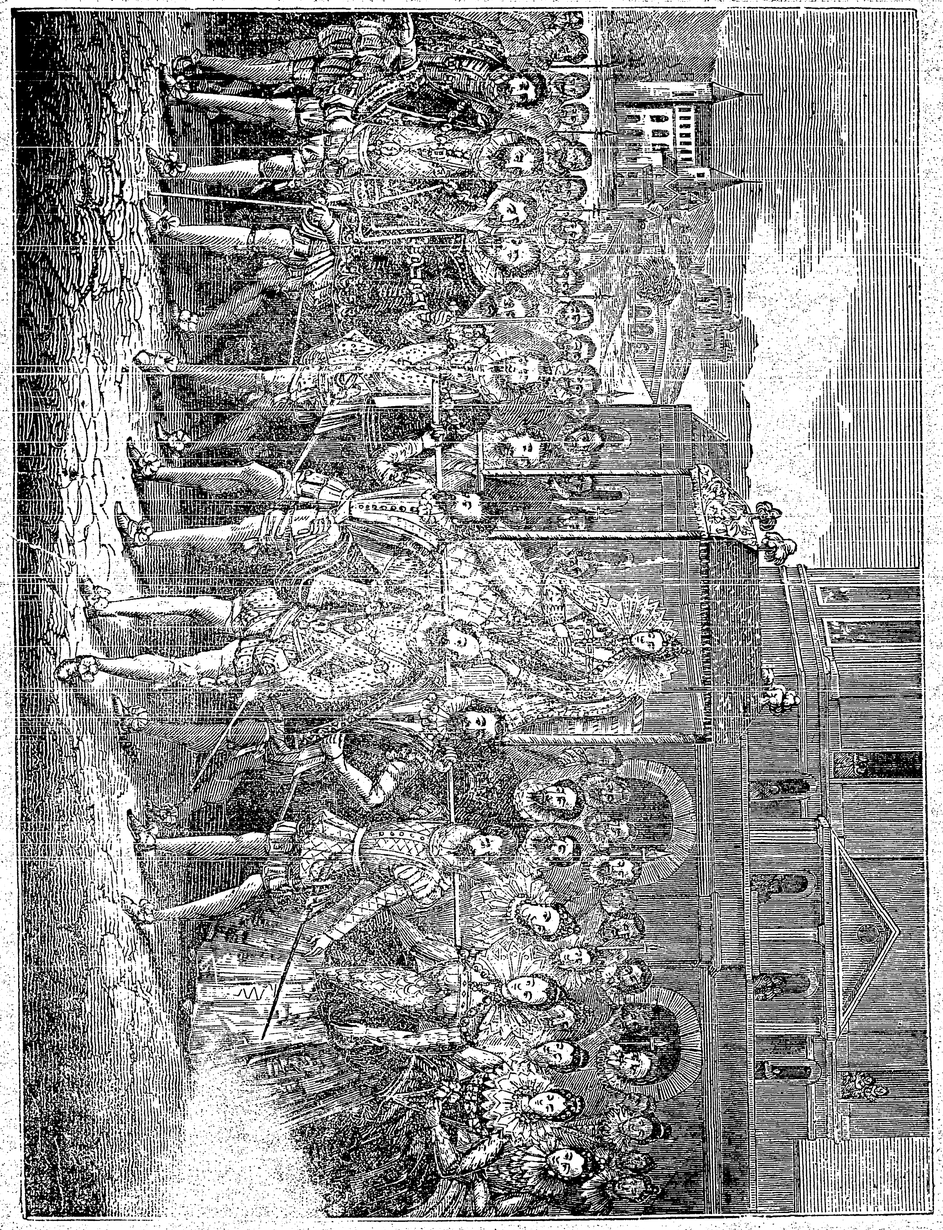

ছয় জন সম্ভ্রান্ত লোক মহারাণী এলিজেবেথকে চতুর্দ্দোলায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন।

বল হ্রাস করিয়া প্রবল হইয়া উঠিলেন যে তাহারা তাহা জানিতেও পারিল না এবং জানিয়াও কোন উপায় করিতে সমর্থ হইল না। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন, এস্পেনের রাজা ফিলিপ এই সম্বাদ অবগত হইয়া তাঁহার এক জন অতি সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীকে দিয়া রাণীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু অপ্রমত্তা দূরদর্শিনী রাণী রাজপ্রস্তাবিত পরিণয়ের অনেক প্রকার আশুপতিবন্ধক ও অশুভপরিণাম সন্দর্শন করিয়া তাহাতে সম্মতা হইলেন না। তাঁহার অসামান্য রাজমর্য্যাদা ও অনুপম ধীমত্তার নিমিত্ত ইউরোপের অনেক স্থানের অনেকানেক প্রধান লোক মোহিত হইয়া তাঁহার পাণি গ্রহণের নিমিত্ত ঐরূপে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইত কিন্তু তিনি কাহারও মনোরথ পূর্ণ করিতে সম্মতা হইতেন না এবং এককালে কোন ব্যক্তিকে নিরাশও করিতেন না। ঐ সমস্ত প্রধান লোকদিগকে স্ববশে রাখিবার জন্য তিনি প্রায় সকলকেই কলে কৌশলে আশ্বাসিত করিয়া উত্তর প্রদান করিতেন। তিনি অনেক বার অনেকের সাক্ষাতে অনূঢ়াবস্থার প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তথাপি তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া অনেকে তাঁহার পাণি গ্রহণ করিতে প্রার্থী হইত। ইউরোপের মধ্যে তাঁহার এমনি অসামান্য খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল যে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত তিনি অনেক পুরুষের প্রণয়াকর্ষণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত কাহারও সহধর্ম্মিণী হয়েন নাই, অনূঢ়াবস্থাতেই আয়ুঃশেষ করিয়াছিলেন। তিনি যে পুরুষজাতির প্রতি দ্বেষপরবশ হইয়া চিরজীবন পরিণয়-সুখে পরাঙ্মুখ ছিলেন অথবা তাঁহার হৃদয়ভাণ্ডার একেবারে প্রণয়রত্নশূন্য ছিল বলিয়া তিনি তদীয় সুখাস্বাদনে তৎপর হইতেন না, তাঁহার আর আর প্রকার ব্যবহার দেখিয়া কোন রূপেই এ প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখকেরা ব্যক্ত করিয়াছেন যে ইউরোপের অনেক প্রধান প্রধান পুরুষ যেমন তাঁহার প্রীতি লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তিনিও সেই রূপ অনেক সময় অনেক পুরুষের প্রীতিভাজন হইবার জন্য ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন। লর্ড রবট ডড্‌লি, আরল্ অব লেষ্টর, ডিউক অব এলেনকন এবং এসেক্‌স প্রভৃতি পুরুষদিগের প্রতি তিনি যে প্রকার অসামান্য অনুরাগ ও যাদৃশ আন্তরিক প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিনয়বারিত কুলকামিনী বা রাজগৌরবান্বিতা মহারাণী হইয়া কেহ কখনই কোন পুরুষের প্রতি তদধিক ভাব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ তিনি নীতিপ্রসঙ্গ বা সাহিত্য সমালোচন অপেক্ষা প্রণয়গর্ভ কাব্যরহস্যাদির আলাপে সমধিক সন্তুষ্ট হইতেন বলিয়া তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত অনেকে অনেক সময় অক্ষোভে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহারে রসপূর্ণ পত্র লিখিত এবং রসিকের ন্যায় পরিহাস প্রকাশ করিত। সার ওয়াল্টর র‍্যালি একদা তাঁহারে উদ্দেশ করিয়া এবং তাঁহাকে দেখাইবার জন্য তাঁহার মিত্রপ্রধান রাজকর্ম্মচারী সেক্রেটরি সিসিলকে যে প্রকার আক্ষেপোক্তিপত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার ফ্রান্সরাজ্যস্থিত এম্বেসেডর সার হেনেরি অনটন একদা তাঁহার সাক্ষাতে যে প্রকার রসপ্রসঙ্গের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এক জন প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক তাহা সবিস্তার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ রূপে প্রশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে কখনই কোন পুরুষ কোন সামান্য কুলকন্যারেও তাদৃশ সম্ভাষণ বা তাহার সাক্ষাতে তদ্রূপ প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতে পারে না। তাঁহার প্রণয়সম্ভাষ ও রহস্যালাপপ্রিয়তার

বিষয় এমনই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় হইবার বা তাঁহার নিকট কোন কার্য্যোদ্ধার করিবার মানস করিলে তাঁহাকে আমোদপ্রদ কথা বার্ত্তায় পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইত। যে সময় ডিউক অব এলেনকন প্রথমতঃ উক্ত রাণীর নিকট আপন অনুচর সেমিয়ারকে দিয়া বিবাহের প্রস্তাব জানাইয়া পাঠান, তৎকালে সুচতুর সেমিয়ার রাণীর ভাব ভক্তি দেখিয়া কেবল নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের প্রসঙ্গ দ্বারা অচিরে তাঁহার নিকট এমন প্রস্তুত ও প্রতিপন্ন হইয়া উঠিল যে বহু কালের প্রাচীন এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মাধ্যক্ষদিগের মধ্যেও কেহ সেরূপ হইতে পারে নাই। যাহা হউক, তাঁহার মনে যে প্রবৃত্তি যত দূর পর্য্যন্ত প্রবলা থাকুক, তাঁহার বিষয় আকাঙ্ক্ষা ও অর্জ্জনস্পৃহা যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী ছিল সে বিষয়ে আর কিছমাত্র সন্দেহ নাই, তিনি ঐরূপ প্রবৃত্তির সমধিক বশবর্ত্তিনী থাকাতেই আর আর প্রকার সকল ইন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে প্রয়োজনানুসারে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার অনুমান করিয়াছেন যে তিনি কেবল আপনার আধিপত্যের অংশী উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় কাহারও সহিত উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। তাঁহার উত্তেজিত অর্জ্জনস্পৃহা, অসাধারণ লোকানুরাগপ্রিয়তা ও বিজাতীয় আত্মাদর ছিল বলিয়াই তিনি কোমলস্বভাব অবলাকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বীর্য্যবন্ত প্রবল পুরুষের ন্যায় চির দিন অবিচলিত ভাবে ও অপ্রতিহত চিত্তে স্বরাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পূর্ণ যৌবনাবস্থায় অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী হইয়াও বহুদর্শিনী প্রবীণা স্ত্রীর ন্যায় অপ্রমত্ত ভাবে স্বকীয় গৌরবানুরূপ কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন।

এলিজেবেথ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অবধি যাহাতে রাজ্যের উন্নতি ও প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেই দিকেই সমধিক মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের অল্প কাল পরেই ফ্রান্স রাজ্যের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। মহারাণী এলিজেবেথ অষ্টম হেনিরির বিধিসম্মত বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা কি না অতএব তিনি বিধিপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যাধিকারিণী হইতে পারেন? কি স্কট্‌লণ্ডের রাণী তৎপদ প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ অধিকারিণী হয়েন, ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয় লইয়া এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের মধ্যে ঐ দুই পক্ষ লইয়া দুই দল লোক উপস্থিত হইয়া পরস্পর ঘোরতর ব্যাপার হইবার উপক্রম হয়। অবশেষে এই সূত্রে স্কট্‌লণ্ডে উক্ত প্রকার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তাহাতে মহারাণী এলিজেবেথ স্বীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ সিসিলকে তথায় প্রেরণ করিয়া বিস্তর উপকার সাধন করেন, ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী কলে কৌশলে আপনি সকল প্রকার গোলযোগ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কেবল রাজ্যের উন্নতি সাধন ও সুশৃঙ্খলা বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহাতে রাজকোষ সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে, রাজ অস্ত্রাগার সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকে এবং সেনা সকল সুন্দর রূপে সমরশিক্ষিত ও রণদক্ষ হইতে পারে, তিনি রাজমন্ত্রী ও কর্ম্মচারিগণকে সেই দিকে সবিশেষ তৎপর হইতে আদেশ করিলেন এবং উত্তম উত্তম পিত্তলের কামান ও উৎকৃষ্ট বারুদ প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে রাজাদিগের সময়ে রাজ্যের যে সকল ঋণ হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ পরিশোধ করিতে এবং কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যের প্রতি

সমধিক উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তাহার উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। এই রূপে উত্তরোত্তর তিনি নানা বিষয়ে রাজ্যের নানাপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বীয় রাজধানী লণ্ডন নগরকে নানামতে সুশোভিত করেন, রয়াল এক্‌সচেঞ্জ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অট্টালিকা ও প্রাসাদ তাঁহার যত্নে নির্ম্মিত হয়। তাঁহারই উৎসাহে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে উৎকৃষ্ট গাড়ি ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়।*

১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এক বার লণ্ডন নগরে মারীভয় উপস্থিত হইয়া প্রায় দুই সহস্র লোকের প্রাণ নষ্ট হয় এই দেখিয়া রাণী তদবধি নগরস্থ মৃত লোকের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া রাজদরবারে দেখাইবার নিয়ম করিয়াছিলেন এবং যাহাতে মারীভয় নিবারণ হয় তাহারও প্রতীকার চেষ্টা পাইতে আদেশ করিলেন। তিনি কেবল রাজমন্ত্রী ও রাজকর্ম্মাধ্যক্ষদিগের প্রতি প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, স্বয়ং সর্ব্বদা সে বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিয়ম সংস্থাপনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা ছিল বটে কিন্তু তিনি আপনি রাজ্যের পক্ষে যে প্রকার নিয়ম হওয়া শ্রেয়স্কর ও উপযুক্ত বোধ করিতেন, ব্যবস্থাপকদিগকে অনেক সময় তদ্রূপ নিয়ম করিতে হইত। তাঁহার রাজ্যকে সাধারণ নিয়মাধীন রাজ্য না বলিয়া রাজার ইচ্ছাধীন রাজ্য বলিলেই সুসঙ্গত হয়। অনেক সময় তিনি আপনার ইচ্ছাধীনেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যাহাতে তাঁহার আপনার সুখ হইত অনেক সময় সমুদায় রাজ্যমধ্যে তাহাই প্রচলিত হইত এবং যাহাতে তাঁহার অসুখ জন্মিত রাজ্যস্থ সকল লোককেই তাহা হইতে বিরত হইতে হইত। মহারাণী ওড নামক এক প্রকার উদ্ভিদের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন বলিয়া রাজ্যস্থ সকল প্রজাকে উক্ত উদ্ভিদের চাস পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিলেন এবং একদা এক প্রকার লম্বা অসি তাঁহার চক্ষে বড় কদর্য্য বোধ হইয়াছিল বলিয়া যাহার গৃহে সেই রূপ যত অসি ছিল রাজসৈন্যদিগকে তৎ সমুদায় ভাঙ্গিয়া তাঁহার দর্শনোপযুক্ত হ্রস্ব করিয়া দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। রাণীর অনুমতি ব্যতিরেকে রাজ্যস্থ কোন প্রধান লোকের বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল না। আরল্ অব সাউথ হ্যাম্পটন তাঁহার অজ্ঞাতসারে আরল অব এসেক্‌সের সম্পর্কীয়া একটি কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া রাণী তাঁহাকে বহু কাল কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই প্রকার অনেক বিষয়ে তিনি একাধিপত্য প্রচার করিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের ব্যবহৃত অনেক প্রকার প্রভুত্ব পরিত্যাগ করাতে তৎকালবর্ত্তী সকল লোকেই তাঁহারে প্রশংসা করিত। এলিজেবেথের রাজ্যে এক সময় দস্যুতার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল। একদা এক গ্রন্থকার ব্যক্ত করিয়াছেন যে দস্যুদিগের ভয়ে বিচারপতিরা তাহাদিগকে সর্ব্বদা যথোচিত দণ্ড দিতে সাহস করিতে পারিতেন না। এই দেখিয়া ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী স্বয়ং পার্লিয়ামেণ্টে জ্ঞাপন করিলেন, "যে যদি বিচারপতিরা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য সুন্দর রূপ নিয়ম ও বিচার না করেন, তাহা হইলে আমি প্রজাদিগের হস্তে নিয়ম ও বিচারের ভারার্পণ করিব।"

(ক্রমশ প্রকাশ্য।)

* উইলিএম সার বুনেন নামক এক জন ওলন্দাজ প্রথমত গাড়ি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে।

প্রতিভা।

মনুষ্যবর্গের মধ্যে কাহারও সকল বিষয়ে তুল্য পারগতা কিম্বা অনুরাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেহ বা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, কেহ বা রাজনীতিকৌশলসম্পন্ন, কোন জন শিল্পদক্ষ, কোন কোন ব্যক্তি বা কবিতারসে বিমুগ্ধ; এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যায় পটুতা কিম্বা আগ্রহ প্রকাশ পায় এবং সেই বিদ্যাবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের যে স্বাভাবিক আশক্তি তাহাকেই এ স্থলে প্রতিভাশব্দে প্রতিপন্ন করা হইল। প্রতিভা প্রকৃতিপ্রদত্ত উপহারস্বরূপ; অত্যন্ত যত্নেও ইহার গতির পরিবর্ত্তন অথবা অভাব সত্ত্বে অর্জ্জন করা ঘটনা হয় না। বুদ্ধি ও স্মারকতা প্রভৃতি শক্তিও ঈশ্বরদত্ত বটে, কিন্তু প্রতিভার সহিত তাহাদিগের কেবল এই বিভিন্নতা, যে তৎসমুদায় সকল বিষয়েরই উপযোগিনী; সকল কর্ম্ম সাধনেই তাহারা সহায়তা করে; কিন্তু প্রতিভা কেবল একমাত্র বিদ্যায় আশক্তা; বিদ্যাবিশেষে অল্প যত্নে প্রচুর পারগতা প্রদান করাই তাহার উদ্দেশ্য। সমস্ত মনুষ্য মুখই যুগল ভ্রূ নেত্র ও নাসিকাসম্পন্ন, অথচ পরস্পরের তুলনায় তৎ সকলেই এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় পৃথক্‌ত্ব প্রকাশ পায়, একের সহিত অন্যের মুখশ্রীর কোন মতেই ঐক্য হয় না, সেই রূপ সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি মানবমনের সাধারণ সম্পত্তি হওয়াতে ও এই ঐশিক শক্তির বিভিন্নতা বশতঃ তৎ প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ভাব ও গতি লক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন উপকারক বা চিত্তরঞ্জক বিদ্যার প্রকাশ ও অনুশীলন করিবেন,—ভূমণ্ডলে বিবিধ প্রকার সুখের উৎসের আবরণ উদ্‌ঘাটন ও তাহার রসস্রোত বন্ধন হইবে, পৃথিবীর সুখসচ্ছন্দতাসাধন কোন বিষয়েরই অভাব হইবে না; এই শুভাভিপ্রায়েই জগৎপতি এই রূপ এক এক বিদ্যাবিষয়ক অনুরাগ এক এক ব্যক্তিরে প্রদান করিয়াছেন। সকলেই কেবল কবি অথবা বীর পুরুষ কিম্বা উত্তম সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদ হইলে ধরণী কখনই এরূপ বিবিধ বিদ্যার আধার ও সুখনিবাস হইতে পারিতেন না।

প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তির সকল বিষয়ে পারগতা কিম্বা অনুরাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদুক্তি দ্বারা এরূপ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ মত প্রচারে উদ্যত নহি, যে, ব্যক্তিমাত্রেই স্বীয় প্রতিভার উদ্দেশ্য বিদ্যা ভিন্ন আর কোন বিদ্যাতেই শিক্ষিত হইতে পারে না। যখন বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তখন যত্ন ও সুনিয়ম সহকারে অভ্যাস করিলে কালক্রমে সকল বিষয়েই (যে পরিমাণে হউক) অবশ্য শিক্ষিত হইতে পারা যায়। কিন্তু যিনি যে বিদ্যাবিষয়িণী প্রতিভাসম্পন্ন; অল্প পরিমাণে সেই বিদ্যার অনুশীলন করিলে, অত্যল্প আয়াসে তাহাতে যেরূপ দক্ষতা প্রাপ্ত হইতে পারেন, বিদ্যান্তরে তদপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম করিলেও কখনই তত্তুল্য পটুতা লাভে সক্ষম হইতে পারেন না।

কেহ কেহ কহেন "প্রতিভা অথবা ঐশিক শক্তি কেবল কবিগণের কপোলকল্পিত কথামাত্র; যত্ন দ্বারা সকলে সকল বিষয়েই পটুতা লাভ করিতে পারে।" আমরাও স্বীকার করিতেছি, যে, সকল বিষয়েই যতজনিত পারগতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তুল্যরূপ নহে। কোন জন যেরূপ যোদ্ধা, সেই রূপ উত্তম গায়ক, তুল্যরূপ কবি, অথচ তদ্রূপ জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ, বোধ করি এরূপ ব্যক্তি কখনই কাহারও নেত্রপথে পতিত হয়েন নাই। যত্ন দ্বারা সকল বিষয়ে তুল্য নৈপুণ্য লাভ করা দূরে থাকুক, এরূপ দেখা গিয়াছে যে শিক্ষক দ্বারা তাড়িত হইয়া সাতিশয় যত্নে বিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রের অত্যন্ত সরলাংশ যে বালকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; সে নিজালয়ে সুমধুর কবিতাচয় অনায়াসে রচনা করিয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতিভার অস্তিত্ব ও বিদ্যাবিশেষের প্রতি তাহার আশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন "যাহারা বহু বিদ্যায় শিক্ষিত তাহারাই ঐশিক শক্তিসম্পন্ন ও দৈবানুগৃহীত।" কিন্তু ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে; যেহেতু বহু বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায় কোন বিদ্যায় পূর্ণ পটুতা লাভ করিতে পারেন না; ও তজ্জন্য কোন বিচক্ষণ ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা, তাঁহারদিগের আন্তরিক ক্ষমতার প্রতি অল্প গভীর অথচ অধিক প্রশস্ত জলাশয়ের যে উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্যক্ রূপে সংলগ্নযোগ্য। বিশেষতঃ যেমন অত্যল্প গভীর প্রশস্ত জলাশয় কালক্রমে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, অপ্রশস্ত গভীর জলাশয় তদ্রূপ নহে; সেই রূপ বহুতর বিদ্যায় যিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কালক্রমে তিনি জনগণের স্মৃতির বহির্ভূত হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে এক বিদ্যায় পারগতা লাভ করিয়াছেন ও যাঁহার সেই অসাধারণ পটুতার কোন প্রমাণ এক বার জনগণে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অবনীর চিরস্মরণীয়—লোকান্তরিত হইয়াও ইহ লোকে চির দিন বিরাজমান থাকিবেন। অতএব ইহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি দৈবানুগৃহীত? শেষোক্ত ব্যক্তিকেই দৈবানুগৃহীত বলিতে হইবে।

বহুতর বিদ্যায় পূর্ণরূপে শিক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, এক বিদ্যার সকল শাখায় কদাচিৎ কোন ব্যক্তিকে নৈপুণ্যবিশিষ্ট দেখা যায়। কবিগণ সকলেই এক ব্যবসায়ী ও এক দলভুক্ত; অথচ কাব্যের সকল অংশে কোন কবিরই তুল্য ক্ষমতা লক্ষিত হয় না। তাঁহাদিগের কবিতা পাঠকালে বোধ হয়; কেহ যেন আদিরসে বিমুগ্ধ, কেহ বা বীররসে উত্তেজিত, কোন জন বা করুণারসে আর্দ্র এবং কেহ বা যেন শান্তিরসে উদাস হইয়া রহিয়াছেন। যে কোন বিদ্যাতেই হউক, সর্ব্বকলাসম্পন্ন অথবা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের প্রমাণ অতি দুর্লভ। কোন কোন প্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকর্ত্তারা লিখিয়াছেন যে অন্য অন্য আন্তরিক গুণের ন্যায় প্রতিভায় সাধারণের অধিকার নাই; বিদ্যাবিশেষের উপযোগিনী প্রতিভা ঈশ্বরপ্রিয় কোন কোন মহাজন ব্যক্তিই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বোধ করি এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত এ পক্ষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অনৈক্য ঘটনা হইবে। এই মতের প্রতি নির্ভর করিলে জগৎপতির প্রতি অন্যায় পক্ষপাত দোষারোপ করিতে হয়; ও তন্নিরাকরণার্থে তাঁহারা কহেন যে, মনুষ্যগণের যখন শারীরিক অবস্থার বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে,—যখন জননীজঠর হইতে কেহ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, কেহ কেহ বা অন্ধ, খঞ্জ ও কেহ বা বাক্ শক্তিতে বঞ্চিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতেছে, যখন এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বাহ্য অবয়বের ব্যতিক্রম জন্য জগদীশ্বর পক্ষপাতী অপবাদে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছেন, তখন আন্তরিক কোন গুণের ব্যতিক্রম জন্য কি হেতু নিন্দনীয় হইবেন? তদ্বিরুদ্ধে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, শরীরী বস্তুর শরীর হইতে উৎপত্তি; অনেকানেক কারণ বশতঃ তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা খঞ্জ, বধির ও মূক ছেন, তঁপ্রকৃতিপ্রণালী-

বহির্ভূত প্রাণিগণের উৎপত্তির অনেকানেক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অপত্যোৎপাদন সময়ে জনক জননীর বিশেষতঃ জননীর শারীরিক ও আন্তরিক অবস্থা ;—অন্তঃসত্বা সময়ে গর্ভধারিণীর মনের কোন প্রগাঢ় চিন্তা অর্থাৎ কোন মূক বা খঞ্জ দর্শনে সর্ব্বদা মনে মনে তাহাকে ধ্যান করা, ইত্যাদি বিবিধ কারণ বশতঃ সন্তানের অঙ্গবৈকল্য কি জীবনের প্রতিও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। অতএব সে জন্য সর্ব্বমিত্র জগদীশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষের কল্পনা করা কেবল ভ্রান্তিমাত্র। কিন্তু প্রতিভা ;—যাহা কেবল নৈসর্গিক ভূষণ—যাহা অন্যান্য পৈতৃক দোষ গুণের ন্যায় উত্তরাধিকারিত্ব রূপে সন্তানে সম্ভবে না—(যেহেতু তাহা হইলে কোন কবির পুত্র অবশ্যই কবি হইত, অপর বিদ্যাবিষয়িণী প্রতিভা তাহাতে কখনই লক্ষিত হইত না) যাহা কেবল সেই এক সর্ব্বশুভদ হস্তের দান ; তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার স্বীকার করিলে কেবল সেই অপক্ষপাতীর প্রতি অহেতু পক্ষপাতিত্ব দোষারোপ করিতে হয় ; কিছুতেই তাহার খণ্ডন হয় না। প্রতিভা সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করায় প্রথমতঃ এই আপত্তির উত্থাপন হইতে পারে যে, সকল ব্যক্তিই যদ্যপি প্রতিভাসম্পন্ন, তবে কি জন্য এক এক বিষয়ে সকল ব্যক্তিরই পারগতা লক্ষিত না হয় ? অবনীতে অজ্ঞ লোক প্রাপ্তির কারণ কি ? কারণ শিক্ষার অভাব ও ব্যতিক্রম। যদ্যপি সকল ব্যক্তিই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইত ; যদি কেহই স্বীয় নৈসর্গিক শক্তির উপযোগিনী বিদ্যা ব্যতীত অন্য বিষয়ের অনুশীলন দ্বারা বিফলে কাল হরণ না করিত ; তবে যাহারা এক্ষণে অজ্ঞ নামে অবজ্ঞাস্পদ হইয়াছে, সেই সম্প্রদায় হইতে আমরা কত শত সুকবি, কত শত উত্তম চিত্রকর, কত শত লক্ষ্মি বাগ্মী প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। প্রতিভা যদিও ঈশ্বরদত্ত তথাচ উপযোগিনী বিদ্যায় পরিচালিত না হইলে কখনই প্রকাশ পায় না ; “ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ ” প্রচ্ছন্নভাবেই থাকে। কখন কখন স্বভাব ও শিক্ষার বিভিন্নতা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন আধারে একরূপ প্রতিভাই ভিন্ন ভিন্ন ফলোৎপাদন করে। যে শৌর্য্য শক্তি দ্বারা বিপন্নের ত্রাণ, ভয়ার্ত্তের ভয় মোচন প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ; দস্যুগণের অন্তরে তাহাই বিকার প্রাপ্ত হইয়া নরহিংসা প্রভৃতি কুকার্য্যের উৎপাদন করে। অতএব প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ হইলেও তাহার কার্য্যকারকতা শক্তি ও সুফল স্বভাবসিদ্ধ নহে ; তদুদ্দেশে যথাযোগ্য বিষয়ে যথোচিত চালনা করার প্রয়োজন। বসুন্ধরা স্বভাবত উর্ব্বরা হইলেও হল দ্বারা কর্ষণ, বীজ বপণ ও জল সেচন না করিলে প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, যাহাদিগের এক বিদ্যাবিষয়িণী প্রতিভা ও যাহারা সেই এক বিদ্যার অনুশীলন করিয়া এক ব্যবসায়ী হইয়াছেন ; এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে পারগতার তারতম্য কিজন্য প্রকাশ পায় ;—কিজন্য অস্মদ্দেশীয় কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিত্ব জন্য কালিদাস বাক্‌বাণীর বরপুত্র বলিয়া প্রশংসিত হয়েন ? অত্যল্প কাল বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ সংশয়েরও খণ্ডন হইতে পারে এবং পূর্ব্বেই তাহার এক প্রকার মীমাংসা করা হইয়াছে। স্বীয় উদ্দেশ্য বিদ্যায় যে পরিমাণে পরিচালিত হইবে, প্রতিভা সেই পরিমাণেই প্রাখর্য্য প্রাপ্ত হইবে ; সুতরাং যত্নের অল্পাধিক্য যে পটুতার অল্পাধিক্যের কারণ, তাহাতে আর সংশয় কি ? এক ব্যবসায়ী হইলে কি সকলেই তুল্যরূপে স্বীয় ব্যবসায়ে যত্ন করে, বিশেষতঃ কার্য্যগতিকে এক জনের ও অপরের কি সুগম ঘটনা হয় না ? এক

ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের পারগতার তারতম্য অনেকানেক কারণ জন্য লক্ষিত হইতে পারে। যদি এক বস্তুর সাদৃশ্য দুই চিত্রকরের মধ্যে এক জন উত্তম পটে ও অন্যে অপেক্ষাকৃত অধম পটে আরোপিত করে ও প্রথম জন প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত মতে সযত্নে তৈল দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া যদ্যপি তাহারে উজ্জ্বল করে ; ও দ্বিতীয় জন যদি কেবল স্বরূপের অবিকল অনুরূপ প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হয় ; বাহ্য পারিপাট্যের জন্য যত্নবান না হয় ; যদ্যপি তাহার বর্ণক প্রতিযোগীর বর্ণাপেক্ষা মলিন হয় ; তবে ঐ উভয়ের পটসৌন্দর্য্যের বিস্তর বিভিন্নতা হইবে। তদ্দ্বয়ে তুল্য পরিমাণে কখনই জনগণের চিত্ত রঞ্জন হইবে না ; সকলেই যত্ননিষ্পন্ন চিত্রফলকের পক্ষপাতী হইবেন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় চিত্রকরের চিত্রফলকে আদর্শের সাদৃশ্য যদ্যপি যথার্থ ভাবে সঙ্কলিত হইয়া থাকে ; চিত্রিত বস্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিন্যাসে কোন বিভিন্নতা না হইয়া থাকে ; তাহার পটদর্পণ মলিন হইলেও যদ্যপি তাহাতে স্বরূপের স্বরূপ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দৃষ্ট হয় ; তবে তাহার অপেক্ষাকৃত পটবর্ণকের মালিন্য—চাক্‌চক্যের অভাব জন্য কি ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে দ্বিতীয় চিত্রকর চিত্রকর নহে ? চিত্রবিদ্যাবিষয়িণী প্রতিভা তাহার নাই কি ইহাই প্রতীত হইবে ? তবে স্বীয় ব্যবসায়ে যত্ন জন্য প্রথম চিত্রকর দ্বিতীয়ের অপেক্ষা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয় জন চিত্রকর নহে, এ কেবল বাহ্য শোভাবিমুগ্ধ ব্যক্তির মীমাংসা। ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে, এক রূপ বীজ, তুল্য দুই ক্ষেত্রে বপিত হইলেও ক্ষেত্রপতির যত্নের ন্যূনাতিরেক জন্য ফলের ন্যূনাতিরেক ঘটনা হয়। সেই রূপ প্রতিভা বিষয়েও যত্নের তারতম্যই পারগতার তারতম্যের কারণ। সকল কবিই যে তুল্যরূপে কবিত্ব শক্তির চালনা করেন এরূপ নহে ; অনেকেরই ভাষাজ্ঞানের ইতর বিশেষ হয়, অনেক ব্যক্তি রচনা ও সংশোধন সময়ে যথাযোগ্য মনোযোগ করেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের দক্ষতার ও প্রশংসার তারতম্য ঘটনা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা স্বয়ং কবি, ঈশ্বরকৃত নহেন ; যাঁহারা তাঁহার অনিবার্য্য অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেও সাহসিক হইয়া লেখনী ধারণ করেন, তাঁহারাও এরূপ বিভিন্নতার এক প্রধান কারণ। আপনাদিগের মলিনত্বকে সান্নিধ্য করিয়া তাঁহারা কেবল স্বরূপ কবির প্রতিভাকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়াছেন ; প্রভাকরের চতুর্দ্দিক্ জলদাকীর্ণ হইলে কেবল কিরণের প্রখরতা ও মেঘের অধিকতর মালিন্যই অনুভব হয়। স্বীয় শক্তির প্রতিকূলব্যবহারী ব্যক্তিগণকে সকল ব্যবসায়ের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ও তন্মধ্যে অনেকেই নীতিকথার মধুলোলুপ ঊর্ণনাভের ন্যায় দোষোদ্দেশী ও গুণজ্ঞ মধুমক্ষিমণ্ডলীর নিন্দাবাদ দংশনে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। অতএব প্রতিভা যে মানবগণের সাধারণ অন্তঃসম্পত্তি ; ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতিভা যে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যায় আশক্ত ও ইহার কার্য্যকারকতা শক্তি ও সুফল প্রাপ্তির জন্য যে যথা বিষয়ে যত্ন সহকারে যথোচিত পরিচালনের প্রয়োজন, ইহা এ পক্ষের উপলব্ধি অনুসারে এক প্রকার প্রতিপন্ন করা হইল। কিন্তু মনুষ্যের বিবেচনা ভ্রমবিহীন নহে, এজন্য এরূপ মীমাংসার প্রামাণ্যপক্ষে সন্দিগ্ধ থাকিতে হইল। বিশেষতঃ এ প্রবন্ধ বঙ্গ ভাষায় অদ্যাবধি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সুতরাং আমরা পথপ্রদর্শক বিনা নব পথের পথিক হইয়াছি। যে সকল ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তাগণ ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত

অনেকানেক বিষয়ে (বিশেষতঃ প্রতিভায় সাধারণের অধিকারিত্ব স্বীকার করায় অধিকাংশের সহিতই) আমাদিগের অমিলন ঘটিয়াছে। ইংরাজিতে এ প্রবন্ধের লেখকগণেরা প্রায় সকলেই কবি, সুতরাং প্রতিভাকে ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বিশেষের ভূষণ বলিয়া বর্ণনা করায় এক প্রকারে তাঁহাদিগের নিজ নিজ শক্তির প্রতি স্তুতিবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। কবিগণ কবিত্বপ্রতিভাসম্পন্ন ও তজ্জন্য তাঁহারা ঈশ্বরানুগৃহীত; সাধারণ সকলে তদ্রূপ নহেন, প্রকারান্তরে ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এতদুক্তি দ্বারা কেহ যেন এরূপ অনুভব না করেন যে, এ প্রবন্ধলেখক কবিকুলের বিপক্ষ; কবিগণ আমাদিগের আদরণীয় নহেন, কেহ যেন এরূপ সিদ্ধান্ত না করেন, বরঞ্চ তদ্বিপরীতে যাঁহাদিগের দ্বারা অবনীর সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধন হইতেছে, এরূপ সকল ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণই আমাদিগের প্রিয়। কোন বিখ্যাত গ্রন্থকার কহিয়াছিলেন, অন্যান্য সকলকেই আমি সহর্ষে আলিঙ্গন করি, কিন্তু কবিদেবকুলকে আমি সসম্ভ্রমে নমস্কার করি।

সাহিত্য।

কন্দর্পদর্পচূর্ণ।

বিনাশ।

দ্বিতীয় সর্গ।

এদিকে মহেশ্বর ধ্যান হইতে অবসৃত হইলেন; এবং নন্দীর নিকটে গিরিনন্দিনীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভ্রূভঙ্গি দ্বারা নিকটে আনয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। প্রথমে তাঁহার সখীরা আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বহস্তাবচিত সপল্লব বসন্তকুসুম ত্রিলোচনের চরণমূলে নিক্ষিপ্ত করিল। যখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গিরিকুমারী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন; তখন তাঁহার অলকমধ্যশোভী নব কর্ণিকার কুসুম এবং শ্রবণবিলম্বী নব পল্লব ধরাতলে লুণ্ঠমান হইতে লাগিল। তখন বামদেব অনন্যভাগী পতি লাভ কর বলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক, আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এক্ষণে কুসুমশর অবসর বুঝিয়া, উমাসমক্ষে মহেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া কুসুমময় শরাসনে শর যোজনা করিলেন; কিন্তু তিনি যে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়া হুতাশনমুখে প্রবেশ করিতেছেন; অহঙ্কারবশত তাহা বোধ করিতে পারিলেন না। মোহনমূর্ত্তি পার্ব্বতী রক্তিম পাণিকমলে কমলবীজমালা গ্রহণ করিয়া সুধাকরশেখরকে সমর্পণ করিলেন। অন্তঃকরণ যত উদাসীন হউক না কেন, সংসারের প্রতি যত বৈরাগ্য থাকুক না কেন, কেহ সরল ভাবে অকৃত্রিম প্রণয় প্রদর্শন করিলে তাহারে অবশ্যই তাহার বশীভূত হইতে হইবে। যে ব্যক্তি অকপট প্রীতিভাব প্রকটিত করে, তাহার উপর প্রীতিপ্রবাহ আপনা হইতেই প্রবাহিত হয়। এই নিমিত্ত ত্রিলোচন নিতান্ত উদাসীন হইয়াও পার্ব্বতীর প্রণয়প্রদত্ত মালা গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি যেমন হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, অমনি পুষ্পধন্বা তাঁহারে অমোঘ সম্মোহন বাণ আঘাত করিলেন। যেমন চন্দ্রোদয় হইলে অম্বুরাশি উচ্ছ্বসিত হয়; সেই রূপ পিনাকপাণির হৃদয়সাগর পার্ব্বতীর বদনচন্দ্রের আকর্ষণে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া আন্তরিক ভাব সকল প্রকটিত করিতে লাগিলেন। কন্দর্পের এমন ধর্ম্ম নয় যে, এক জনকে উন্মত্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত হন; তাঁহার

দাসীরে পরিত্যাগ করিয়া একাকী গমন করিলে, সেখানে কে তোমার সেবা করিবে, তুমি শ্রান্ত হইলে কে তোমার শ্রমাপমোদন করিবে?

নাথ! তুমি আমারে পরিত্যাগ করিয়া কখন প্রবাসী হও নাই; অতএব যখন পরলোকে নবপ্রবাস করিতে গেলে, তখন আমারে সঙ্গিনী করা উচিত ছিল। অথবা আমি এখনি তোমার অনুগামিনী হইব; কেবল এই সমুদায় লোক একবারে বঞ্চিত হইয়া রহিল; কেন না ইহাদের সুখ সৌভাগ্য কেবল তোমারই অধীন। নাথ! পুনরায় মনোহর কলেবর গ্রহণ করিয়া উত্থান কর; এবং মধুরভাষিণী কোকিলকামিনীরে পুনরায় দূতীপদে নিযুক্ত কর। হা নাথ! তুমি স্বহস্তে আমার অঙ্গে যে বসন্তপুষ্পের আভরণ পরাইয়াছিলে, তাহা যেমন তেমনই আছে, কিন্তু তোমার সে সুকুমার হস্ত এখন কোথায় রহিল! আমার দক্ষিণ চরণ রঞ্জিত করিবামাত্র নিষ্ঠুর দেবতাগণ তোমারে আহ্বান করিয়াছিল, অতএব এক্ষণে উঠিয়া আমার বাম পদ রঞ্জিত করিয়া দাও। যদি সুরলোকে সুচতুর সুরকামিনীরা তোমারে মোহিত করিয়া না রাখে, তাহা হইলে আমি অগ্নিময় পথে গমন করিয়া অবশ্যই তোমার অঙ্ক আশ্রয় করিব। কিন্তু যদিও তোমার অনুগামিনী হই, তথাপি আমি যে তোমার বিরহে ক্ষণমাত্রও জীবিত রহিলাম, আমার এ কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত হইবার নহে; নাথ! তুমিও প্রস্থান করিয়াছ, তোমার শরীরও ভস্মীভূত হইয়াছে, অতএব তোমারে যে অন্তিম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিব, তাহারও উপায় নাই! নাথ! তুমি যে কুসুমময় শরাসন উৎসঙ্গে নিহিত করিয়া শরগুলি সরল করিতে করিতে সহাস্য বদনে বসন্তের সহিত সম্ভাষণ করিতে করিতে আমার প্রতি অপাঙ্গপাত করিতে, তাহা মনে হইলে আর

সাহিত্য।

কন্দর্পদর্পচূর্ণ।

বিলাপ।

তৃতীয় সর্গ।

পতিপরায়ণা রতি এত ক্ষণ মূর্চ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; এক্ষণে নিদারুণ বিধি তাঁহারে নব বৈধব্যের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করাইবার নিমিত্ত সেই সর্ব্ব সন্তাপহারিণী মূর্চ্ছারে অপসারিত করিয়া দিলেন। তিনি চেতনা পাইয়া নয়নযুগল উন্মীলিত করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণবল্লভ তাঁহার অপরিতৃপ্ত নয়নের নিকট হইতে যে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; তাহা না জানিয়া জীবিতনাথ! বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।—দেখিলেন, তাঁহার জীবিতেশ্বর নীলকণ্ঠের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়া সম্মুখে পতিত রহিয়াছেন। এই সময়ে কামবধূর হৃদয় যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা নব বিধবা পতিব্রতা ব্যতীত আর কেহই অনুভব করিতে পারে না।

স্বামীই কুলবধূগণের একমাত্র সম্পদ; তিনি সেই অসামান্য সম্পদে বঞ্চিত হইলেন; তাঁহার জীবনকুমুদের শশধর একবারে অস্তমিত হইল; সুখসরোবর শুষ্ক হইয়া গেল; শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি কি হইল বলিয়া করিকরোন্মথিত কমলিনীর ন্যায়, তরুবিশ্লেষিত লতার ন্যায়, পাদনিপীড়িত ভুজঙ্গনীর ন্যায় ধরাতলে লুণ্ঠমান হইতে লাগিলেন। তাঁহার কাঞ্চনকমলের ন্যায় কলেবর ধূলায় ধূসরিত হইল; নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা

TORN PAGE(S).

বিগলিত হইতে লাগিল; কেশকলাপ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; তিনি মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন,—হা নাথ! তোমার যে সুললিত কলেবর বিলাসিগণের একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল; এক্ষণে তাহার ঈদৃশী দশা দর্শন করিয়াও আমার হৃদয় যখন বিদীর্ণ হইল না, তখন তাহা নিতান্ত কঠিণ, সন্দেহ নাই! হা জীবিতেশ্বর! এই নিতান্ত অধীনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে! ক্ষণমাত্রে তাদৃশ প্রণয় ভঙ্গ করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে! নলিনীর অনন্য অবলম্বন জলরাশি সেতুভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিলে সে আর কত ক্ষণ জীবিত থাকে? নাথ! তুমি কখন আমার অপকার কর নাই; আমিও তোমার কখন কিছুমাত্র অনিষ্ট করি নাই; তবে কেন আমারে পরিত্যাগ করিলে; অথবা তুমি যখন ভ্রান্তিবশতঃ অন্য কামিনীর নামে আমারে সম্বোধন করিতে, আমি তোমার সেই অপরাধে তোমারে কাঞ্চী দিয়া বন্ধন করিতাম; কর্ণোৎপল দিয়া আঘাত করিতাম; এখন কি সেই অপরাধ স্মরণ করিয়া আমারে পরিত্যাগ করিলে? নাথ! তুমি যে বলিতে "প্রিয়ে! তোমারে হৃদয়ে রাখিয়াছি," সে সকলই মিথ্যা; নতুবা তোমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইল, আর এই অভাগিনী অক্ষত শরীরে জীবিত রহিল!

হা নাথ! এক বার দেখা দাও, এক বার আমার কথার উত্তর দাও; আমার আর কেহ নাই; আমি অনাথার ন্যায়, অশরণার ন্যায় তোমারে ডাকিতেছি; তুমি আমারে দর্শন দাও। তুমি আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ না হইতেই জন্মের মত পলায়ন করিয়াছ; অতএব এক বার আগমন কর। আমি এই বার জন্মের মত সাক্ষাৎ করি; জন্মের মত আলাপ করি; নাথ! পরলোক অতি দুর্গম স্থান; তুমি দাসীরে পরিত্যাগ করিয়া একাকী গমন করিলে, সেখানে কে তোমার সেবা করিবে, তুমি শ্রান্ত হইলে কে তোমার শ্রমাপনোদন করিবে?

নাথ! তুমি আমারে পরিত্যাগ করিয়া কখন প্রবাসী হও নাই; অতএব যখন পরলোকে নবপ্রবাস করিতে গেলে, তখন আমারে সঙ্গিনী করা উচিত ছিল। অথবা আমি এখনি তোমার অনুগামিনী হইব; কেবল এই সমুদায় লোক একবারে বঞ্চিত হইয়া রহিল; কেন না ইহাদের সুখ সৌভাগ্য কেবল তোমারই অধীন! নাথ! পুনরায় মনোহর কলেবর গ্রহণ করিয়া উত্থান কর; এবং মধুরভাষিণী কোকিলকামিনীরে পুনরায় দূতীপদে নিযুক্ত কর। হা নাথ! তুমি স্বহস্তে আমার অঙ্গে যে বসন্তপুষ্পের আভরণ পরাইয়াছিলে, তাহা যেমন তেমনই আছে, কিন্তু তোমার সে সুকুমার হস্ত এখন কোথায় রহিল! আমার দক্ষিণ চরণ রঞ্জিত করিবামাত্র নিষ্ঠুর দেবতাগণ তোমারে আহ্বান করিয়াছিল, অতএব এক্ষণে উঠিয়া আমার বাম পদ রঞ্জিত করিয়া দাও। যদি সুরলোকে সুচতুর সুরকামিনীরা তোমারে মোহিত করিয়া না রাখে, তাহা হইলে আমি অগ্নিময় পথে গমন করিয়া অবশ্যই তোমার অঙ্ক আশ্রয় করিব। কিন্তু যদিও তোমার অনুগামিনী হই, তথাপি আমি যে তোমার বিরহে ক্ষণমাত্রও জীবিত রহিলাম, আমার এ কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত হইবার নহে; নাথ! তুমিও প্রস্থান করিয়াছ, তোমার শরীরও ভস্মীভূত হইয়াছে, অতএব তোমারে যে অন্তিম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিব, তাহারও উপায় নাই। নাথ! তুমি যে কুসুমময় শরাসন উৎসঙ্গে নিহিত করিয়া শরগুলি সরল করিতে করিতে সহাস্য বদনে বসন্তের সহিত সম্ভাষণ করিতে করিতে আমার প্রতি অপাঙ্গপাত করিতে, তাহা মনে হইলে আর

স্থির হইতে পারি না। হা! তোমার প্রাণাধিক সখা বসন্ত এখন কোথায় রহিলেন! পিনাকপাণির ক্রোধে তিনিও কি তোমার অনুগমন করিয়াছেন!

কুলিজাতির বিবরণ।

এ তদ্দেশে যাহারা মুটিয়ার কার্য্য করে, তাহাদিগকে কুলি কহে, উহাদিগের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, উহারা জীবিকার্থ নানা প্রদেশ হইতে নগরে আসিয়া থাকে; কিন্তু প্রস্তাবিত কুলিরা একটা স্বতন্ত্রজাতি, পশ্চিম ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমঘাটগিরি হইতে দক্ষিণে বোম্বে পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশ উহাদিগের বাসস্থান; এই প্রস্তাবে উহাদিগের একটী প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। উহারা অসভ্য ও দস্যুকার্য্যে অতিশয় রত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদি কেহ উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া চাকর রাখে, তাহা হইলে উহারা কদাপি বিশ্বাসঘাতকতা করে না, বরং প্রাণপণে প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে যত্নবান্ হয়।

ইংলণ্ডীয় সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার বিশপ হীবার বলিয়া গিয়াছেন, গুজরাট প্রদেশে কুলিরা পুলিশের কার্য্য করে এবং গৃহস্থের বাটীতে ও উদ্যানে দৌবারিকের কর্ম্মও করিয়া থাকে; উহারা এই রূপ কার্য্যে নিয়োজিত হইলে উহাদিগকে সিপাই কহে। সিপ্ শব্দে ধনুর্ব্বাণ বুঝায়, কুলিজাতিরও প্রকৃত অস্ত্র শরচাপ, অতএব উহাদিগের সিপাই নাম অন্যায্য নহে, এই কুলি সিপাইদিগের নামানুসারে আসিয়াটিক্ সৈনিকগণের সিপাই নাম হইয়াছে। উল্লিখিত মহানুভাব, একদা বিংশতি জন কুলি সিপাই দেখিয়াছিলেন, উহারা খর্ব্বকায়, বলবান্ ও প্রশস্তবক্ষা, দেখিতে যদিও উহারা কদাকার বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর নহে। উহাদিগের প্রত্যেকের মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ পাগড়ি, পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র গোলাকার চর্ম্ম ও বাণপূর্ণ তূণ, পার্শ্বদেশে অসি, হস্তে দীর্ঘাকার ধনু, উহারা সর্ব্বাংশেই সুপ্রসিদ্ধ দস্যু রবিন্হুড্ ও তাহার সঙ্গিগণের সদৃশ, তবে এই মাত্র বিশেষ যে, উহারা কৃষ্ণকায়, রবিন্হুডেরা শ্বেতকায়। কুলিরা রজঃপূতবংশে অবতীর্ণ বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, কিন্তু ইহা সত্য নহে; উহারা রজঃপূত জাতির মত স্কন্ধদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ অথবা মস্তকে রক্তবর্ণ পাগড়ি বন্ধন করে না; এতদ্দারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কুলিরা রজঃপূতবংশীয় নহে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের পর্ব্বতে যুদ্ধব্যবসায়ী যে সমস্ত জঙ্গলাজাতি বসতি করে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই আপনাদিগকে রজঃপূতবংশীয় বলিয়া বিশ্বাস করে না, তথাপি গৌরবার্থ ঐ বংশীয় বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকে।

গুজরাটরাজ্যে তৃতীয়াংশ কুলিজাতির বসতি। তথাকার প্রধান হিন্দু অধিবাসীরা কুলিদিগকে গুজরাটের আদিম বাসী বলিয়া থাকেন; ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে উহাদিগের সহিত হিন্দুজাতির কতক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কুলিরা স্বপ্রতিবাসী ভিলজাতি অপেক্ষা অধিক সভ্য; উহারা কোন প্রকার মাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু ভিলজাতির মাংস ভক্ষণে কোন আপত্তি নাই। কৃষিকার্য্য কুলিজাতির প্রধান ব্যবসা; উহারা ঐ কার্য্যে অত্যন্ত পরিশ্রম করে, এ বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিকতর বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই, উহারা মরিসস্ দ্বীপে ইক্ষুক্ষেত্রের চাস কার্য্যে

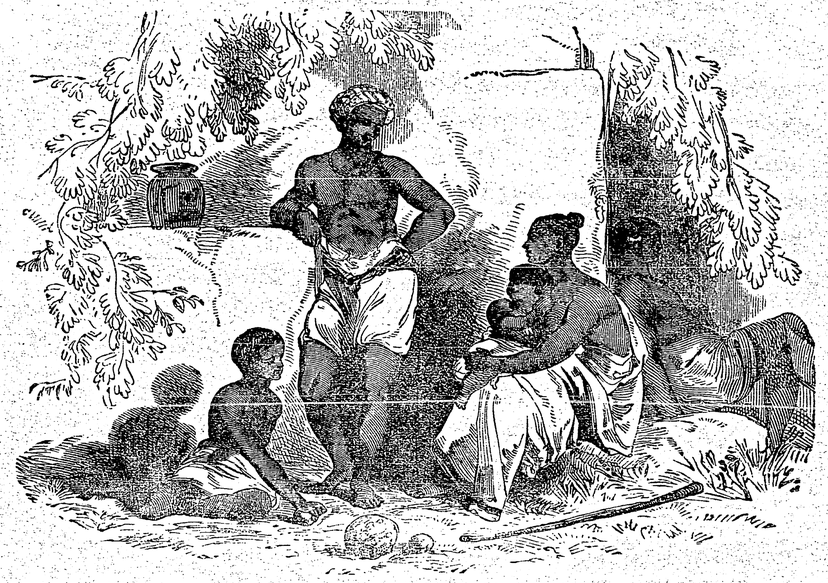

যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। কুলিরা, গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিগণের অধীনে থাকে। তাঁহারা যাহা বৈধ বলিয়া ধার্য্য করিয়া দেন, উহারা তদনুসারে চলে, কিন্তু যেস্থলে তাঁহাদিগের নিয়মানুসারে চলিলে স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, তথায় তাহারা সে নিয়ম প্রতিপালন করে না। কুলিরা যে পরের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ ও বিলুণ্ঠন করে, অস্ত্রধারী সৈনিকেরাই কেবল তন্নিবারণের একমাত্র উপায়; এই নিমিত্তই গুজরাট্ রাজ্যের শাসন কার্য্যে ইংলণ্ডেশ্বরীর অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। এমন কি, বৃটিশ রাজ্যভুক্ত কোন প্রদেশেরই শাসন কার্য্যে এত অধিক অর্থ ব্যয় হয় না। তথাকার রাজপথে সর্ব্বদাই গুরুতর অত্যাচার ঘটিয়া থাকে, রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারীরা আত্মরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদাই নগরে যাইয়া বাস করেন। কুলিরা যুদ্ধ করিবার সময়ে অতিশয় সাহস প্রকাশ করে ও যে সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তি যুদ্ধে ধৃত হয়, তাহাদিগের প্রতি অন্যান্য বন্য জাতির ন্যায় ক্রূরাচার করে না। কাব্যকার বিশপ হীবার কুলিজাতিসাধারণের আকার ও পরিচ্ছদের বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এ স্থলে তাহাও বক্তব্য। সকল প্রদেশের বিশেষতঃ কোচ্ ও কটিয়ার প্রদেশবাসী কুলিরা অতিশয় কষ্টসহ ও বলবান্, উহারা ভিল জাতির ন্যায় সচরাচর কুর্ত্তি পরিধান করিয়া থাকে ও কার্পাসবস্ত্র স্কন্ধে জড়াইয়া বাঁধে; কিন্তু উহারা যখন আপনাদিগকে পরিচ্ছন্ন দেখাইতে অভিলাষ করে, তখন আবার ঐ বস্ত্র খানি বড় পাগড়ির আকারে মস্তকোপরি বন্ধন করিয়া থাকে। পরন্তু, উহারা শীতকালে লবেদা পরিধান করে; ঐ লবেদা সাঁজোয়ায় সমাচ্ছাদিত থাকে, এ প্রযুক্ত

উহাতে কাল কাল দাগ্ ধরে, এই কাল দাগ্ কুলিজাতির পরম প্রার্থনীয়; কুলিরা উহা যুদ্ধের চিহ্ন বিবেচনায় এরূপ সম্ভ্রমকর মনে করে যে, উহাদিগের মধ্যে অনেক যুবা যোদ্ধারা স্ব স্ব লবেদায় মাটি ও কজ্জল দিয়া ঐ রূপ কৃষ্ণবর্ণ কৃত্রিম চিহ্ন করিয়া থাকে। কুলিরা পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ ঘৃণা করে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে উহাদিগের পারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায়; উহাদিগের চর্ম্ম গণ্ডার-চর্ম্মে নির্ম্মিত ও অতি সুদৃশ্য; পরশু অর্থাৎ যুদ্ধ-কুঠার বিবিধ রত্নে খচিত, বল্লম রজতময় অঙ্গুরীতে পরিবেষ্টিত, উহাদিগের ধনু দেখিতে ভিল জাতীয়দের ধনুকের মত বটে কিন্তু উহা অপেক্ষা দৃঢ়তর, তূণীর চিত্রিত চর্ম্মে রচিত।

কুলিরা বহু সংখ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত, উহাদিগের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক এক জন অধ্যক্ষ আছে, উহারা সেই অধ্যক্ষের সঙ্কেতানুসারে রাত্রিকালে একত্রিত হয় ও স্ব স্ব পরিবারের অজ্ঞাতসারে লুঠ করিতে যায়। উহাদিগের মধ্যে যদি কেহ নিহত হয়, তাহা হইলে উহারা তাহার গৃহদ্বারে বটগাছের পাতা ফেলিয়া রাখে, তদ্দ্বারা তাহার পিতা মাতা পুত্রের নিধনবার্ত্তা বুঝিতে পারে। প্রধান রাজকীয় পুরুষেরা কুলিজাতির দেশান্তরপ্রেষণবিষয়ক উত্তম উত্তম আইন প্রস্তুত করিয়াছেন, কুলিরাও ঐ আইনানুসারে ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। অনেকানেক জাতির এই একটি কুসংস্কার আছে যে, সমুদ্রযাত্রা বৈধ নহে। অতএব ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, কুলিরা নীচ জাতি হইয়াও ঐ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী নহে। যৎকালে লর্ড অক্‌লণ্ড এতদ্দেশে গবর্ণর জেনরেলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এক খানি "মিনিট" প্রচারিত করেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, যে দেশে পরিশ্রম করিলে অধিক অর্থাগম হইতে পারে, যদি শ্রমোপজীবী ব্যক্তিরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবৎসরে তথায় যাইত ও যদি উহারা, দুই এক শত টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক কৃষি ও শিল্পকুশল হইয়া বৎসরে বৎসরে তথা হইতে ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, ভারতবর্ষের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইত। অনেকে ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধিশালী মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভারতবর্ষীয় কৃষিগণের অনেকেরই অবস্থা অতিশয় নিকৃষ্ট। ইহারা আইরিস কৃষিদিগের অপেক্ষাও অলস। সুতরাং সর্ব্বদাই দারিদ্র্য নিবন্ধন কষ্ট পাইয়া থাকে। সাহস ও সুযোগ থাকিলেও অনেকে বিদেশে যাইতে চাহে না। তাহারা গৃহে থাকিয়া পরিশ্রম দ্বারা যে পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করে, যদি তাহারা বিদেশে যাইয়া সেই পরিশ্রম বিনিযোজিত করিত, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত, ফলতঃ ভারতবর্ষীয়েরা দেশান্তরে বসতির ফলোপধায়কতা অবগত নহেন। দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিলে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, সাহসকার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, ইহাঁরা তাহা অদ্যাপিও বুঝিতে পারেন নাই। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে দেশান্তর প্রেষণবিষয়ক উত্তম অনুশাসন ছিল না। যে সমস্ত কুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইত, তাহারা তথায় উপযুক্ত বেতন অথবা আহার পাইত না। ইহাতে ব্যবস্থাপক সমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা, ঐ অব্দে এই বলিয়া প্রেষণ নিবারণ করেন, যে ভারতবর্ষীয়দের বিদেশে প্রেরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকিলে, পরিশেষে দাসবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবে। এই ঘটনার কিছু কাল পরে পুনরায় প্রেষণবিষয়ক নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইল। এতদ্দেশীয়েরা

তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। তদবধি এপর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে। আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয়েরা আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া যেরূপ উপকার লাভ করিতেছে, এতদ্দেশীয়েরা সেরূপ উপকার লাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না; যে হেতুক ইহারা আফ্রিকার অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিক সভ্য; সুতরাং তাহাদিগের ন্যায় পরিশ্রমী ও কষ্টসহ নহেন। লর্ড অক্‌লণ্ড বলিয়া গিয়াছেন প্রেরণের প্রথা প্রচলিত থাকিলে উত্তরোত্তর ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। আমরা তাঁহার এই বাক্যকে অসঙ্গত বলিতে পারি না। এতদ্দেশীয়েরা যে, ভবিষ্যতে প্রেষণ নিবন্ধন তাদৃশ সৎফল লাভে সমর্থ হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

অলঙ্কার।

অলঙ্কার কি? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, তবে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যদ্দ্বারা শব্দার্থের বৈচিত্র্য সাধন ও বাক্য রসের পুষ্টি সম্পাদন হয়, তাহার নাম অলঙ্কার। বলয় কেয়ূর প্রভৃতি লৌকিক অলঙ্কার যেরূপ শরীরের, প্রস্তাবিত অলঙ্কারও সেই রূপ শব্দার্থের শোভা সম্পাদন করে; পরন্তু উহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে না; কোন কোন স্থলে উহার অসদ্ভাবও দৃষ্ট হয়, এজন্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা অলঙ্কারকে শব্দার্থের অচিরস্থায়ী ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা অলঙ্কারকে দুই ভাগে বিভাজিত করেন; তদ্যথা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। বাঙ্গলা ভাষায় যে সমস্ত শব্দালঙ্কার প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে অনুপ্রাস ও যমকালঙ্কারই সর্ব্বপ্রধান; যে স্থলে দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জন বর্ণের সাদৃশ্য থাকে তথায়—অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়, অনুপ্রাস স্থলে স্বরবর্ণের সাদৃশ্য না থাকিলেও কোন হানি নাই। অনুপ্রাস অলঙ্কার গদ্য ও পদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ক্রমেতে উহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে;—

"অশ্বের শিক্ষায় নল, বিপক্ষে অনল, চলিল কুমার যেন কুমার অটল।"

"————হায় রে কেমনে,"
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!"

"নরশার্দ্দূল নলের তুলনা পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন অনঙ্গদেব অঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

"বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! দময়ন্তী হংসীমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া নলবিরহে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখকমল বিবর্ণ, শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি নলচিন্তায় নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সখীগণ আকার ইঙ্গিত দ্বারা বিলক্ষণ বিরহলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ ভীমের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।"

এই অনুপ্রাস অলঙ্কার আধুনিক কবিগণের অতিশয় প্রিয়, কিন্তু প্রাচীন কবিরা তাদৃশ অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন না; এস্থলে ইহাও কর্ত্তব্য যে অনুপ্রাস অলঙ্কারের দ্বারা যেরূপ শব্দের চৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, সেই রূপ উহার আতিশয্যে শব্দের মাধুর্য্য না জন্মিয়া বরং কার্কশ্যই জন্মে।

যমক।

ভিন্নার্থক সমাকার শব্দ যথাক্রমে পুনরুচ্চারিত হইলে যমকালঙ্কার হয়; যমক প্রায় পদ্যতেই প্রচলিত। যমকালঙ্কার বাক্যের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত উহার তিন প্রকার ভেদ নির্দ্দেশিত হইয়াছে; আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য যমক; ক্রমানুয়ে উহার উদাহরণ সঙ্কলিত হইতেছে;—

আদ্য যমক।

"ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে,"
"বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে,"
"শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে,"

প্রথম উদাহরণে প্রথমোক্ত ভারত শব্দে ভারত নামক সুপ্রসিদ্ধ কবি ও শেষোক্ত ভারত শব্দে ভারতবর্ষ বুঝাইতেছে।

দ্বিতীয় উদাহরণে প্রথমোক্ত বিভীষণশব্দে রাবণানুজ ও শেষোক্ত বিভীষণ শব্দে ভয়ানক।

তৃতীয় উদাহরণে প্রথমোক্ত শত্রুঘ্ন শব্দে লক্ষ্মণানুজ ও শেষোক্ত শত্রুঘ্ন শব্দে শত্রুনাশক প্রতীয়মান হইতেছে।

মধ্য যমক।

"পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধুভব ভব সে ভরসা।"

অন্ত্য যমক।

"বেসাতি কড়ির লেখা বুঝরে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেয় খোঁটা।
যটী টাকা দিয়াছিলা সব গুলি খোঁটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কহিতে লাজ পায়
এটাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেনে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ॥
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরে।
যেটী কয় সেটী নয় নাহি লয় ফিরে॥
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক্।
নাহি বিনা দোকানীর না সরে গুবাক্॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আঁটি॥
খুন হইয়াছিনু বাছা চূণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমি পাতি খড়ি।
শেষে পাছে বল মাসী খোয়াইল কড়ি॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥"

এই যমকালঙ্কার কি বাঙ্গলা কি সংস্কৃত ভাষায় এরূপ মিষ্ট যে, কবিগণ অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সমাকার শব্দ বারবার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সুতরাং অনেক স্থলে যমকালঙ্কারযুক্ত পদের সার্থকতা দৃষ্ট হয় না; সংস্কৃত ভাষায় অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কবিগণ এক একটী যমকালঙ্কারযুক্ত পদের অনুরোধে এক একটী শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই শ্লোকের সেই অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশে চমৎকারিতা দৃষ্ট হয় না।

অর্থালঙ্কারের বিষয় লিখিতে হইলে প্রথমতঃ উপমালঙ্কারের লক্ষণ নিরূপণ ও উদাহরণ সঙ্কলন করা উচিত; কেন না সাদৃশ্যমূলক যত অলঙ্কার আছে, তন্মধ্যে উপমালঙ্কারই সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। যে স্থলে বাক্যটী সাদৃশ্যবাচক শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয় অথচ বৈধর্ম্ম্যের উক্তি না থাকে,

তথায় উপমালঙ্কার হয়। বাঙ্গলা ভাষায় উপমাস্থলে, ন্যায় প্রায় ইত্যাদি সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

" দ্বিরদরদনির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইয়া বিধুমুখী মদনমোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে।
হেন কালে মধুসখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গনপাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে,
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু; যথা
শিশির নীরের বিন্দু, শতদলদলে,
উদয় অচলে ভানু দিলে দরশন।"

এই উদাহরণে সাদৃশ্যবাচক যথা শব্দ দ্বারা মধুসখা কন্দর্পের সহিত ভানুর, শিশিরবিন্দুর সহিত অশ্রুবিন্দুর, ও নয়নের সহিত শতদলদলের সাদৃশ্য স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই উপমালঙ্কারের মালোপমা প্রভৃতি অনেক প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ক্রমানুয়ে তাহার লক্ষণ নিরূপণ ও উদাহরণ সঙ্কলন করা যাইতেছে;—

মালোপমা।

যে স্থলে একটী উপমেয়ের অনেক উপমান দেখা যায়, তথায় মালোপমা অলঙ্কার হয়। এই মালোপমা অলঙ্কার গদ্য ও পদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ক্রমেতে উহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে;—

" যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে॥
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে।
শেষে দিবসে বিকাশে আকাশে ভাস্কর দেখে॥
হৈল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়।
দৃষ্টি করে সে অপূর্ব্ব পুরী তুষ্ট অতিশয়॥"

গদ্যে যথা;—

" চন্দ্রোদয়ে প্রদোষের যেরূপ রমণীয়তা হয়, গগনমণ্ডলে ইন্দ্রধনু উদিত হইলে বর্ষাকালের যেরূপ শোভা হয়, কুসুমোদ্গমে কল্পপাদপের যেরূপ শ্রী হয়, যৌবনারম্ভে রাজকুমারও সেই রূপ রমণীয়তা ধারণ করিলেন।"

প্রথম উদাহরণে নরপতি উপমেয়, তাহার চাতকিনী, কুমুদিনী ও কমলিনী এই তিনটি উপমান ও দ্বিতীয় উদাহরণে রাজকুমার উপমেয়, তাহার প্রদোষ, বর্ষাকাল ও কল্পপাদপ এই তিনটি উপমান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ণোপমা।

যে স্থলে সাদৃশ্যবাচক যথা যেমতি প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং উপমান ও উপমেয় স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় ও সাধারণ ধর্ম্মের অভাব না থাকে, তথায় পূর্ণোপমা হয়।

" কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর অরি?
হান তব ফুলশর!" দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনি টংকারি,
সম্মোহন শরে শূর বিঁধিলা উমেশে!
সিহরিলা শূলপাণি! লড়িল মস্তকে
জটাজুট; তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড়মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে!
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধক ধকি উজ্জ্বল জ্বলনে।
ভয়াকুল ফুলধনু পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরীকিশোর ত্রাসে কেশরিণীকোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানলতেজে।"

সন্দেহ অলঙ্কার।

প্রকৃত বস্তুতে অপ্রকৃত বস্তুর যে সংশয়, তাহাকে সন্দেহ অলঙ্কার বলা যায়, কিন্তু যে স্থলে প্রতিভা * দ্বারা সংশয় না জন্মে, তথায় সন্দেহ অলঙ্কার হয় না। বাঙ্গলা ভাষায় সচরাচর সন্দেহ অলঙ্কারস্থলে কি, বা, অথবা এই তিনটি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

* কবিকল্পনা।

" সুন্দর হেন সময়, সুভঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে,
ভূমিতে চাঁদ উদয়।
দেখি সখীগণ, চমকিত মন, বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল, যেমন চঞ্চল, রাজহংস দেখি হয়॥
একি লো একি লো, একি কি দেখি লো, এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব, কেমনে এল এখানে॥"

" তাহারা নলের অদ্ভুত রূপ লাবণ্য ও ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সন্দর্শনে মনে করিল, ইনি দেবতা বা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব হইবেন।"

এই দুইটী উদাহরণে প্রতিভা দ্বারা সন্দেহ গুলি নিবদ্ধ করা হইয়াছে।

কোন কোন কাব্যকার সন্দেহ অলঙ্কারস্থলে যদি শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা;—

" অগ্রসর রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতির পদতলে; সুধিলা আশীষি
দিলীপ, "কে তুমি? কহ কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম!" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, " হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আখি মম, হেরি তোমা! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি?
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেব রূপে?"

রূপক অলঙ্কার।

কোন বস্তুতে কোন বস্তুর যে আরোপ, তাহারে রূপক অলঙ্কার বলা যায়। কিন্তু যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়ের অপহ্নব হয়, তথায় রূপক হয় না। রূপক অলঙ্কারস্থলে সচরাচর রূপ শব্দ ও কৃচিৎ ময় শব্দও প্রযুক্ত হইয়া থাকে; ক্রমেতে উহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে;—

" সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল। নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলরূপ নেত্র নিমীলন করিল।"

রূপক অলঙ্কারস্থলে সমাস হইলে রূপ শব্দ বিলুপ্ত হইয়া যায় ও কোন কোন স্থলে একেবারেই রূপ শব্দ প্রযুক্ত হয় না, তথায় রূপ শব্দ প্রতীতি করিয়া লইতে হইবে।

"রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে!
গজরাজ তেজঃভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া; অঞ্চলপতাকা
রত্নময়; ভেরি, তুরী, দুন্দুভী, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে।"

এই উদাহরণে রাক্ষসসেনা রণে উগ্রচণ্ডাস্বরূপ, তাহাদিগের শিরশ্চূড়া স্বর্ণরথস্বরূপ, অঞ্চল রত্নময় পতাকাস্বরূপ। এই রূপে উত্তরোত্তর রূপ শব্দ বুঝিয়া লইতে হইবে।

"ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশিটি বাজাও হে॥
নবজলধরতনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু।
পীত ধড়া বিজুলীতে ময়ূরে না চাও হে॥
নয়নচকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর।
মুখসুধাকর হাসিসুধায় বাঁচাও হে॥"

এই উদাহরণে নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর প্রভৃতি শব্দ সমাস নিষ্পন্ন, এই নিমিত্ত নয়ন রূপ চকোর ও মুখরূপ সুধাকর না হইয়া নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর হইয়াছে।

ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার।

সাদৃশ্য হেতুক এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া যে

জ্ঞান, তাহাকে ভ্রান্তি কহে, যে স্থলে প্রতিভা দ্বারা ঐরূপ জ্ঞান জন্মে, তথায় ভ্রান্তিমান্ নামক অলঙ্কার হয়।

" যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীরফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘনবীর পদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণে।
দেখিলা সম্মুখে বলি দেবাকৃতি রথী
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা "হে বিভাবসু, ভুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে।"""

ইন্দ্রজিৎ স্বীয় মন্দিরে উপবেশন করিয়া অগ্নিদেবের আরাধনা করিতেছেন, এমত সময়ে লক্ষ্মণ মায়াবলে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ সহসা তাদৃশ তেজস্বী পুরুষকে সমাগত দেখিয়া অগ্নিদেবভ্রমে তাঁহারে বিভাবসু বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

এই উদাহরণে ইন্দ্রজিতের লক্ষ্মণের প্রতি অগ্নিদেবভ্রম, প্রতিভা দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে।

ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার।

যেস্থলে নিন্দা দ্বারা স্তুতি ও স্তুতি দ্বারা নিন্দার প্রতীতি হয়, তথায় ব্যাজস্তুতি নামক অলঙ্কার হয়।

" সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা চাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান, অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম, চন্দনে ভস্মজ্ঞান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে, শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল, ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥
সুখে দুঃখ জানে, দুঃখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥"

এই উদাহরণে গ্রন্থকার, নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও অমরতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন।

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

যে স্থলে প্রস্তুত বিষয় অধঃকৃত করিয়া তাহার সহিত অপ্রস্তুত বিষয়ের অভেদ কল্পনা করা যায়, তথায় উৎপ্রেক্ষা নামক অলঙ্কার হয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা, সামান্যতঃ এই অলঙ্কারের দ্বিবিধ ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। যথা;—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। যেন প্রভৃতি উৎপ্রেক্ষাবাচক শব্দের প্রয়োগ থাকিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়, কিন্তু যে স্থলে যেন প্রভৃতি উৎপ্রেক্ষাবাচক শব্দের প্রয়োগ না থাকে অথচ উহা বুঝিয়া লইতে হয়, তাহাকে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা বলা যায়।

" ধবল নামেতে গিরি হিমাচলশিরে,
অভ্রভেদী দেবআত্মা, ভীষণদর্শন,
সতত ধবলাকৃতি অচল অটল,
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা শম্ভুবেশধারী।
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী
যোগিকুলধ্যেয় যোগী।————"

এই উদাহরণে ধবল গিরিই বর্ণনীয়, মহাদেবের বর্ণনা করা কাব্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য নহে, অথচ ধবল গিরিকে অধঃকৃত করিয়া তাহার সহিত মহাদেবের অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে এবং যেন শব্দ দ্বারা ঐ অভেদ কল্পনা সুব্যক্ত হইতেছে; অতএব ঐ স্থলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষাই স্থির হইল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব ৭৮ খণ্ড শকাব্দা ১৭৮৩, আশ্বিন। [১ পর্ব্ব ২ কল্প

টিক্‌টিকি।

ক, গিরগিটি ও সর্প প্রভৃতি জন্তুদিগকে সরীসৃপ কহে; সরীসৃপ জাতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; জলচর, স্থলচর ও উভচর। সমুদায় উষ্ণপ্রধান দেশই সরীসৃপ জাতির জন্মস্থান। পুরাকালীন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের সরীসৃপ জাতি নির্ণয়ের প্রতি যে সমস্ত ব্যঙ্গোক্তি ও দোষারোপ দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল ভ্রান্তি ও কুসংস্কারমূলক। কি বৃহদাকার হস্তী, কি ক্ষুদ্রতম কীট, সকল প্রকার জীবই নিরন্তর জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিকৌশল সপ্রমাণ করিতেছে। কমলিনীর কোমল কান্তি অথবা সুচিত্রিত বিহঙ্গমগণের নানাবিধ বর্ণ নিরীক্ষণ করিলে কে না জগদীশ্বরের চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করে; ফলতঃ এই ভূমণ্ডলে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বরচয়িতা বিশ্বেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ না পায়। সে যাহা হউক, এক্ষণে বিজ্ঞানজ্যোতিঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হওয়াতে ঐ তমোময় কুসংস্কার লোকের অন্তঃকরণ হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, এক্ষণে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞদিগের প্রতি লোকের আর তাদৃশ বিদ্বেষবুদ্ধি নাই; পূর্ব্বে যাঁহারা গিরিগিটি ও টিক্‌টিকি প্রভৃতি জন্তুগণকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এক্ষণে আবার তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততিরা আনন্দিত চিত্তে ঐ সকল সরীসৃপ জন্তুগণের স্বভাব ও সংস্কারের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে অনেকেই সরীসৃপ জাতির স্বভাবাদির বিষয়ে অদ্যাপি ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ রহিয়াছেন। যত দিন পদার্থবিদ্যার সম্যক্ প্রচার না হইবে, তত দিন লোকের ঐরূপ ভ্রম কখনই দূরীভূত হইবে না। যে টিক্‌টিকির প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব আরম্ভ হইল, তাহাও এক প্রকার সরীসৃপ। দেশভেদে এই প্রকার সরীসৃপের ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে। উষ্ণপ্রধান দেশে সচরাচর নানা প্রকার টিক্‌টিকি নয়নগোচর হয়; উহারা তথায় জলে, জঙ্গলে ও প্রান্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু হিমপ্রধান দেশে তাদৃশ বহুসংখ্যক টিক্‌টিকি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ ভাগ অতিশয় শীতল, এ প্রযুক্ত উত্তর দক্ষিণে যত যাওয়া যায়, ততই অল্পসংখ্যক টিক্‌টিকি দৃষ্টিপথে পতিত হইতে থাকে।

ইংলণ্ডে দুই জাতীয় টিক্‌টিকি আছে; এই প্রস্তাবে যে তিনটা ইংলণ্ডীয় টিক্‌টিকির চিত্রময়

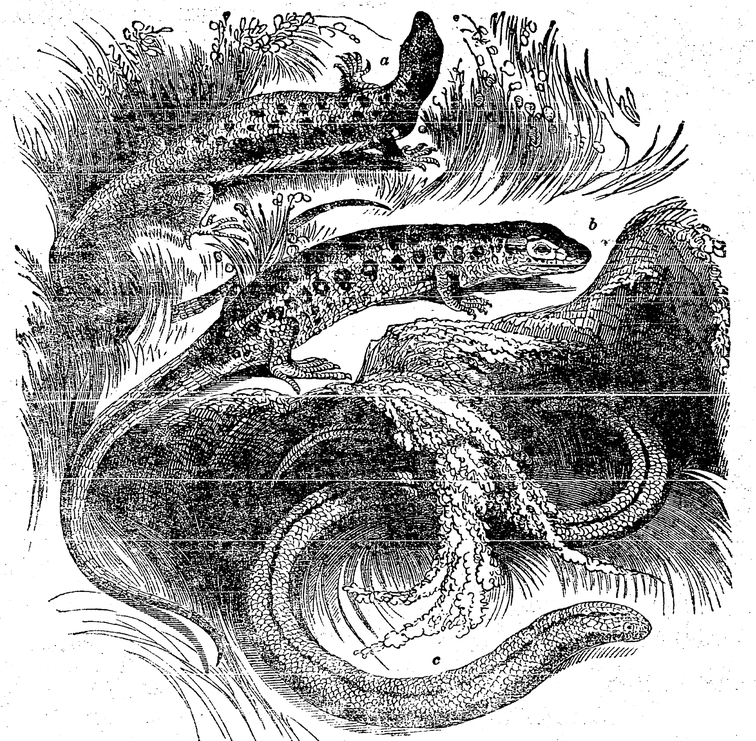

প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে *a* ও *b* চিহ্নিত প্রথম দুইটী একজাতি, উহার মধ্যে *a* চিহ্নিত প্রথমটীকে জরায়ুজ ও *b* চিহ্নিত দ্বিতীয়টীকে সৈকত টিক্‌টিকি কহে; উহাদিগকে অবিকল টিক্‌টিকির ন্যায় দেখায়, কিন্তু *c* চিহ্নিত টিক্‌টিকিটী স্বতন্ত্র জাতি, ইংরেজী ভাষায় উহাকে ব্লাইণ্ড ওয়ারম্ অর্থাৎ ক্ষুদ্রাক্ষ টিক্‌টিকি * কহে। উহার দেহ সর্পাকার, এই জাতীর টিক্‌টিকির সর্পের ন্যায় উল্বণ বিষ আছে বলিয়া অনেকেই উহাকে এক প্রকার বিষধর বলিয়া থাকেন। কথিত আছে, একদা ইংলণ্ডে এক ব্যক্তি ক্ষুদ্রাক্ষ টিক্‌টিকির দংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করে। ইহাতে ঐ টিক্‌টিকিকে বিষধর বলিয়া তাহার প্রভুর এমনি কুসংস্কার জন্মিয়াছিল যে, উক্ত সরীসৃপকে সহস্র সহস্র প্রমাণ দ্বারা নির্দ্বিষ প্রতিপন্ন করিলেও তাঁহার ঐ সংস্কারের অন্যথা হয় নাই। কুসংস্কার এক বার হৃদয়ক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইলে তাহা সহজে উন্মূলিত হয় না।

জরায়ুজ টিক্‌টিকি।—এই জাতীয় টিক্‌টিকিরা দৈর্ঘ্যে গড়ে ছয় অঙ্গুলির অধিক নহে। উহাদিগের

* এই জাতীয় টিক্‌টিকির চক্ষু অতিশয় ক্ষুদ্র, এ প্রযুক্ত উহার ক্ষুদ্রাক্ষ টিক্‌টিকি নাম হইল।

শরীরে নানা প্রকার বর্ণ ও চিহ্ন আছে, সচরাচর উহাদিগের উপরিভাগ পিঙ্গলবর্ণ ও পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণমিশ্রিত পিঙ্গলরেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহাদিগের দুই পার্শ্বে বিস্তৃত ফিতার আকারে দুইটী দাগও আছে। পূর্ব্বোক্ত মধ্য রেখা হইতে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দ্বারা এই শেষোক্ত দুইটী দাগ পৃথক্ কৃত আছে। এই জাতীয় পুংটিক্‌টিকির নিম্নভাগ কমলালেবুর বর্ণের ন্যায়, উহার মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ দাগও আছে কিন্তু স্ত্রী টিক্‌টিকির নিম্নভাগ ধূসরবর্ণ।

ঝোপ, জঙ্গল অথবা নদীতীর জরায়ুজ টিক্‌টিকিদিগের প্রিয় বাসস্থান; উহারা কৃমি ও কীট আহার করিয়া জীবন যাপন করে। উহারা অতিশয় তাপপ্রিয়, গ্রীষ্মকালেই উহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। জরায়ুজ টিক্‌টিকিরা অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী; দূরবর্ত্তী কীটাণু সকলও উহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না, এই রূপ উহাদিগের শ্রবণশক্তিরও বিশেষ তীক্ষ্ণতা আছে। এমন কি গাছের পাতা নড়িলেও উহারা তৎক্ষণাৎ তাহা শুনিতে পায় ও দ্রুতবেগে দৌড়িয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে। জরায়ুজ টিক্‌টিকিদিগের প্রকৃত প্রসবকাল জুন মাস, ঐ মাসে স্ত্রী টিক্‌টিকিরা সূর্য্যোত্তাপে ডিম ফুটাইবার জন্য রৌদ্রে পোহাইয়া দিবসের অধিকাংশ যাপন করে। উহাদিগের প্রসবভাব, অন্য জাতীয় টিক্‌টিকির মত নহে। প্রসব কালীন উহাদিগের গর্ভমধ্যেই ডিম্ব সকল স্ফুটিত হইয়া চারি পাঁচটা শাবক একেবারে নির্গত হয়। ঐ সকল শাবক ভূমিষ্ঠ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই দৌড়িতে আরম্ভ করে ও শীকার করিতে শিখে। উহারা কখন কখন জননীর অনুগামী হইয়া বেড়ায়। কিন্তু একত্র সহবাস বশতঃ অথবা ঈশ্বরদত্ত স্বভাব বশতঃ তাহা কিছুই স্থির বলিতে পারা যায় না। অনেকেই অনুমান করেন, একত্র সহবাসই প্রধান কারণ।

এই জাতীয় টিক্‌টিকিরা শীত ঋতুতে মণ্ডূকের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে কি না তাহা অদ্যাপি সুন্দর রূপে নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু উহারা বসন্তের প্রারম্ভে দৃষ্টিগোচর হয় ও শরৎ কালের অনেক দিন পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ ক্রীড়া করে। অনন্তর আর উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ বিব্‌রণ বলিয়া গিয়াছেন ফ্রেন্স ও ইটালিতে জরায়ুজ টিক্‌টিকি দেখিতে পাওয়া যায়; জারমেনি, সুজারলণ্ড ও ব্রিটিশ দ্বীপের পার্ব্বতীয় প্রদেশই উহাদিগের প্রিয় বাসস্থান। টাসিড্ নামক আর এক জন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লিখিয়াছেন, জরায়ুজ টিক্‌টিকিরা সুজারলণ্ডের দেবদারুবনে গলিত শুষ্ক পত্রের নিম্নে দৌড়িয়া বেড়ায় ও কোন প্রকার ভয় পাইলে তৎক্ষণাৎ ঐ পত্রের মধ্যে লুক্কায়িত হয়; পরন্তু কখন কখন উহাদিগকে জলাময় জঙ্গলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রেন্সদেশে সৈকত টিক্‌টিকির মত জরায়ুজ টিক্‌টিকিরা সচরাচর নয়নগোচর হয়; কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার ঠিক্ বিপরীত। তথায় জরায়ুজ টিক্‌টিকি সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়, কিন্তু সৈকত টিক্‌টিকি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

সৈকত টিক্‌টিকি।—এই জাতীয় টিক্‌টিকিরা জরায়ুজ টিক্‌টিকির অপেক্ষা বড়, সৈকত টিক্‌টিকি নানা বর্ণের আছে। বস্তুত দুই প্রকার জাতিকেই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয়ের রঙ্ বালুকার ন্যায় পিঙ্গল, উহার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অস্পষ্ট গাঢ় চিহ্ন থাকে এবং পার্শ্বদেশে সারি সারি কাল দাগ থাকে। এই প্রত্যেক দাগের মধ্যস্থলে ঈষৎ পীতবর্ণ অথবা শুভ্রবর্ণ বিন্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

অপর জাতির উপরিভাগ হরিতমিশ্রিত পিলঙ্গ বর্ণ। তন্মধ্যে হরিত ভাগেরই ন্যূনাতিরেক লক্ষিত হইয়া থাকে। উহাদিগের অপরাপর দাগ অন্যান্য জাতির ন্যায়।

সৈকত টিক্‌টিকিরা সচরাচর বালুকাময় জঙ্গলে থাকে, উহাদিগকে কখন কখন নদীতীরে ও কখন বা শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রে রৌদ্র পোহাইতে দেখা যায়। ফ্রেন্সদেশে ও ইউরোপের মধ্য ভাগেও উহাদিগের অভাব নাই, কিন্তু ইটালি রাজ্যে উহাদিগকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিব্‌রণ লিখিয়া গিয়াছেন, উহারা প্রান্তরে অথবা প্রত্যন্ত পর্ব্বতে থাকিতে ভাল বাসে, বিশেষতঃ বনপ্রান্ত, সুপুশস্ত উদ্যান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রই উহাদিগের প্রিয় বাসস্থান; কিন্তু উহাদিগকে কখনই ইউরোপের পর্ব্বতে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহারা যে গর্ত্তের মধ্যে বাস করে, তাহার মুখ মৃত্তিকায় ও শুষ্ক পত্রে আচ্ছাদিত থাকে, উহারা কেবল গ্রীষ্মকালেই গর্ত্ত হইতে নির্গত হয়, অন্যান্য ঋতুতে প্রায়ই নিশ্চেষ্ট হইয়া গর্ত্তমধ্যে থাকে। শরীরের বর্ণ ও দৈর্ঘ্য বিষয়ে উহারা ভাইপার * হইতে অধিক ভিন্ন নহে; উহাদিগের গতিও সর্পের ন্যায় ঊর্ম্মিবিৎ, এ প্রযুক্ত উহাদিগকে ভাইপার বলিয়া অনেকেরই ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। এই জাতীয় টিক্‌টিকিরা অতিশয় ভীরুস্বভাব, উহারা কখনই পোষ মানে না, পলাইবার সময়ে যদি কেহ উহাদিগকে ধরিতে যায়, তাহা হইলে উহারা ফিরিয়া তাহাকে দংশন করে ও ধৃত হইলে অতিশয় অধৈর্য্য হয় ও পরিশেষে মরিয়া যায়। সৈকত টিক্‌টিকিরা এক কালে দশ বারটা ডিম্ব প্রসব করিয়া বালুকার মধ্যে রাখিয়া দেয়। অনন্তর সূর্য্যোত্তাপে ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইয়া শাবক নির্গত হয়; ঐ সকল শাবক্ ভূমিষ্ঠ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই দৌড়িতে শিখে ও পিতৃমাতৃনিরপেক্ষ হইয়া কীট শীকার করিতে আরম্ভ করে।

* এক প্রকার সর্প।

ক্ষুদ্রাক্ষ টিক্‌টিকি।—এই জাতীয় টিক্‌টিকির দেহ ও লাঙ্গুল স্থূল ও গোলাকার, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত, গাত্র মসৃণ ও মণ্ডলাকার শল্কে আচ্ছাদিত, মস্তক ঐ রূপ নয়খানি শল্কে আবৃত, মুখ ক্ষুদ্র, হস্ত পদাদি চর্ম্মের নিমুস্থিত বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় না, দন্তগুলিও অতিশয় ক্ষুদ্র। ইউরোপ খণ্ডের অনেক প্রদেশেই এই জাতীয় টিক্‌টিকি দেখিতে পাওয়া যায়; উহারা ইংলণ্ডের ফলপুষ্পশোভিত উদ্যানে ও ভগ্ন প্রাচীরে সর্ব্বদাই বেড়াইয়া বেড়ায় ও নদীতীরে রৌদ্র পোহাইতে ভাল বাসে। উহাদিগের এই একটা বিশেষ স্বভাব আছে, যে, উহাদিগকে কেহ স্পর্শ করিলে উহারা তাহাকে প্রায়ই দংশন করিবার চেষ্টা করে না, কিন্তু দংশন করিলেও তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না; উহাদিগের চিবুক বিস্তৃত নহে, বিশেষতঃ দন্তগুলিও অতিশয় ক্ষুদ্র, অতএব উহাদিগের দংশনে ক্ষত ও শোণিত পাত হওয়া সম্ভাবিত নহে। উহারা কীট আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। ল্যাট্রিলি নামক এক জন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া গিয়াছেন, ক্ষুদ্রাক্ষ টিক্‌টিকিরা ভেক ও ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব আহার করিয়া জীবন যাপন করে, কিন্তু এ কথা যে কত দূর সম্ভব, তাহা বলিতে পারা যায় না, কারণ ক্ষুদ্রাক্ষ টিক্‌টিকির ব্যাদানশক্তি এত অধিক নহে যে, উল্লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব উহাদিগের মুখমধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইতে পারে; এবিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিকতর বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন করে না; সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ জর্জ ডিনাএল ক্ষুদ্রাক্ষ টিক্‌টিকির স্বভাবের বিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত

করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আমি একদা একটী ক্ষুদ্রাক্ষ টিক্‌টিকি পুষিয়াছিলাম, উহাকে সর্পের সহিত এক পিঞ্জরে রাখিতাম। আমি যখন উহার গায়ে হাত দিতাম, তখনই সে ফিরিয়া আমাকে দংশন করিত ও যাবৎ মাথা ধরিয়া উহাকে না উঠাইতাম তাবৎ সে আমার হাত দংশন করিয়া থাকিত, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ দশন ছিল না বলিয়াই উহার দংশনে আমার হস্ত হইতে শোণিতপাত হইত না। সে মাথা তুলিয়া দুধ পান করিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা খাইত, কিন্তু আমি সেই পিঞ্জরে যে একটী জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়াছিলাম, সে তাহা স্পর্শও করিত না ও যে ইন্দুর ও ভেক রাখিয়াছিলাম তাহার নিকটেও যাইত না। এদিগে সর্পটী পিঞ্জরস্থিত ইন্দুর ও ভেকগুলি একটী একটী করিয়া খাইত ও সেই জলপূর্ণ পাত্রের নিকটে কুণ্ডলাকারে থাকিতে ভাল বাসিত।

বাহ্য আকার ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই ক্ষুদ্রাক্ষ টিক্‌টিকির সহিত অন্যজাতীয় টিক্‌টিকির সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তবে যে অনেকে উহাদিগকে সর্পশ্রেণি মধ্যে পরিগণিত করেন সে কেবল ভ্রান্তিমূলক।

জীবতত্ত্ব দর্শন।

জীবন শব্দে ভোজন, বচন, গমন, হস্ত পদাদি প্রসারণ; হ্রাস বৃদ্ধি জরা প্রভৃতি জীবনের বিবিধ দশা হৃদয়ঙ্গম হয়। যাহার কোন প্রকার ইন্দ্রিয়গম্য হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তাহাকে জীবিত বলা যায় না। চেতন দেহ নানা পরিবর্ত্তসহ, ইহার সমুদায় অঙ্গ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, ইহার উপাদান পরমাণু সমষ্টি ক্রমে ক্রমে জীর্ণ, অপসারিত ও নবীকৃত হয়। চেতন বস্তুতে সতত এমন সকল ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, যাহা চেতন ধর্ম্ম বই আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ মানব প্রভৃতি জীবের জীবন ইহার উপাদান সমুচ্চয়ের ক্রিয়া সমষ্টি বলা যাইতে পারে। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, শরীরের প্রত্যেক পরমাণুর স্বয়ং নির্ম্মিত ও পরিপুষ্ট হইবার শক্তি আছে; প্রত্যেকে স্ব স্ব নিয়মিত কাল অবস্থিতি করে; তদনন্তর জীর্ণ ও পতিত হয়; এবং প্রত্যেকে অনন্যাপেক্ষ হইয়া স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন করে। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যেকের এই রূপ অনন্যপেক্ষতা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। অনেক স্থলে জীবের জীবন শেষ হইলেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কোন কোন অঙ্গের আংশিক জীবন দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; কোন অঙ্গ জীবদেহ হইতে সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া তাহাতে শোণিত সঞ্চালন পূর্ব্ববৎ প্রতিপালিত হইলে কেবল যে তাহাতে জীবদ্দশায় যে সমুদায় ক্রিয়া সম্পাদিত হইত তাহাই হয় এমন নহে, যে সকল চেতন ধর্ম্ম পূর্ব্বে তাহাতে নিয়ত ছিল, তৎসমুদায়ও পুনরাবৃত্ত হয়। কখন কখন সম্পূর্ণ ছিন্ন অঙ্গও দেহের সহিত পুনর্যোজিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত অবস্থা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোন অঙ্গ জীবিত রাখিতে হইলে তাহাতে শোণিত সঞ্চালন বই আর কিছুই আবশ্যক করে না। আবশ্যক মত পুষ্টিকর দ্রব্যের যোজনা থাকিলেই প্রত্যেক অংশ স্ব স্ব নিয়ত শক্তি প্রভাবে পরিপুষ্ট ও নবীকৃত হয়।

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জীবদেহগত প্রত্যেক উপাদানের চেতননিয়তশক্তি আছে ও উহারা স্ব স্ব নিয়ত শক্তি প্রভাবে

অনন্যাপেক্ষ হইয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করে। স্বেদ যন্ত্র * স্বকার্য্য সাধন করিতে অন্য কাহারো সহকারিতা অপেক্ষা করে না, অভ্যন্তরে অনবরত শোণিত সঞ্চার থাকিলেই তাহা সম্পাদন করিতে পারে। মূত্রমূল যন্ত্রে † সতত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে শোণিতসঞ্চার প্রবল থাকিলেই মূত্র প্রবাহিত হইয়া শোণিতরাশি নির্ম্মল হয়। শিরাস্থিত শোণিতরাশি সর্ব্বদেহ ভ্রমণ করিয়া বিমল সমীরণসম্পৃক্ত না হইলে তৎপরে আর জীবের জীবন ধারণ হয় না; এজন্য জগদীশ্বর জীবদেহে তদুপযোগী শ্বাসযন্ত্রও স্থাপিত করিয়াছেন; সেই যন্ত্রে শোণিত প্রবাহ নিরন্তর সমীরণ সম্পর্কে বিমল হইতেছে। মূত্রমূল, স্বেদ যন্ত্র প্রভৃতি দেহস্থিত যাবতীয় যন্ত্র স্ব স্ব কার্য্যে বিরত হইলেও ঐ শ্বাস যন্ত্র স্বকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ, কিন্তু শ্বাস যন্ত্র জড় হইলে শরীরের যাবতীয় যন্ত্রই স্ব স্বকার্য্য সম্পাদনে বিমুখ হয়; সুতরাং জীবেরও জীবন শেষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে তৎকার্য্যে নিযুক্ত যন্ত্রও শোণিতপূর্ণ হয়, ও তাহাতে শোণিতপ্রবাহ নিশ্চল হইয়া উঠে, সুতরাং শরীরের সর্ব্ব স্থানেই শোণিত সঞ্চার রুদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ও সকল যন্ত্রে রক্তপ্রবাহ রুদ্ধ হইলে তাহার কার্য্য বিরত ও জীবের জীবন শেষ হয়।

যদিও দেহগত সকল যন্ত্রই স্ব স্ব কার্য্য সাধনে স্বস্ব প্রধান, তথাপি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তৎসমুদায় কার্য্যের পরস্পর ঈদৃশ সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয় যে, এইরূপ আপেক্ষিকতা না থাকিলে জীবন ধারণ হয় না। মূত্রমূল ও স্বেদ যন্ত্রের কার্য্যে এই রূপ অপেক্ষিকতা স্পষ্ট প্রতীত হয়। ঐ উভয় যন্ত্রের উক্ত রূপ পরস্পরাপেক্ষা না থাকিলে জীবদেহ অনবরত রুগ্ন, এমন কি জীবন ধারণও অসম্ভব হইয়া উঠিত। শীতকালে অতি শীতল হিমপ্রভাবে কলেবর কম্পমান হয়; তখন শোণিতপ্রবাহ শরীরাভ্যন্তরে অধিকতর প্রবল থাকে, দেহাচ্ছাদন চর্ম্মে শোণিতসঞ্চার তত প্রবল থাকে না, অতএব স্বেদ নির্গম উপযুক্ত মত না হইয়া শোণিতরাশি দূষিত হয়; তখন কেবল মূত্রমূল যন্ত্রই উক্ত দোষ সংশোধনের একমাত্র উপায়। গ্রীষ্মকালে খরতর রবিকিরণপ্রভাবে শরীর উত্তপ্ত থাকে ও চর্ম্মে শোণিত সঞ্চার প্রবল হয়। স্বেদ যন্ত্রও তৎপরিমাণে স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হয়, শোণিতপ্রবাহ হইতে জল ও অন্যান্য দূষিত দ্রব্য অধিক পরিমাণে চর্ম্ম দিয়া বহিষ্কৃত হয়। মূত্রমূল যন্ত্র অবশিষ্ট অত্যল্প জল প্রভৃতি দ্রব্য রক্ত হইতে বহিষ্কৃত করে। এই রূপ পরস্পর সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়।

* *Sodorific glomes.*
† *Kidney.*

ব্যবসায়বিশেষে শরীরের অবস্থা।

কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে শরীরের কি রূপ অবস্থা হয় ও এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত কি কি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

শাণকর। শাণকরেরা প্রায়ই শীর্ণ, দুর্ব্বল ও ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। তাহাদের পরমায়ু ২৯ বৎসরের অন্যূন ৪০ বৎসরের অনধিক; তাহারা ইহা অপেক্ষা অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না। শাণ দিবার সময় তাহা হইতে যে স্ফুলিঙ্গ ও চূর্ণ উদ্গত হয়, তাহা নিশ্বাস সহকারে তাহাদের শ্বাসযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তকে দূষিত ও শ্বাসযন্ত্রকে বিকৃত করিয়া ফেলে। তন্নিবন্ধন তাহাদের শরীর এ রূপ রুগ্ন হয় যে, তাহারা রোগের যন্ত্রণা এড়াইবার নিমিত্ত মৃত্যু কামনাও করিয়া থাকে। ডাক্তর হাল কোন শাণকরের বয়স্ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, মহাশয়! আগামী মাসে আমি ৩৩ বৎসরে পড়িব। কিন্তু যদি তত দিন বাঁচি, তবে আমি অনেক দিন বাঁচিলাম। শাণ দুই প্রকার; জলশাণ ও খরসান। খরশাণকর অপেক্ষা জলশাণকরেরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

এই রূপ দুর্ঘটনা নিবারণের নিমিত্ত ইংলণ্ডের কারখানায় এক প্রকার পাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা চূর্ণ ও স্ফুলিঙ্গ সকল কোন নল দ্বারা ধূমনির্গম নলে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ওষ্ঠ, লোম ও শ্মশ্রু ধারণ করিলেও ইহার অনেক প্রতিকার হইতে পারে। নিশ্বাস আকর্ষণের সময় অনিষ্টকর চূর্ণ গুলি উহাতে আটকাইয়া যায়; এবং বিশুদ্ধ বায়ু শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কেবল শাণকর ব্যবসায় বলিয়া নয় উক্তবিধ অন্যান্য ব্যবসায়েও এই সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। আমরা ছুরী, কাচী, ছুঁচ প্রভৃতি যে সকল শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি; তাহার নির্ম্মাতারা তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা এক বার ভাবিয়া দেখা উচিত।

খনিচর। যাহারা খনিকার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের অবস্থাও অত্যন্ত দুঃখজনক। কোন কোন কয়লার খনিতে যেখানে কয়লার স্তর অপ্রশস্ত, সেখানে তাহাদিগকে সঙ্কুচিত শরীরে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম এই, শিরা নিয়মিত রূপে সঙ্কুচিত ও বিস্তারিত না করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে না। আর শিরা সকল বিস্তারিত হইলে অধিক শোণিত পায়, সুতরাং শরীরে শক্তি জন্মে, তাহা না হইলে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে একাবস্থাতে থাকিয়া কয়লা খনিতে খনিচারীরা যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ পায়, যদি কোন ব্যক্তি তক্তপোসের নিম্নে গিয়া তাহার তলা পরিষ্কার করে তাহা হইলে তিনিই বুঝিতে পারেন। ঐরূপে খনিচারীদিগের পাদনলীর শিরা ক্রমে বদ্ধ হইয়া যায়। তাহারা সোজা হইয়া দাঁড়াতেই পারে না। এক বার কতকগুলি খনিচারীর মেয়াদ হইলে, তাহারা এই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল যে, আমাদিগকে কাজ করিবার সময় মানুষের মত সোজা হইতে হয়।

অনেক নৈসর্গিক দুর্ঘটনা বশতঃ খনিচারীদিগের নানা প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোক অপ্রাপ্তি প্রধান কারণ। কোন কোন স্থানে কারবনিক বাষ্প দীর্ঘ কালাবধি জমিয়া থাকাতে সে স্থান এমনি দুষিত হইয়া আছে যে, তথায় যাইবামাত্র শ্বাসবদ্ধ হইয়া মারা যাইতে হয়। কখন কখন কারবণিক ও হায়দ্রোজন মিলিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে তাহাতে অনেকেরই মৃত্যু হয়। খনিতে অদ্যাপি বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের তাদৃশ উপায় হয় নাই। কয়লার গুঁড়া বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে রক্তপীত প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ জন্মে, তন্মধ্যে এক প্রকার রোগ আছে তাহাতে কাল থুথু নির্গত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে তাহা কেবল কয়লার গুঁড়াতে পরিপূর্ণ। কয়লার খনির নীচের বায়ু এক

প্রকার ও মুখের অন্য প্রকার; ও তাপাংশে তাহার সমতা নাই। পরীক্ষা দ্বারা এ রূপ স্থির হইয়াছে প্রায় ৭০ ফুট নিম্নে এক ডিগ্রি তাপাংশ অধিক। সুতরাং নিম্নস্থ উষ্ণ বায়ু হইতে উপরে শীতল বায়ুতে উপস্থিত হইলে হঠাৎ পরিবর্ত্তন হেতু ক্রমে বাত রোগ জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরিক্ত কয়লার ময়লা লাগিয়া এক প্রকার চর্ম্ম রোগ হয়। তাহাতে শরীরে পীতবর্ণ ফুস্‌কুড়ি উঠে। কিন্তু সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকিলে উহা হইতে অনেক রক্ষা হয়, এই নিমিত্ত কোন কোন খনিতে উষ্ণ জলে খনিচারীদিগের গাত্র পরিষ্কৃত করান হয়। খনিতে বায়ু সঞ্চালিত করিবারও এক প্রকার সহজ উপায় স্থির হইয়াছে, তাহাতে অধিক ব্যয়ের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেক খনিচারীর প্রতি প্রত্যহ তিন পয়সা ব্যায় করিলে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। খনির খনিত ভাগের নীচে সুনির্ম্মিত আধারে ত্রিশ মোণ কয়লা জ্বালাইলে প্রত্যেক মানুষে সেই পরিশ্রমে আর ত্রিশ মোণ কয়লা কাটিতে পারিবেক। অগ্নি জ্বালাইলে সকল দুষ্ট বায়ু আসিয়া সেখানে জমে এবং তৎপরিবর্ত্তে শুদ্ধ বায়ু সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। কয়লার খনিতেই কেবল এই রূপ ঘটনা হয় এমত নহে, টীন তাম্র ও সীস এই সকল খনিতেও অশেষ দুরবস্থা ভোগ করিতে হয়।

এমন কতকগুলি বস্তু আছে, তাহার আঘ্রাণ সহ্য করা যায় না, কিন্তু সেই বস্তু দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে; ঊর্ণাকারকেরা ইহার দৃষ্টান্ত। ঊর্ণা জলে সিক্ত ও আলোড়িত করিবার সময় তাহা হইতে তৈল নির্গত হইয়া গাত্রে লাগিলে শরীরের মাংস পুষ্টি হয়। পণ্ডিতবর বার্থ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তিন মাসের মধ্যে কতকগুলি ঐ ব্যবসায়ীর শরীরের তিন সের মাংস বৃদ্ধি হইয়াছিল। ফলতঃ ইংলণ্ডের ইয়র্ক সায়ারের ভদ্র লোকদিগের এরূপ রীতি আছে, যে পরিবারের কেহ কৃশ হইলে পুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশে তাহাকে ঊর্ণার কারখানাতে পাঠাইয়া থাকেন। কড্‌লিবার তৈল অতিশয় দুর্গন্ধ অথচ তাহা কাশরোগের সুন্দর ঔষধ; রোগীর বক্ষঃস্থলে মালিস করিলে শরীরের উষ্ণতা জন্মে।

বিলাতী দেশলাই (লুসিফার) সৃষ্ট হইয়া কত উপকার দর্শিয়াছে; তাহা জ্বালিবার নিমিত্ত দেশীয় দেশলাইয়ের মত অগ্নি আবশ্যক হয় না। তাহাতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহা ঘর্ষণ করিলে আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে। ফস্‌ফরস্ (আলেয়া যে পদার্থ) অক্স মিউরিএট পোটাস এবং এক প্রকার আটাল পদার্থ মিশ্রিত হইয়া কাঁই প্রস্তুত হয়, সেই কাঁই উষ্ণ পাত্রে নিহিত হইলে তরল ভাবে থাকে। দেশলাইকারকেরা তাহাতে কাটি ডুবাইয়া লয়। ডুবাইতে গেলে ঐ ফস্‌ফরস্ ও আসিডের ধূম মুখে লাগে। ইহাতে যে ভয়ানক ফল লাভ হয় তাহা বর্ণন করিতে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। উক্ত ব্যবসায়ীর নাড়ি ফুলিয়া ক্রমে খসিয়া যায়। ঐ ফস্‌ফরস্ ফসফেট অব্ লাইন ভাবে অস্থির বিশেষ প্রয়োজনীয় উপকরণ। কিন্তু প্রক্রিয়া বিশেষে তাহাই আবার অস্থির উন্মূলনের কারণ হইয়া উঠে। পরন্তু রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা এমনি চমৎকার উপায় স্থির করিয়াছেন যে, শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীযুক্ত ইষ্টান্‌লি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তারপিন তৈলের ফস্‌ফরস শোষণ গুণ আছে; পাত্রে রালিলে সেই অনর্থকারী ধূম শোষণ করিতে পারে। বিলাতে কোন কোন দেশলাইয়ের কারখানাতে ইষ্টান্‌লীরি উপদিষ্ট উপায় অবলম্বিত হওয়াতে চমৎকার ফল দর্শিয়াছে।

আমরা বিলাস সম্পাদনার্থ যে সকল গিল্‌টীর দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি; সেই সকলের গিল্‌টী করিতে লোকের কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখি না। ধাতুতে সোণার পাত বসাইতে হইলে অগ্রে সোণা ও পারদ মিশ্রিত করিয়া সেই ধাতুতে মাখাইতে হয়; পরে অঙ্গারের ধূম দিলে ঐ পারদ উঠিয়া যায় ও সোণা লাগিয়া থাকে। এই ধূম লাগাতে কারিগরের শরীরে কম্প রোগ জন্মে। এমন কি কোন পদার্থ মুখে তুলিতে হাত চক্ষে যায়। শরীর শীর্ণ হইবার ত কথাই আছে। ঐ কারণে এমন স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় যে, জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। অপর এক্ষণে এক প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় গিল্‌টাকরের দুরবস্থা হয় না এবং কার্য্যও অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহিত হয়। যে তাড়িত ছয় মাসের পথের সংবাদ ক্ষণ কালমধ্যে আনিতেছে,—যে তাড়িত বাত রোগীর চিকিৎসা করিতেছে; সেই তাড়িত আবার গিল্‌টীর কার্য্য করিতেছে। কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, প্রস্তাবান্তরে তদ্বিশেষ লিখিত হইবে।

আমরা যে দর্পণে মুখাবলোকন করিয়া পুলকিত হই; সে দর্পণের অবলোকনী শক্তি উৎপাদক কলাই করিতে কত লোকের মৃত্যু হইতেছে। যাহা হউক, গিল্‌টীর কার্য্যের সৌকর্য্য তাড়িত যন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হইবার উপায় হইয়াছে; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কলাই কার্য্যের তাদৃশ সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সুতরাং কলাইকরের দুরবস্থা যেমন তেমনিই আছে।

সকল ধাতুর মধ্যে সীসের ক্রম অতি ভয়ানক। যে রূপে হউক না কেন শরীরে সংস্পৃষ্ট হইলেই দারুণ ব্যাধি উৎপন্ন হয়। যে অঙ্গে সর্ব্বদা ইহা ব্যবহৃত হয়, শিরাবদ্ধ হইয়া সেই অঙ্গে রোগ জন্মে। সীসের চূর্ণে সফেদ প্রস্তুত হয়, তাহা রঙ্গে লাগে। সেই হেতু রঙ্গ-মিস্ত্রীদিগের হস্ত অবশ হইয়া পড়ে। ইহার এ রূপ ভয়ানক শক্তি যে, নবরঞ্জিত ঘরে বাস করিলে এক প্রকার শূল ও পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা আছে। আমরা উত্তমোত্তম কাচের ও চীনের বাসনের চাকচিক্য দেখিয়া বিমোহিত হই, ঐ চাকচিক্য সফেদা দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু ঐ ব্যবসায়ীর কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে মনে করিতে গেলে শরীর শুষ্ক হইয়া যায়। কোন বালক গ্রীন্ রঙ্গ প্রস্তুত করিয়া খাঁচাতে মাখাইয়াছিল, পর বৎসর তাহার হাত অবশ হইয়া গিয়াছিল। সফেদা এক প্রকার বিষ ও ইহার তেজও অত্যন্ত, এমন কি ইন্দুরের গর্ত্তে দিলে ইন্দুর মরে। যাহারা সীসের কার্য্য করে, তাহাদিগের সর্ব্বদা পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। সীস দ্বারা রোগ জন্মিবার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায়, মাড়িতে কৃষ্ণবর্ণ রেখা পড়ে। যাহা হউক, সকল রোগেরই আরোগ্য না হউক, স্থগিত থাকিলেও যথেষ্ট। সল্‌ফিউরিক আসিডে সীস মিলিত হইলে সলফিউরেট অব লেড হয়; তাহা অদ্রাব্য; সুতরাং শরীরে যে সকল শোষণী পদার্থ আছে, তদ্দ্বারা শোষিত হইয়া দেহে সঞ্চালিত হইতে পায় না। রসায়নবিৎ পণ্ডিতদিগের এই সিদ্ধান্তানুসারে অনেক কারখানাতে এই উপায় করা হইয়াছে। সাড়ে তিন সের আন্দাজ জলে এক বিন্দু সলফিউরিক আসিড (মহাদাপক) মিশ্রিত করিয়া লিমনেড্ প্রস্তুত করিয়া কারিগরদিগের প্রত্যেককে এক এক বোতল পান করিতে দেওয়া হয়। এই উপায় দ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়াছে।

পাদুকাকার, দর্জ্জি ও ঐ রূপ কতকগুলি ব্যবসায়ীর একাবস্থা; অসঞ্চালিত এবং অবিশুদ্ধ

বায়ুতে বসিয়া কাজ করার নিমিত্ত উদরাময়, কাশ প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে, তদ্বিশেষ বর্ণন এ স্থলে বাহুল্য বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিলাম। ইদানীন্তন শিলাই করিবার যে যন্ত্র হইয়াছে, তাহাতেই তৎতৎ ব্যবসায়ের অনেক উপকার সিদ্ধ হইতেছে। এই যন্ত্রের বিবরণ স্বতন্ত্র লিখিত হইবেক। এ পর্য্যন্ত শিল্পোদিগের বিষয়ে যাহা ব্যক্ত করা গেল, তাহাতে এই স্থির হইবে যে, আমরা যে দ্রব্য ব্যবহার করি, তদ্ব্যবসায়ীরই কোন না কোন প্রকার দুরবস্থা ঘটনা হইয়াছে। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাবে সেই দুরবস্থা নিবারিত হইবারও অনেক উপায় হইতেছে এবং প্রত্যাশা করা যাইতে পারে এতদ্দেশেও সেই গুলি অনুসৃত হইতে পারিবেক।

যে স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয় না, তথায় একাবস্থাতে থাকিয়া কার্য্য করা যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্টজনক, তাহা এক প্রকার বলা হইয়াছে; কিন্তু অধিক পরিশ্রম করিতে পারিলে উপরি উক্ত অস্বাচ্ছন্দ্যজনিত দুঃখভোগের অল্পতা হইতে পারে। যাহারা কেবল বসিয়া থাকে ও অল্প পরিশ্রম করে, তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা বাহিরে কাজ করে, তাহারা দীর্ঘজীবী হয়। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নেলসন সাহেব যাহা স্থির করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।

বয়স	ভিতরে অল্প পরিশ্রম	গুরুতর পরিশ্রম	বাহিরে অল্প শ্রম	গুরুতর শ্রম
২৩শ	১৪শ	৪২	৩৭	৪৩
৩০	৩৫	৩৪	৩০	৩৬
৪০	২৭	২৭	২৩	২৯
৫০	২০	২১	১৭	২১
৬০	১৪	১৫	১১	১৫
৭০	৮	১০	৪	৯

পরিশ্রম স্বাস্থ্য রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। পরিশ্রমশীল ব্যক্তি অলস ব্যক্তি অপেক্ষা সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনা। যাহাদিগের জীবন ভোগ বিলাসে অতিবাহিত হয়, তাহাদিগের অপেক্ষা পরিশ্রমশীল দুঃখী ব্যক্তি দীর্ঘ কাল বাঁচিবে, এ কথা অপাততঃ অসঙ্গত জ্ঞান হইতে পারে, বস্তুতঃ এই রূপই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আলস্য, ব্যভিচার ও বিলাস সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ। পানদোষ যে কি পর্য্যন্ত অনর্থকারী তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। প্রত্যুত নিয়মিততা, পানদোষ বর্জ্জন ও শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম বলাধানের মূল; ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুঃখী ব্যক্তির ভোগ বিলাসের উপায় হইয়া উঠে না; সে আলস্য, ও বিলাসশালী ব্যক্তি অপেক্ষা দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে সমর্থ হয়। অনেককে এমন বলিতে শুনা গিয়াছে, "সে শাকান্নভোজী ও যৎ সামান্য শয্যায় শয়ন করে; কিন্তু আমি স্বচ্ছন্দে থাকি ও পুষ্টিজনক উপাদেয় পদার্থ আহার করি, তথাপি আমার মত তার সর্ব্বদা পীড়া নাই।" এই রূপ ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে সে প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেছে, তিনি তাহা করেন না। এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

জীবরাজ্য দর্শন।

এই বিচিত্র বিশাল সংসারের যে দিকে নেত্রপাত করি; সর্ব্বত্র বহুবিধ জীবমণ্ডল দলে দলে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কি ভূমি কি জল কি সমীরণরাশি, সর্ব্বস্থানই প্রাণিসমহে ব্যাপ্ত।

যাবতীয় অরণ্য, প্রান্তর, প্রত্যেক বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতি, লতা, গুল্ম ও দুর্ব্বাদল পর্য্যন্তও স্ব স্ব বিচিত্র প্রজাপুঞ্জে বিরাজিত। এমন কি প্রকৃতি মানবদিগের হিতবিধায়ক কোন গূঢ় প্রয়োজনোদ্দেশে ভূমিগর্ভেও বহুসংখ্যক জীব প্রসব করিতেছেন। তাহারাও অনন্যকর্ম্মা হইয়া সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। লক্ষ লক্ষ বিচিত্র নানাবর্ণ শকুন্তনিকর নিজ নিজ পক্ষবলে সর্ব্বত্র বিস্তৃত সমীরসাগরে সন্তরণ করিতেছে ও বহু পল্লবভূষিত তরুণ তরুশাখায় উপবেশনপূর্ব্বক মধুর ধ্বনিতে অস্মদীয় চিত্ত বিমোহিত করিতেছে। এ দিকে কীটপুঞ্জও সেই বিস্তীর্ণ বায়ুসাগরে পক্ষ বিস্তার করিয়া পক্ষিগণের উপর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য অধিকার করিতে যত্ন করিতেছে। কি লবণাক্ত সাগরতরঙ্গ, কি মধুরসলিলা স্রোতস্বতী, সর্ব্বস্থানই বহুতর জীব সমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোথাও অতি প্রকাণ্ড ভীষণ তিমিকুল বদন ব্যাদান পূর্ব্বক স্বীয় শিরোদেশে প্রসুবণ বহন করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে; কোথাও বিবিধাকৃতি বিবিধবর্ণ মৎস্যনিচয় শান্ত ভাবে গভীর জলে সন্তরণ করিতেছে; কোথাও বা অণুবীক্ষণদৃশ্য প্রাণিপুঞ্জ একত্র দলবদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছামত ক্রীড়া করিতে করিতে প্রকৃতির অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য সপ্রমাণ করিতেছে।

এ দিকে অসীম উপকূলমণ্ডল পলা, স্পঞ্জ, তারামৎস্য প্রভৃতি বিবিধ প্রাণিসমূহে সুশোভিত আছে। যত ঊর্দ্ধে গিরিশিখরে গমন করা যায়, যত নিম্নে সাগরগর্ভে সীসক পাতিত করা যায়, সর্ব্বত্রই নূতন নূতন প্রাণিসমূহ নয়নগোচর হয়। যেখানে যাই, সর্ব্ব স্থানেই আপনারে প্রকৃতির অসীম নৈপুণ্যের পরিচয়স্বরূপ জীবমণ্ডলে মণ্ডলিত দেখিয়া হৃদয় অদ্ভুত রসে উল্লাসিত হয়। ভূমণ্ডলের কোন একটী বিশেষ প্রদেশেই যে এই রূপ অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করিয়া চমৎকৃত হইতে হয় এমন নহে, প্রত্যুত যত ভিন্ন ভিন্ন দেশ পর্য্যটন করা যায়, ততই নূতন নূতন বিবিধ প্রকার জীব দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইতে থাকে। আহা! প্রকৃতির কি অনির্ব্বচণীয় কৌশল! যে জীব যথায় বাস করে, তাহার প্রকৃতিও তত্তৎস্থানের স্বভাবানুযায়ী হয়। নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন হিমপ্রধান উত্তর কেন্দ্র সমীপস্থ প্রদেশে পদার্পণ করিলে বিষুবরেখাস্থিত দেশের কোন প্রকার জীব বা উদ্ভিদ্ দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং আপনারে কোন একটা অনিভব সৃষ্টিমধ্যে উপনীত বোধ হয়; তথায় শত শত শীল মৎস্য সূর্য্যের চাকচিক্য অস্পষ্ট কিরণে দেহপাত করিয়া আছে অথবা স্বীয় স্বীয় মনোমত শিকারান্বেষণে গভীর জলে মগ্ন হইতেছে। তিমি মৎস্য স্বীয় প্রকাণ্ড শরীর তরঙ্গনির্ব্বিশেষে সাগরোপরি লুণ্ঠিত করিতেছে আর বার স্বীয় বদন ব্যাদান পূর্ব্বক জলরাশি গ্রহণ করিয়া তত্রস্থ নিজ আহার্য্য সামগ্রী আহরণ করিতেছে ও শিরোভাগ দিয়া শত শত প্রসুবণ শূন্য মার্গে বিক্ষেপ করিতেছে। তথায় বায়ুমণ্ডল, সাগর সমীপস্থ অসংখ্য পক্ষিকুলে অভিব্যাপ্ত। সাগরও ততোধিক অগণনীয় মৎস্যনিচয়ে পরিপূর্ণ, তথাকার উপকূল ও প্রান্তর প্রদেশে এল্‌ক ও বল্‌গা হরিণ প্রভৃতি এমন সকল জন্তু বাস করে, যাহাদিগকে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এ দিকে যদি বিষুবরেখার নিমস্থ দেশ পরম্পরায় নেত্রপাত করা যায়, তথায় পূর্ব্ববর্ণিত কোন পদার্থই নয়নগোচর হয় না; ভূরি ভূরি ভিন্ন প্রকার বিচিত্র জীবমণ্ডল দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। অতি প্রকাণ্ড ভীষণ বন্য গণ্ডার, বৃহৎকায় গজযূথ তথাকার গহন কাননে শুষ্ক পত্রের উপরে মর্ম

শব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। ভীষণমূর্ত্তি লোলজিহ্ব সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শিকারান্বেষী জন্তুগণ ঘোর গভীর নাদে বন প্রতিধ্বনিত করিতেছে; শত শত কৃষ্ণসার নিঃশঙ্ক চিত্তে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দুর্ব্বাদল চর্ব্বণ করিতেছে; অথবা কোন বিপৎপাত হওয়াতে চকিত নয়নে ক্ষণমধ্যে দিগন্তে ধাবমান হইতেছে। অতি ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড ফণী স্থানে স্থানে কুণ্ডলাকারে নিদ্রিত রহিয়াছে ও কোথাও বা বট প্রভৃতি তরুশাখায় রজ্জুবৎ লম্বমান হইয়া দোদুল্যমান হইতেছে ও স্বীয় আহারীয় সামগ্রী অন্বেষণ করিতেছে। গগনমণ্ডল ও ঘনপল্লব শাখিগণ বিচিত্র পক্ষভূষিত পক্ষিকূলে ও নানাবর্ণ বিবিধাকার কীটপুঞ্জে সুশোভিত আছে। সাগর ও নদীজলও তদনুরূপ বিচিত্র মৎস্য সমূহে শোভমান হইতেছে; নিবিড়ান্ধকার নিশীথ সময়ে গগনপয়োধি যে রূপ বিমল কিরণোজ্জ্বল লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র জালে অলঙ্কৃত হয়, উত্তরল সাগরতরঙ্গও তদ্রূপ ইতস্ততঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দীপ্যমান এক প্রকার কীটাণুপুঞ্জে মণ্ডিত দেখা যায়। প্রস্তাবিত কীটাণুপুঞ্জ দিবা ভাগে অণুবীক্ষণ ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু রাত্রিযোগে প্রকৃতিদত্ত স্ব স্ব প্রদীপে আলোকময় হয় ও বাসস্থান আলোকিত করে।

এই রূপে অস্মদীয় আবাসভূমি বিবিধ প্রকার প্রাণিপুঞ্জে সুশোভিত দেখিয়া মন যে রূপ প্রফুল্ল হয়, সেই রূপ আবার আমাদের দেহও শত শত প্রাণীর বাসস্থান, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেও হৃদয় স্তব্ধ হইতে থাকে। কি ক্ষুদ্রতম কীট কি বৃহদাকার হস্তী, সকল প্রকার জীবেরই শরীর মধ্যে বহুবিধ জীব উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হইতেছে; উহারা স্বীয় জন্মক্ষেত্র জীবের শরীররসেই হউক অথবা তদ্ভুক্ত দ্রব্যেই বা হউক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু ঐ সকল জীব যে কি রূপে উৎপন্ন পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণ রূপে নির্ণীত হয় নাই।

এক জীবদেহ সহস্র সহস্র জীবের বাসস্থান, প্রাণি পরস্পরের যে রূপ ভোজ্য ভোজন সম্পর্ক, নিবাসও তদনুরূপ; যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা জীবদেহ দর্শন করা যায়, তাহা হইলে হৃদয়শোণিত ভয়ে শুষ্ক হইয়া উঠে। জীবদেহের প্রত্যেক লোমকূপ শত শত শ্বেতবর্ণ বিকৃতাকার কীটে পরিপূর্ণ, প্রিয়দর্শন চক্ষু শত শত কীটের নিবাস ভূমি। আমাদিগের পাণীয় জল, ভোজ্য, এমন কি সূর্য্যকিরণও সমূহ কীটময়; বলিতে গেলে আমরা এক প্রকার কীটরাজ্যে বসতি করিতেছি, আমাদিগের জীবনবায়ু পর্য্যন্তও কীটবিহীন নহে, জগদীশ্বরের বিশ্ব রচনার এমনি অনির্ব্বচনীয় কৌশল যে, প্রত্যেক জীবদেহে সমূহ কীট সত্তেও আমরা তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করি না। যে বরাঙ্গের জন্য আমরা সমূহ কষ্ট গ্রহণ করি, যাহার সৌন্দর্য্যের জন্য অহঙ্কার, অভিমান আমাদিগের প্রিয় জ্ঞান হইয়া থাকে, ঈশ্বর যেন সেই দর্প চূর্ণ করণার্থেই দেহ মধ্যে শত শত কীটের নিবাস করিয়া দিয়াছেন।

যদি প্রাণী সামান্য চক্ষে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে ক্ষণভঙ্গুর কীটময় বিকৃত দেহের নিমিত্ত কেহই গর্ব্বিত হইত না, কিন্তু তাহা হইলে বিশ্বনিয়ন্তার রচনাকৌশল দূষিত ও জগৎ সত্বরে লুপ্ত হইত। পাণীয় জলে, ভোজ্যে ও স্বদেহে সমূহ কীট দর্শনে অন্তঃকরণে ভয়ের চির প্রবাহ প্রবল পরিমাণে অনিয়তই প্রবাহিত থাকিত, সুতরাং ভোজ্য, পাণীয় ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরহে সমুদায় প্রাণী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, সন্দেহ নাই।

অলঙ্কার।

৭৭ খণ্ডের ১০০ পৃষ্ঠার পর।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা যথা ;—

" সুন্দর হেন সময়, সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে,
ভূমিতে চাঁদ উদয়।"

"কতক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশপ্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড় ; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দন কানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;
বহিছে বাসন্তানিল ; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশ দেবী করিয়া প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণদ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী!"

প্রথম উদাহরণে ভূমিতে চাঁদ উদয় স্থলে ও দ্বিতীয় উদাহরণে তূণে শর মণিময় ফণী স্থলে যেন শব্দ বুঝিয়া লইতে হইবে।

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার স্থলে অনেকেরই ভ্রান্তিমান্, অতিশয়োক্তি ও সন্দেহ অলঙ্কারের সন্দেহ জন্মিতে পারে; বস্তুতঃ ঐরূপ সন্দেহ হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সহিত ভ্রান্তিমান্, সন্দেহ ও অতিশয়োক্তি প্রভৃতি কএকটী অলঙ্কারের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে যে, উহাদিগের সহিত অনায়াসে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ভেদ প্রতীয়মান হয় না। এ নিমিত্ত নিম্নে ঐ সকল অলঙ্কারের সহিত উৎপ্রেক্ষার ভেদ নিরূপিত হইল।

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কারের অন্তর্ভূত, ইহা বলিতে পারা যায় না। যথা, ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র ইত্যাদি স্থলে ভ্রান্ত ইন্দ্রজিতের ভ্রান্তির বিষয়ীভূত লক্ষ্মণ, এরূপ জ্ঞান নাই, কিন্তু উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার স্থলে সেরূপ নহে। উৎপ্রেক্ষাকারীর উৎপ্রেক্ষাবিষয়ক পদার্থের জ্ঞান থাকে। উৎপ্রেক্ষা সন্দেহ অলঙ্কারের অন্তর্গত হইতে পারে না। যেহেতু সন্দেহ স্থলে সমকক্ষ রূপে উভয় পক্ষের জ্ঞান হয়, কিন্তু উৎপ্রেক্ষা স্থলে তুল্য রূপে উভয় পক্ষেরই জ্ঞান জন্মে না। প্রস্তুত বিষয় অপেক্ষা উৎপ্রেক্ষণীয় বিষয়ের উৎকর্ষ আছে। পরন্তু উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের অন্তর্নিবিষ্ট, এ কথাও বলিতে পারা যায় না! অতিশয়োক্তি অলঙ্কারস্থলে এক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের যে অভেদ জ্ঞান হয়, তাহা প্রথমতঃ সত্যবৎ ভান হয়, পরিশেষে অনুসন্ধান দ্বারা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু উৎপ্রেক্ষা স্থলে সেরূপ নহে। তথায় প্রথমতঃ প্রতীতি কালেই উৎপ্রেক্ষণীয় পদার্থ অসত্য বলিয়া বোধ হয়।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের এত অধিক ভেদ কল্পনা করিয়াছেন যে, তৎ সমুদায়ের উল্লেখ করিতে হইলে বিবিধার্থ নামের সার্থকতা থাকে না, এ জন্য এস্থলে কেবল কলিতার্থমাত্র উল্লিখিত হইল।

নিদর্শনালঙ্কার।

সাদৃশ্য হেতু যদি কাহার উপরে কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিম্বা কার্য্য আরোপিত করা যায়, তাহা হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা;—

" নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমর-বৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া,
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"

COLOUR PAPER

কণ্ব ঋষি এতাদৃশ মনোহর শরীরকে তপশ্চরণক্লেশ সহ্য করাইতে অভিলাষ করিয়া, পদ্মপত্র দ্বারা শমী বৃক্ষ কাটিতে উদ্যত হইয়াছেন।

প্রথম উদাহরণে বিধাতা বস্তুতঃ ফুলদল দ্বারা শাল্মলী তরুর ছেদন করেন নাই; অথচ তিনি করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। অতএব একের উপর অযথার্থ কার্য্য আরোপিত হইল এবং উহা সাদৃশ্য হেতুকও বটে, কেন না, ভিখারি রাঘব কর্ত্তৃক তাদৃশ ভুজবীর্য্যশালী ধনুর্দ্ধরের নিহনন ফুলদল দ্বারা শাল্মলী তরুর ছেদনের ন্যায়, এই রূপ সাদৃশ্য প্রতীত হইতেছে।

প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার।

যে স্থলে দুইটী বাক্যগত পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্য ভঙ্গীক্রমে প্রতীয়মান হয় এবং একটী সাধারণ ধর্ম্মকেই পৌনরুক্ত্য নিবারণার্থ ভিন্নাকৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যায়, তাহাকে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার কহে।

হে বৈদর্ভি! তুমিই ধন্যা। যেহেতু তুমি ঔদার্য্য গুণ দ্বারা নল রাজারও মন আকর্ষন করিয়াছ। চন্দ্রিকা যে সমুদ্রকে উচ্ছলিত করে, ইহা অপেক্ষা তাহার আর কি প্রশংসা আছে।

এই উদাহরণে দময়ন্তী ও চন্দ্রিকার সাদৃশ্য স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। আকর্ষণ ও উচ্ছলিত করণ, এই দুই ক্রিয়াপদার্থ বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। তবে কেবল পৌনরুক্ত্য নিবারণার্থ ভিন্নাকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্মরণ অলঙ্কার।

সদৃশ বস্তুর অনুভব পূর্ব্বক অন্য বস্তুর স্মরণকে স্মরণ অলঙ্কার কহে। যথা;—

"রাজা মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এত এই রূপ কহিতেছে, আমারও শকুন্তলাদর্শনদিবসাবধি মৃগয়াবিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। শরাসনে শরসন্ধান করি, কিন্তু মৃগের উপরে নিক্ষেপ করিতে পারি না; তাহাদিগের মুগ্ধ নয়ন নিরীক্ষণ করিলে শকুন্তলার সেই অলৌকিক বিভ্রমবিলাসশালী নয়নযুগল মনে পড়ে।"

অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

বর্ণনীয় উপমেয়ের অধঃকরণ পূর্ব্বক উপমানের সহিত অভেদ ভাবনাকে অধ্যবসায় কহা যায়। অধ্যবসায় দুই প্রকার, সিদ্ধ ও সাধ্য। যে অধ্যবসায় নিশ্চিত রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে সিদ্ধ অধ্যবসায় ও যে অধ্যবসায় অনিশ্চিত রূপে প্রতীয়মান হয় তাহাকে সাধ্য অধ্যবসায় কহে। যে স্থলে অধ্যবসায় সিদ্ধ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে তথায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

"—পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, বাসব——"

এই উদাহরণে বাসবের বর্ণনা করা কাব্যকারের উদ্দেশ্য নহে, রাঘবই বর্ণনার বিষয়, ঐ বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত বাসবের অভেদ প্রতীয়মান হইতেছে, আবার দ্বিতীয় শব্দটী প্রযুক্ত হওয়াতে রাঘবরূপ অর্থ একেবারেই অধঃকৃত হইয়াছে, কিন্তু বাসবরূপ অর্থটী নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

"যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥"

এই উদাহরণে স্বর্ণের বর্ণ হরিদ্রা ও চম্পক পুষ্পাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল, কিন্তু তথাপি বিদ্যাকে দর্শন করিয়া স্বর্ণও অভিমানে স্বীয় কলেবর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া থাকে; বিদ্যার রূপের সহিত তড়িতের উপমা হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু তাহার স্থিরতা নাই বলিয়াই উপমেয় হইতে পারিল না।

উৎপ্রেক্ষাস্থলে প্রকৃত বিষয়ের অধঃকরণ ও

অর্থান্তরের সহিত অভেদ ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সেই অভেদ বোধটী নিশ্চিত নহে, এজন্য উৎপ্রেক্ষাস্থলে যেন প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অতিশয়োক্তি অলঙ্কারস্থলে সেরূপ নহে, তথায় যেমন প্রকৃত বিষয়ের অধঃকরণ হয়, সেই রূপ অন্য বস্তুর সহিত অভেদ বোধটীও সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত হইয়া উঠে, ফলতঃ সিদ্ধ অধ্যবসায়স্থলে অতিশয়োক্তি ও সাধ্য অধ্যবসায়স্থলে উৎপ্রেক্ষা বুঝিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

যে স্থলে দুইটী পদার্থ পরস্পর সমান ধর্ম্মাক্রান্ত কিন্তু বস্তুতঃ পরস্পর ভিন্ন, এমন স্থলে যদি বিশেষ প্রণিধান দ্বারা পরস্পরের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়।

সৎকবি বিরচিত প্রবন্ধের তাৎপর্য্যগ্রহ হউক বা না হউক, উহা কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র মধু ধারা বর্ষণ করিতে থাকে; মালতী মালার সুরভি গন্ধ না পাইলেও সেই মালা দৃষ্টিমাত্রেই নয়নকে হরণ করে।

"হে পিতৃব্য তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস, তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে একথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ কাননে
যায় কি সে কভু, প্রভু পঙ্কিল সলিলে,
শৈবলদলের ধাম? ——————"

প্রথম উদাহরণে সৎকবি বিরচিত প্রবন্ধ ও মালতীমালা, এই উভয়ের সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কর্ণে মধুধারা বর্ষণ ও নেত্র হরণ; এই উভয় কার্য্য এক রূপ নহে, এজন্য প্রতিবস্তূপমা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণে বিভীষণ ও রাজহংস এই উভয়ের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হইতেছে, বিভীষণের রামপক্ষে পক্ষপাত ও রাজহংসের পঙ্কিল সরোবরে গমন, এই উভয় ধর্ম্মও এক রূপ নহে, অতএব ঐ স্থলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কারই স্থির হইল।

উল্লেখ অলঙ্কার।

এক বস্তুর অনেক প্রকার উল্লেখকে উল্লেখ অলঙ্কার কহা যায়। এই উল্লেখ অলঙ্কার গ্রাহক ও বিষয় ভেদে দুই প্রকার হয়, গ্রাহক ভেদে উল্লেখ অলঙ্কারের স্বরূপ এই যে, গ্রাহকেরা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি উল্লেখ পূর্ব্বক গ্রাহ্য বস্তু পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। বিষয় ভেদে উল্লেখ অলঙ্কারের স্বরূপ এই যে, জ্ঞেয় বিষয়মাত্র ভিন্ন ভিন্ন উপাধি দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

গ্রাহক ভেদে উল্লেখ যথা;—

শ্রীকৃষ্ণকে গোপাঙ্গনারা পতি রূপে, বৃদ্ধেরা বালক রূপে, ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রভু রূপে, ভক্তগণ নারায়ণ রূপে ও যোগিরা ব্রহ্ম রূপে পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

এই উদাহরণে একমাত্র কৃষ্ণের কেবল গ্রাহক ভেদে এই সকল উপাধি হইতেছে।

বিষয় ভেদে উল্লেখ যথা;—

"বিদ্যা নামে তার কন্যা, আছিলা পরমা ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী গুণে স্বরস্বতী।"

আপনি গাম্ভীর্য্য গুণে সমুদ্র ও গৌরবে পর্ব্বত স্বরূপ।

প্রথম উদাহরণে গ্রাহকের ভেদমাত্র নাই, কিন্তু লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী রূপ বিষয়ের ভেদ প্রতীয়মান হইতেছে।

কোন কোন সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলিয়া গিয়াছেন যে, উল্লেখ অলঙ্কারের স্থলে কোন না কোন একটী অলঙ্কার নিয়তই থাকে। তাঁহাদের এই মতটী যুক্তিযুক্ত নহে, একথা বলিতে পারা যায় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে উল্লেখ স্থলে অতিশয়োক্তি ও রূপক অলঙ্কারের সহকারিতা স্পষ্টই প্রতিভাসমান হয়।

অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার।

যে স্থলে সামান্য অর্থের দ্বারা বিশেষ অর্থ ও বিশেষ অর্থের দ্বারা সামান্য অর্থ ও যে স্থলে কার্য্যের দ্বারা কারণ ও কারণের দ্বারা কার্য্য সমর্থিত হইয়া থাকে, তথায় অর্থান্তরন্যাস নামক অলঙ্কার হয়।

এই চতুর্ব্বিধ ভেদ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য ভেদে আট প্রকার; ক্রমশঃ উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে;—

"যেমন প্রফুল্ল কমল শৈবল যোগেও অধিক শোভা পায়, যেমন পূর্ণশশধর কলঙ্ক সম্পর্কেও অধিক রমণীয় হয়, তেমনি এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বল্কল পরিধান করিয়াও যার পর নাই মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকার স্বভাবসুন্দর তাহাদের কি না অলঙ্কারের কার্য্য করে?"

এই উদাহরণে স্বভাবসৌন্দর্য্য রূপ সামান্য অর্থের দ্বারা শৈবলযোগে সৌন্দর্য্যাতিশয় রূপ বিশেষ অর্থ সমর্থিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র ব্যক্তি মহৎ সহায়সম্পন্ন হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারে। ক্ষুদ্র নদী মহা নদীর সহিত মিলিত হইলেই সাগরগামিনী হয়।

এই উদাহরণে মহা নদীর সাহায্যে ক্ষুদ্র নদীর সাগরপ্রাপ্তি রূপ বিশেষ অর্থ দ্বারা মহতের সাহায্যে ক্ষুদ্রের কৃতকার্য্যতা রূপ সামান্য অর্থ সমর্থিত হইতেছে।

"সকল জীবই আত্মজের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন এবং তাহাদিগের প্রিয়াচরণ ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে; এবং ইহাও দেখিতেছি যে, উপকৃত সাধুগণ প্রায়ই উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে পরাঙ্মুখ হন না; অতএব পাণ্ডবগণের জন্মদাতা যম প্রভৃতি দেবগণ আহূত হইলেই তাঁহাদিগের সাহায্য করিবেন এবং হুতাশনও খাণ্ডবারণ্যে অর্জ্জুনকৃত উপকার স্মরণ করিয়া এই ভয়ঙ্কর কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে তাহার সহকারী হইবেন, সন্দেহ নাই।"

এই উদাহরণে অপত্য স্নেহ ও উপকারীর প্রত্যুপকার এই দুইটী কারণ দ্বারা পাণ্ডবগণের প্রতি যমাদির সাহায্য দান ও অগ্নি কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের সাহায্য এই দুইটী কার্য্য সমর্থিত হইতেছে।

বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না, যে হেতু অবিমৃষ্যকারিতা পরম আপদের আস্পদ।

এই উদাহরণে সম্পদ্ প্রাপ্তি কার্য্য, বিমৃষ্যকারিতাই কারণ হইতেছে; বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই লক্ষিত হয় যে, উক্ত কার্য্য প্রস্তাবিত কারণের সমর্থক বা পোষক স্বরূপ।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত গুলি সাধর্ম্ম্য অর্থান্তরন্যাসেরই উদাহরণ স্থল। এক্ষণে বৈধর্ম্ম্য ভেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে;—

হে ভগবন্! দুরাত্মা তারকাসুর এইরূপে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু রুদ্র ইন্দ্রাদি কর্ত্তৃক আরাধ্যমান হইয়াও ত্রিভুবনের ক্লেশ জন্মাইতেছে, দুর্জ্জন প্রত্যুপকার দ্বারা শাম্য হয়, উপকার করিয়া কখনই তাহাকে শান্ত করিতে পারা যায় না।

এই উদাহরণে প্রত্যুপকার করিলেই দুর্জ্জনের শান্তি হয়, এইরূপ সামান্য অর্থ দ্বারা উপকার করিলেও তারকাসুরের ত্রিভুবনক্লেশোৎপাদকতা রূপ বিশেষ অর্থ বিপরীত ভাবে সমর্থিত হইতেছে।

দীপক অলঙ্কার।

যে স্থলে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত এই উভয় বিষয়ের এক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ও যে স্থলে অনেক ক্রিয়ার একমাত্র কর্ত্তা নির্দ্দেশিত হয়, তথায় দীপক নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে।

জগজ্জিগীষু শিশুপাল অদ্যাপি পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় বলদর্পে দর্পিত হইয়া জগতের পীড়ন করিতেছে। সাধ্বী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি, জন্মান্তরেরও পুরুষের অনুগামী হয়।

এই উদাহরণে প্রস্তাবলব্ধ নিশ্চলা প্রকৃতি এবং অপ্রস্তাবিত সাধ্বী স্ত্রী এই উভয়ের এক অনুগমনরূপ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

কংসবিনাশ কাব্যের সমালোচন।

লণ্ড ও অপরাপর সুসভ্য দেশ মাত্রে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, মুদ্রাযন্ত্র হইতে কোন পুস্তক, পত্র বা পত্রিকা প্রকাশ হইবামাত্র তাহা প্রথমেই সাদরে সমালোচকসমাজে প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং যত দিন সমলোচক সমাজ তাহাতে স্বাভিপ্রায় প্রকটন না করেন, তত দিন তাহা বিক্রয়ার্থ ন্যস্ত হইলেও সহৃদয় সাধারণে তাহা পাঠার্থ ক্রয় করেন না। বরং সমালোচক পত্রাদিতে উল্লিখিত পুস্তকের গুণ দোষ দর্শন করিয়া তাহাদিগের অভিপ্রায়েরই অনুগমন করিয়া থাকেন, সুতরাং কোন নূতন পুস্তক প্রথমত পাঠার্থ সাধারণে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হওয়া সমালোচক সমাজের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে; কিন্তু উল্লিখিত প্রথা বাঙ্গালি ভাষায় অদ্যাপি চলে নাই। যদিচ কেহ কেহ আপনাপন নূতন পুস্তক এক এক খানি সাময়িক পত্রসম্পাদকদিগকে দিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকেই তাহাতে বিরত হওয়াতে তথা ব্যয়কুণ্ঠতা প্রযুক্ত নূতন গ্রন্থের বিজ্ঞাপন না করাতে সম্পাদকেরা নূতন গ্রন্থের নামও সহসা জ্ঞাত হয়েন না; তন্নিবন্ধন সহৃদয় সমাজ সময়ে সময়ে নূতন গ্রন্থাদি পাঠেও অসমর্থ হয়েন। অনেকের ইচ্ছা আছে, বাঙ্গালি ভাষার উত্তমোত্তম পুস্তক সকল একত্র সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যরসে অবকাশ সময় রঞ্জন করেন, কিন্তু বাঙ্গালি ভাষার উত্তম ও অপকৃষ্ট পুস্তকের কিছুমাত্র প্রভেদ নিয়ম না থাকায় অনেক পুস্তকসংগ্রহকারীদিগকে বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়া থাকে। বাঙ্গালি পুস্তক সংগ্রহ করিতে গেলে মেঘনাদবধ কাব্য ও সীতার বনবাসের সহিত গোলাপকান্ত ও পতিপার্ব্বতী ক্রয় করিতে হয়। নাটক সংগ্রহ করিতে গেলে রত্নাবলী ও শর্ম্মিষ্ঠার সহিত শুদ্ধ নাম গুণে আমরা চপলাচিত্তচাপল্য ও সপত্নী নাটকও ক্রয় করিয়া থাকি; কিন্তু উল্লিখিত নাটকদ্বয় যে শর্ম্মিষ্ঠা ও রত্নাবলী হইতে কত অপকৃষ্ট, কত কদর্য্য, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। সমালোচন প্রথা বিরহে অতি দীর্ঘ নামধারী বিদ্যালয়বালকলিখিত কদর্য্য রচনাও মহাকবির অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্য রত্নমালার সহিত এক স্থানে স্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু এক স্থানে বহুমূল্য মাণিক্যের সহিত কাচমালার অধিবেশন কত অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করে, তাহা পাঠকবর্গই বিবেচনা করুন।

এক্ষণে বাঙ্গালি ভাষায় যত কদর্য্য ও ভয়ানক ভাবপরিপূরিত দোষাবহ পুস্তক প্রচারিত হইতেছে, পৃথিবীর অপর ভাষায় কখনই এরূপ হয় নাই। কি বিদ্যালয়স্থ শিশু, কি অপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রমস্থ অপোগণ্ড বালক সকলেই গ্রন্থকারগৌরবলাভার্থ ব্যাকুল; এমন কি, বর্ণপরিচয়বিহীন অপক্বমতিরাও গ্রন্থকার নামে পরিচিত হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের ব্যয় সাধন করিয়া যাহা ইচ্ছা মুদ্রিত করিতে পারিলেই গ্রন্থ নামে বিখ্যাত হইবে এবং যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, গ্রন্থ সংগ্রহকারী সহৃদয়কে অবশ্যই ক্রয় করিতে হইবে। এই ভয়ানক ব্যভিচারের মূল কি? ইহা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিতে গেলে কেবল সমালোচন প্রথার অসঙ্গতি এই দোষের নিদান, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।

খলেরা মনে করিতে পারেন যে, পূর্ব্বাভ্যাসে আমাদিগের এই মাত্র মানস যে, বিনা ব্যয়ে অন্যের নূতন গ্রন্থ বিপ্রলম্বন করি; কিন্তু ঐ কুবিতর্কীদিগের মনস্তুষ্ট্যর্থে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, তাহাতে গ্রন্থকারদিগের উপকার ভিন্ন অপকারের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র যদি সমালোচক সমাজে তাহা প্রথমে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা পক্ষপাতরহিত হইয়া যথার্থ গুণ দোষের বিচার করিয়া দিলে সহৃদয় সমাজে ক্রয় করেন, এই নিয়মে অপকৃষ্ট পুস্তকসংখ্যা ক্রমশ অল্প হইয়া আসিবে এবং পুনর্মুদ্রাঙ্কনবিরহে কদর্য্য পুস্তক সকলও ক্রমে তিরোহিত হইবে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোন কোন কুবিতর্কী ইহাও বলিতে পারেন যে, বাঙ্গালি ভাষার মুলেখক মাত্রেই সাধারণে পরিচিত আছেন; সুতরাং গ্রন্থকারের নাম শুনিয়া পুস্তক ক্রয় করিলেই অগত্যা অপকৃষ্ট পুস্তক সংগ্রহস্তি স্বীকার করিতে হইবে না, কিন্তু তাহা হইলে নূতন গ্রন্থকারদিগকে আর উৎসাহ প্রদান করা হয় না এবং কালিদাসের যুক্তিতেও বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে।

পুরাতন হইলেই সাধু নাহি হয়।
নূতন বলিয়া কাব্য নিন্দনীয় নয়॥

আমরা উপরোক্ত ভূমিকার উদাহরণস্বরূপ কংসবিনাশ কাব্য পাঠকবর্গের সমীপে অর্পণ করিলাম। উক্ত গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ধর এই অমূল্য কাব্য প্রচার মাত্রই এক খণ্ড আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন; আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করত আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া দেখিলাম কংসবিনাশ কাব্য ভস্মপরিপূরিত সুবর্ণঘটের ন্যায়। ইহার ছাপা, অক্ষর, পত্রাদি, ও আকার মেঘনাদবধ কাব্যের অবিকল অনুরূপ

কেবল লেখা যার পর নাই কদর্য্য। কংসবিনাশ কাব্যকার দুরাশাপরবশ হইয়াই সাধারণে এই কাব্য প্রচার করিয়াছেন; বাস্তবিক যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র গৌরব জ্ঞান আছে, যাঁহারে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতে হইবে, তাঁহারে এমন অপকৃষ্ট পুস্তক স্বনামে প্রচার করিতে গেলে বিলক্ষণ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইতে হইত, সন্দেহ নাই। মুখবন্ধ ও সূচনার পরেই অলৌকিক গ্রন্থকার এই রূপে নিজ গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। যথা ;—

"দুর্গম গোলোক দিব্য, বাঞ্ছে বিরিঞ্চন।
সুজনসুলভ সুরগণ আকিঞ্চন॥
বৈকুণ্ঠ, বিকৃতিশূন্য স্থিত সর্ব্বোপরি।
সুবর্ণ শৃঙ্খলে শূন্যে আছে সূর্য্যে ধরি॥
জগতী জিনিয়া পুর অতিমনোহর।
সৌন্দর্য্য মাধুরী মরি রূপের আকর॥
বিকট আকার বড় দর্শন ভীষণ।
বহির্দ্বার দূরে রহে বীর ছয় জন॥
রমণে হইতে রত সদা এক জন।
নহেত দুরিত ভীত, করে আকিঞ্চন॥
ঘূর্ণিতনয়ন এক বীর ভয়ঙ্কর।
দর্শনে অধর চাপি স্পন্দে থর থর॥
আর বীর মুখে স্পৃহা প্রকাশে সতত।
নাহিক লিপসার শেষ, ইচ্ছে অবিরত॥
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ চতুর্থ যে বীর।
পঞ্চম পরের সুখ নাশিতে অস্থির॥
ষষ্ঠ বীর উচ্চশিরঃ ভূমে নাহি চায়।
ঠেলিয়া ফেলিছে পদে নিকটে যে যায়॥
পুরেতে পশিতে সবে করিছে যতন।
নগ যেন ব্যস্ত চিতে যেতে নলবন॥
শীতল সমীর যথা হেরি বৈশ্বানরে।
সুদূরে বিলাসী রহে ত্রাসিয়া অন্তরে॥
তোরণসমীপে তারা মেলিছে দশন।
না পারে প্রচ্ছদমধ্যে করিতে গমন॥
সৈন্যাধ্যক্ষ সহ যথা ফেরে সৈন্যগণ।
বীরবৃন্দ সনে দেখি লোক অগণন॥
কমল কামিনী কত কামে অচেতন।
ভূমে পড়ি ছটফটে, ফাটি অনুক্ষণ॥
সকাশে পুরুষ সব করিয়া শয়ন।
উঠি, তুষিবারে নারে সে সবার মন॥
যে আস্যে খেলিত হাস্য হ্লাদিনী শোভন।
ঝরিছে তাহাতে এবে কৃমি অনুক্ষণ॥
ভূষিত থাকিত বপু সুন্দর ভূষণে।
অধম উরগ দংশি, গলায় এক্ষণে॥
নয়নে নিঃসৃত, রম্য রুটাক্ষ উজ্জ্বল।
উগরিছে এবে তাহা অসহ্য অনল॥
উত্তপ্ত লৌহেতে করি দহিছে আনন।
পরনারী কর যেই করিল চুম্বন॥
ঈর্ষারূপ কীট কার কাটিছে হৃদয়।
কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে পায়ে জ্বালা অতিশয়॥
অনুতাপ তাপ, বক্ষ দহিছে কাহার।
না করিব হেন কর্ম্ম, বলে বারম্বার॥
জ্বলিত বহ্নির বিভা করি নিরীক্ষণ।
লালসিত হয়ে তাহে পড়ে কত জন॥
বিধির বিধানে কিন্তু ভস্ম নাহি হয়।
যাতনা সহিয়া, সদা যাপিছে সময়॥
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ দেখিতে না পারে।
চলিয়াছে লোক কত কাতারে কাতারে॥
পুরীষ পূর্ণিত হ্রদে পড়িছে সঘন।
উঠিতে না পারি পুনঃ, করিছে রোদন॥
অবহেলি অধোদেশ, দম্ভে পদতলে।
উঠিছে ঊর্দ্ধেতে কত জন কুতূহলে॥
স্বভরে পড়িয়া অঙ্গ ভাঙ্গে আপনার।
রক্তস্রোতঃ মধ্যে রহি করে হাহাকার॥
এই মত কত জন আছয়ে তথায়।
রিপুচয়ে সদা যারা সেবিল ধরায়॥
যথা ইষ্টদেবে সেবি, অভীষ্ট আপন।
যোগ শেষে যোগী সব করিছে সাধন॥
সুজন সদনে এই করিতে গমন।
কি জানি ঈদৃশ দৃশ্য করে দরশন॥
বিবেক আপন বিভা করিয়া বিস্তার।
আচ্ছাদি রাখিছে হেন সৌন্দর্য্য বিকার॥
নিকটে পাইলে কোন রিপু দুরাচারে।
তাড়ায়ে দিতেছে ত্বরা অত্যর্থ আঁধারে॥

মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থকার নিজ অলৌকিক ধীশক্তি সহায়ে যে অশ্রুতপূর্ব্ব নরক বর্ণন করিয়াছেন, কংসবিনাশ গ্রন্থকার তাহারই অনুরূপ ছলে উপরোক্ত বেশে কাব্যারম্ভ করেন; কিন্তু গ্রন্থকারের সন্নিধানে স্বয়ং গমন পূর্ব্বক তাঁহারে উপরিস্থ পদাবলীর অর্থ প্রশ্ন না করিলে আর কংসবিনাশ কাব্য বুঝিবার সাধ্য নাই। যিনি লিখিয়াছেন তিনি ভিন্ন আর বাঙ্গালী স্বরস্বতীরও সাধ্য নহে যে, তাহার অর্থ গ্রহণ করেন। এমন কি আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহার গ্রন্থের পাঠক এক্ষণেও ধরাতলে অবতীর্ণ হয় নাই। দীননাথ বাবু কেবল

আমাদিগকে ছলনা করণার্থই অলৌকিক দৈব শক্তি সহায়ে প্রকৃতির অত্যুৎকৃষ্ট অদৃষ্টচর চিত্র প্রস্তুত করিয়া গেলেন।

পাঠকবর্গ আমাদিগকে নিন্দুক ও অকৃতজ্ঞ বলিয়া সহসা দোষী না করেন, তন্নিমিত্ত উক্ত কাব্যান্তর্গত কতিপয় পদের অর্থান্তর ও প্রকৃতার্থ গ্রহণে বাধ্য হইলাম। গোলোকের দ্বারে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ছয় জন ছয় দ্বার অবরোধ করিয়া রহিয়াছে।

১। "রমণে হইতে রত সদা এক জন।
নহেত দুরিত ভীত, করে আকিঞ্চন॥"

এই দুই পদের অর্থ ;—

তথায় এক জন বীর (অর্থাৎ কাম) এরূপ যে পর রমণী রমণ জনিত দুরিত ভয়ে ভীত না হইয়া নিয়ত তাহাতে রত রহিয়াছে।

উপরোক্ত পদদ্বয়ে কি রূপ প্রসাদগুণ তাহা পাঠকবর্গই অনুভব করুন।

২। "ঘূর্ণিত নয়ন এক বীর ভয়ঙ্কর।
দশনে অধর চাপি স্পন্দে থর থর॥"

ভাল ক্রোধ হইল!

৩। "আর বীর মুখে স্পৃহা প্রকাশে সতত।
নাহিক নিপসার শেষ, ইচ্ছা অবিরত॥"

ইনি লোভ! কিন্তু অগ্রে জানিতে না পারিলে আমরা অরুচি জ্ঞান করিয়া গ্রন্থকারকে আরতি করিতাম।

"অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ চতুর্থ যে বীর।
পঞ্চম পরের সুখ নাশিতে অস্থির॥
ষষ্ঠ বীর উচ্চশির ভূমে নাহি চায়।
ঠেলিয়া ফেলিছে পদে নিকটে যে যায়॥"

ইহাতে অবশিষ্ট কয় বীরের গড়ে বর্ণন হইয়াছে। গ্রন্থকার গোলোক বর্ণন করিবেন, গোলোকে পাপিগণের গমন সম্ভবে না; শুদ্ধাত্মা মুমুক্ষুরাই সেই স্থানের উপযুক্ত, কিন্তু তদ্বিপরীতে গ্রন্থকার লেখেন ;—

"যে আস্যে খেলিত হাস্য হ্লাদিনী শোভন।
ঝরিছে তাহাতে এ বে কৃমি অনুক্ষণ॥"

পাঠকগণ! মেঘনাদবধ কাব্যে যমপুর বর্ণন আছে, আমার বা না থাকে কেন? এ বিবেচনায় গ্রন্থকার গোলোকে যমালয় ক্লেশ বর্ণন করিতে গিয়া থাকিবেন। নতুবা কোন সংস্কৃত শাস্ত্রে পুরাণে ইতিহাসে বা উপকথায় গোলোকেও পাপীর দণ্ড হইয়া থাকে এরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং এ স্থলের অলঙ্কার ভাব ও রূপক সকলি দোষাবহ কদর্য্য ও অপরিশুদ্ধ। ভাল তাহাই হউক, ভোগাদির উত্তম বর্ণন হইলেও অলঙ্কার ব্যবহারিতা দোষের বিরাম হইত, কিন্তু তাহাতেও ছাতারের নৃত্য হইয়াছে। পাঠকগণ মাইকেলের যমপুর বর্ণন ও কংসবিনাশের গোলোকপুরের দণ্ড বর্ণন পাঠ করিলে তদুভয়ের মধ্যে নবোদিত চন্দ্র ও মঙ্কটাধঃ প্রদেশের তুলনায় গুহণ করিবেন। যথা ;—

"বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরী দ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম গতি দ্বারের চৌদিকে!
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণমুখে,—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ ভোগে;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এদেশে!"
অস্থি চর্ম্ম সার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর রোগ! কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল উদর বসে উদরপরতা;—
অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলেছে
সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্ততা হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞান শূন্য মূঢ় জ্ঞানহর সদা!
তার পাশে দুষ্ট কাম, পচা সর্ব্ব দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহ কামানল তাপে!
তার পাশে বসি যক্ষা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি, হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতি আঁখি;
মুখ মল দ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয়রূপে! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নি শিখা যথা। কভু হীনবলা!

বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত ; কভু বা
উলঙ্গ, সমররঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী ! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা ; কভু বা কাঁদে ; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে ; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ; গিলে বিষ ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি ! কভু, ধিক্ !, হাব ভাব আদি
বিভ্রম বিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা ! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্নসহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে !
কভু বা শৃংখলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিনী—পবন বিহনে !
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে ?
দেখিলা রাঘবরথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণ ! রথমুখে বসে ক্রোধসূত বেশে !
নর মুণ্ডমালা গলে নর দেহ রাশি
সম্মুখে ! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি ;
ঊর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধন সাধনে !
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোল জিহ্বা, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর !————————————————”

এই কতিপয় পঁক্তিতে মনে এরূপ ভাবের উদয় হইবে যেন মাইকেল যমপুরী চিত্রিত করিয়া আমাদিগের সম্মুখস্থ করিয়াছেন। যত ভয়ানক রোগ যেন নিজ নিজ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছে। যমপুরীর ভীষণ ভাব সাধারণকে বুঝাইতে গেলে লেখনী চিত্র বা বাক্য দ্বারা ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্টতর আর অপেক্ষা করা যায় না। কংসবিনাশ কাব্যের পাপিগণের দণ্ডবিধান মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য হইতেই সংগৃহীত ; কিন্তু অলৌকিক দৈব্য শক্তিসহায়তাসম্পাদিত প্রস্তাবের যে এক প্রকার মোহিনী শক্তি এবং অদৃষ্টচর প্রসাদগুণ, তাহা কংসবিনাশ কাব্যে কখনই সম্ভাবিত হয় না। দীননাথ ধরের রচনাপ্রণালী পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, তিনি নিতান্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞ ; এমন কি ভাষা ব্যাকরণও তাঁহার অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইয়াছে কি না সন্দেহ, অথচ তাঁহারে কবিদলে গণ্য হইতে হইবে তন্নিমিত্ত অস্থিরচিত্ত। যেখানে এত স্বার্থসাধন সে স্থানে সাধারণের উপকার কত দূর লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্য প্রস্তুত করিয়া সাহিত্যসংসারে বিলক্ষণ সম্মান লাভ করিলেন দেখিয়া দীননাথ ধর আর থাকিতে পারিলেন না ; ঈর্ষাবশে তাঁহার হৃদয় নিয়ত দগ্ধ হইতে লাগিল, তিনি সমুদায় জগৎ অন্ধকার ও আপনারে অতি হীনভাগ্য বিবেচনা করিয়া জিগীষারোষপরবশ হইয়াই কংস বিনাশ কাব্য প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য হইতে তাহা কত অপকৃষ্ট হইল সে সময় তাঁহার দগ্ধ হৃদয়ই তাঁহারে জানাইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার চৈতন্য হইল না ; অবশেষে বিবেচনা করিলেন যদি ছাপায় তাঁহার কাব্য মেঘনাদের অবিকল দৃষ্ট হয় তাহা হইলে অনেক অংশেও আপাতবাহ্যদৃশ্য বিচারকবর্গ সমীপেও প্রশংসা পাইতে পারিবেন। পাঠকগণ ! আপনারাই দেখুন কংসবিনাশ কাব্যকার কত দূর দুরাশাবশতাপন্ন ; মাইকেলের কাব্যের প্রত্যেক পত্রে যে কয় পঁক্তি, এই পুস্তকে তাহার সংখ্যাতিরিক্ত দেখা যায় না অথচ মিলের অনুরোধে ধর বাবুকে প্রত্যেক চরণের পরার্দ্ধ পর পত্রে প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

কংসবিনাশ কাব্য অল্প মূল্যে ক্রয় করাও নির্ব্বোধের কার্য্য, তবে সহৃদয়ে বানর নর্ত্তন দর্শন করণার্থও অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, উন্মাদের বিজয়া জটার অপসাধনে সাহায্য করেন ; ইহাও ঐরূপ ব্যয়ে সন্নিবেশিত হইবেক। ফলতঃ এমন উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে এতদ্রূপ মহাপকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই।

আমরা নিয়ত কায় মনে বাঙ্গালি ভাষার উন্নতি প্রার্থনা করিয়া থাকি ; এমন কি ইহার সমুন্নতি ও শ্রেয়ঃ সাধনার্থ আমরা স্বয়ং যে পরিমাণে আয়াস ও ক্লেশ গ্রহণ করি, যদি অন্যান্য বাঙ্গালি সন্তান ন্যূনাংশে কেবল মাত্র আমাদের উৎসাহ প্রদান করিতেন তাহা হইলে এত দিনে প্রার্থনাধিক শুভশ্রী বাঙ্গালি ভাষারে আলিঙ্গন করিত। সুতরাং আমরা ইহার উন্নতি দর্শনে যেমন প্রফুল্ল হই, আবার ইহার ব্যভিচারেও ততোধিক সন্তপ্ত হইয়া থাকি।

বাঙ্গালী গ্রন্থকারদিগকে যত দূর মর্য্যাদা প্রদান করা উচিত, সহৃদয় সাধারণে তাহাদিগকে সে পরিমাণে সম্মান করেন না ; ইহার কারণ কেবল গ্রন্থকারের বাহুল্য তথা শয়ম্বরা বধূর ন্যায় স্বেচ্ছাধীন গ্রন্থকার উপাধি সঙ্গ্রহ করাতেই যথার্থ গ্রন্থকারগৌরবলাভের উপযুক্ত পাত্রেরাও কেবল ঐ দুরাশয়বর্গের দৌরাত্ম্যে তল্লাভে বঞ্চিত হইতেছেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি কংসবিনাশ গ্রন্থকারের ন্যায় মহাশয়েরা কিছু দিবস বিশ্রাম করুন, প্রকৃত গ্রন্থকারগণ সাহিত্যসংসারে প্রার্থনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তাঁহারা গাত্রোত্থান করিবেন।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব ৭৯ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৮৩, কার্ত্তিক। [১ পর্ব্ব ২ কল্প

মস্কো।

ইউরোপের অন্তর্গত বাল্টিক সাগরের পূর্ব্ব তীর হইতে ইউরোপ ও আসিয়ার সমুদায় ভূভাগের নাম রুসিয়া ; পৃথিবীমধ্যে যত সাম্রাজ্য আছে, তন্মধ্যে আয়তনে এই রুসিয়া রাজ্যই সর্ব্বাগ্রগণ্য ; উহার যে অংশ আসিয়ার অন্তর্গত, তাহাকে আসিয়াটিক্ রুসিয়া ও যে অংশ ইউরোপের মধ্যগত তাহাকে ইউরোপীয় রুসিয়া কহে। এই সুবিস্তীর্ণ রুসিয়ারাজ্য আট্টী প্রধান ভাগে বিভাজিত। মস্কো উল্লিখিত রুসিয়া রাজ্যেরই একটা বিভাগ, এবং উহার প্রাচীন রাজধানীর নামও মস্কো।

এই মস্কো বিভাগ ইউরোপীয় রুসিয়ার অন্তর্নিবিষ্ট। যদিও ইহা অল্পায়ত বটে, কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা অল্প নহে। ইহাতে প্রায় পোনের লক্ষ লোকের বসতি। ফলতঃ ইউরোপীয় রুসিয়ার মধ্যে এই মস্কোর ন্যায় বহু জনাকীর্ণ প্রদেশ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মস্কো বিভাগের ভূমি সামান্যতঃ তরঙ্গের ন্যায় ভঙ্গিমতী, ইহার কোন কোন স্থান অনতি উচ্চ শিলোচ্চয়ে পরিবৃত ও কোন কোন স্থান ক্রমনিম্ন নদীতীরে পরিশোভিত। বস্তুতঃ এখানকার ভূমি সর্ব্বতোভাবে সমাকার নহে। এখানকার কোন স্থানেই কোন প্রকার সুরম্য কিম্বা বিস্ময়াবহ নৈসর্গিক শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার চাতুঃপার্শ্বিক প্রদেশে শিল্পনৈপুণ্যের প্রমাণস্বরূপ যে সমস্ত উচ্চ অট্টালিকাদি আছে, তাহাই এখানকার ভূতল সম্পর্কীয় প্রধান দৃশ্য। এখানকার ভূমির অধিকাংশই বালুকাময়। স্থানে স্থানে জলা ও জঙ্গলও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বালুকাময় ভূমির প্রায় সর্ব্ব স্থানেই পাহাড় ন্যূনাতিরেকে লক্ষিত হইয়া থাকে। পরন্তু এখানে জারমেনির উত্তর ভাগের ন্যায় গ্রানাইট নামক প্রস্তরেরও অসদ্ভাব নাই।

এই মস্কো বিভাগের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই নদী বা তড়াগ দৃষ্টিগোচর হয়। এষ্টচ নামক এক জন ইতিহাসবেত্তা মস্কো বিভাগের বর্ণনাবসরে লিখিয়া গিয়াছেন যে, উহাতে ১০৯ টা তড়াগ আছে, কিন্তু উহার একটাও অতি বিস্তীর্ণ নহে এবং উহাতে ২৩১০ টা নদী আছে। উহার মধ্যে ভল্গা, ওক ও মস্কো এই তিনটা নদীই সর্ব্বপ্রধান। এই শেষোক্ত নদীর নামানুসারেই প্রস্তাবিত প্রদেশ প্রথিত হইয়াছে। অত্রত্য নদী সকল অগ্রহায়ণ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত ক্রমাগত চারি মাস শীতে জমিয়া, চৈত্র মাসের শেষ ভাগে পুনরায় গলিয়া যায়। এখানে বহুবিধ উদ্ভিদ্ জন্মে, সুতরাং দাহ্য কাষ্ঠের অভাব নাই ; পরন্তু গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী বহুবিধ কাষ্ঠও

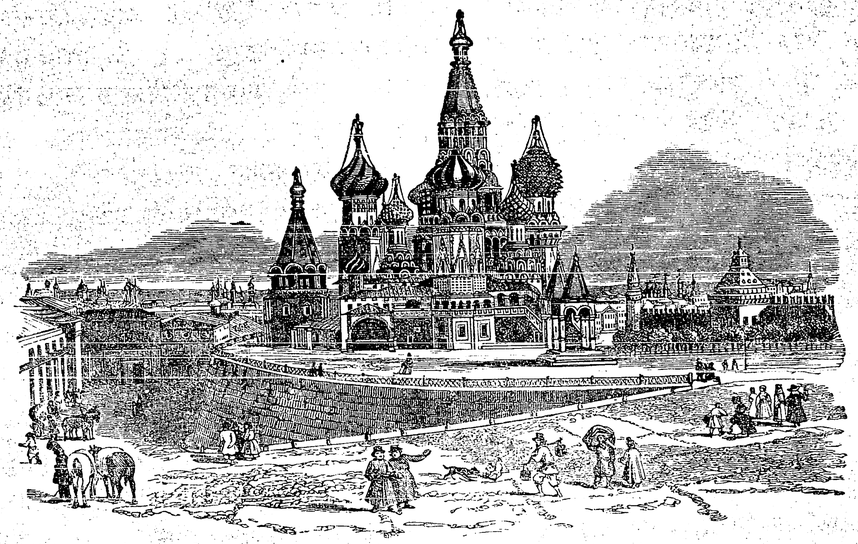

পোকরভসকি নামক ধর্ম্মমন্দির।

দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার ফলের মধ্যে আতা ফলই প্রধান। রুসিয়ানেরা আতা ফলকে নিলীওয়ে কহে। উহা স্ফটিকপ্রভ, সরস ও সুস্বাদ। এখানে গো মহিষ প্রভৃতি শৃঙ্গী জন্তু অধিক নাই। এজন্য ঐ সকল জন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনীত ও পোষিত হইয়া থাকে। কিছু কাল অতীত হইল, তত্রত্য অধিবাসীরা যাহাতে মেরিনো মেষ জন্মে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু এস্থান অতিশয় শীতপ্রধান; শীতপ্রধান দেশ মেরিনো মেষের বাসোপযোগী নহে, এজন্য তাঁহাদিগের সে চেষ্টা ফলোপধায়িনী হয় নাই।

কৃষিকার্য্যই অত্রত্য অধিবাসিগণের প্রধান ব্যবসা, উহারা ঐ কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রমও করিয়া থাকে; কিন্তু এখানকার ভূমি তাদৃশ উর্ব্বরা নহে, এজন্য তাহাদিগের সেই পরিশ্রমের যথোচিত পুরস্কার হয় না। যে বৎসরে এখানে শস্যোৎপত্তির প্রতিরোধক অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি না হয়, সে বৎসরেও প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে না, এ পুযুক্ত এস্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অধিকাংশ শস্য আনীত হইয়া থাকে। এখানকার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও পট্টময় বস্ত্রাদিই সর্ব্বপ্রধান। এখানকার অধিবাসীরা শিল্পকার্য্যে অতিশয় রত। এখানে এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার কোন প্রকার শিল্পশালা নাই।

এক্ষণে আমরা মস্কো বিভাগের বিবরণ সমাপন করিয়া মস্কো রাজধানীর বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বকালে এই মস্কো নগরে রুসিয়ার সম্রাটেরা বাস করিতেন। ইউরোপখণ্ডের মধ্যে যে কয়েকটি রাজধানী আছে, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এই মস্কো নগর অধুনাতন রাজধানী বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু এই মস্কো রাজধানী যে কোন্ সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সুন্দররূপে নির্ণয় করা সুকঠিন

ইউরোপীয় সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখকেরা এই মস্কো নগরের সংস্থাপন বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রুসিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় ইউরি উহার মূল পত্তন করেন। প্রস্তাবিত রাজধানী মস্কো নদীর তীরে অবস্থিত; এই নগর চতুষ্কোণ; ইহার পরিধি ১২ ক্রোশের ন্যূন নহে। ইহাতে প্রায় সহস্রাধিক উদ্যান বিদ্যমান আছে। ঐ সকল উদ্যানের আয়তন একরূপ নহে; কোনটি অতিশয় বিস্তীর্ণ ও কোনটি অতি ক্ষুদ্র। অপর এই নগরে ২৫৩ টি হ্রদ ও সুবিস্তীর্ণ কতকগুলি প্রান্তর নিরীক্ষিত হয়। পূর্ব্ব কালে রুসীয় সেনারা ঐ সকল প্রান্তরে যুদ্ধবিদ্যা শিখিত ও অধিবাসীরা উৎসবোপলক্ষে তথায় যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিত।

পথিক মাত্রেই দূর হইতে এই মস্কো নগর নিরীক্ষণ করিয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাতে এত অধিক উচ্চ অট্টালিকা আছে যে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। উহার মধ্যে কতকগুলি স্বর্ণমণ্ডিত গুম্বেজে ও কতকগুলি শ্যামবর্ণচিত্রিত গুম্বেজে পরিশোভিত আর কতকগুলি মিনারেটের আকারে সমুত্থিত। ঐ সকল অট্টালিকা প্রস্তরনির্ম্মিত ও প্রান্তরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই নিমিত্ত ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো নগরে যে ভয়ঙ্কর মহাগ্নিদাহ হয়, তাহাতে ঐ সকল অট্টালিকার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। ফরাশী সেনারা মস্কোর অন্তঃপাতী ক্রিমলিন নামক রাজগৃহ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কিছু কাল পরেই ঐ রাজপ্রাসাদ পূর্ব্ববৎ পুনর্নির্ম্মিত হয়। সুতরাং ঐ মহাগ্নিদাহে মস্কো নগরের পূর্ব্বতন শোভা বিলুপ্ত হয় নাই। উল্লিখিত মহাগ্নিদাহের বিষয়ে ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে পরস্পর অনেক প্রকার মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ফরাশীদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য রুসিয়ানেরা মস্কো নগর দগ্ধ করে ও কেহ কেহ বলেন, ফরাশীরাই মস্কো নগর দগ্ধ করিয়া ফেলে। সে যাহা হউক, এক্ষণে সকলেই একবাক্য হইয়া স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মস্কোর শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট রষ্টপসনের আদেশে রুসীয় সেনারা ঐ নগর দগ্ধ করে। আমরা তাঁহাদের এই বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক বলিতে পারি না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, আক্রমণকারীরাই লুণ্ঠন করিয়া দেশ দগ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু মস্কো নগরের বিষয়ে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। সুপ্রসিদ্ধ ফরাশী রাজা নেপোলিয়ান রুসিয়ার অন্তঃপাতী অন্যান্য দেশ জয় করিয়া স্বসৈন্যে মস্কো রাজধানীমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ঐ নগরে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়। অতএব ফরাশী সেনারা মস্কো লুণ্ঠন করিবার পূর্ব্বে যে উহা দগ্ধ করিয়াছিল, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। সে যাহা হউক, মস্কো নগরে এই মহাগ্নিদাহ হওয়াতে রুসিয়ানদিগের দ্বিবিধ উপকার লাভ হইয়াছিল। প্রথম উপকার এই যে, আক্রমণকারীরা অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইল না। দ্বিতীয় উপকার এই যে, ফরাশীরা দেশ দগ্ধ করিল বলিয়া রুসিয়ানেরা ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। ইউরোপখণ্ডের পশ্চিম প্রদেশের ইতিহাসলেখকেরা বলিয়া থাকেন, রুসিয়াবাসীরা যুদ্ধ শেষ হইবে ভাবিয়া মস্কো নগর দগ্ধ করে। কিন্তু রুসিয়ার অধিবাসীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা মস্কো নগরদাহকে একটা সামান্য ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাত শত শতাব্দী অতিবাহিত হইল, এই

মস্কো নগর সংস্থাপিত হইয়াছে। এই কালের মধ্যে উহাতে যে কত বার উক্ত প্রকারে দৈব দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে যে, মস্কো নগরে সাত বারের ন্যূন নহে ক্রমাগত মহাগ্নি দাহ হইয়াছিল। অতএব রুসীয় ইতিহাসলেখকেরা ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের উক্ত প্রকার মহাগ্নিদাহকে ইতিহাসমধ্যে একটা সামান্য ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মস্কো নগর বারংবার দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোভাশালী হইয়া আসিতেছে, বোধ হয়, তাঁহারা এই ভাবিয়াই সন্তোষ লাভ করিতেন। উল্লিখিত মহাগ্নিদাহে মস্কো নগরের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অন্তঃকরণমধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখের আবির্ভাব হয়। অসংখ্য উচ্চ অট্টালিকা, সহস্র সহস্র সমৃদ্ধিশালী বিপণী, শত শত আহত ব্যক্তিপরিপূরিত চিকিৎসালয়, ধনাগার ও পুস্তকালয় একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ফলতঃ ঐ মহাগ্নিদাহে অত্রত্য অধিবাসিগণের ৩৪২০০০০০০ টাকার ন্যূন নহে ক্ষতি হইয়াছিল।

অধুনা এই মস্কো রাজধানীর যেরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বিদিত হইয়াছে উহাতে দশ সহস্র উচ্চ অট্টালিকা আছে; উহার মধ্যে দুই সহস্র অট্টালিকা প্রস্তরনির্ম্মিত, পরন্তু উহাতে ক্রিমলিন নামক একটি রাজপ্রাসাদ আছে, এই রাজপ্রাসাদ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরপরিবেষ্টিত ও মস্কো নদীর তীরে অবস্থিত। উহার সর্ব্বাবয়ব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে উহারে একটি অদ্ভুত অট্টালিকা বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বকালে রুসিয়ার রাজসন্তানেরা এই রাজভবনে রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন। অধুনা ইহাতে রুসিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্‌গণের মণিময় সিংহাসন, নানাবিধ রত্নে খচিত রাজমুকুট ও রাজদণ্ড আছে। উল্লিখিত রাজকীয় দ্রব্যের মূল্য এত অধিক যে, লণ্ডন নগরীয় রত্নভাণ্ডারের সহিত উহার তুলনা হয় না। এতদ্ব্যতীত এই মস্কো রাজধানীতে সাতটি প্রধান ধর্ম্মমন্দির ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা অনেক আছে। উল্লিখিত প্রধান ধর্ম্মমন্দিরের মধ্যে পোকরোভসকি নামক ধর্ম্মমন্দিরই সর্ব্বাগ্রগণ্য। আমরা এই প্রস্তাবে উহার একটি চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত করিলাম। সুপ্রসিদ্ধ রুসিয়াসম্রাট্ ইভানভেসিলি এই ধর্ম্মমন্দিরের স্থাপয়িতা; তিনি ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে খাঁখাজা নামক ভূপতিকে যে যুদ্ধে পরাজয় করেন, তাহার চিরস্মরণার্থ ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। উহার নির্ম্মাণে যে কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী কেথিরিণীর রাজত্ব সময়ে উহা এক বার পুনশ্চিত্রিত হয়, তাহাতে বিংশতি সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল। গ্রন্থকারেরা উহার যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তৃত, এ স্থলে তাহা সম্যক্ রূপে ব্যক্ত করা অসাধ্য বলিয়া লিখিত হইল না। সুবিখ্যাত রুসীয় সম্রাট্ আলেকজাণ্ডর এই নগরে এসপেরো নামক প্রত্যন্ত পর্ব্বতের উপরে একটি প্রশস্ত ধর্ম্মমন্দির সংস্থাপিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কেবল উহার মূল পত্তন করেন। কিন্তু রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট্ তাঁহার ঐ অভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তে তথায় একটি চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিবার আদেশ করিয়াছেন।

জোয়ানের জীবনবৃত্তান্ত।

প্রসিদ্ধ জোয়ান ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী ডোমরিমি নামক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জোয়ান বাল্য কালাবধি ধর্ম্মবিষয়ে অতিশয় অনুরাগিণী ছিলেন; এমন কি তিনি জীবনের অধিকাংশ কেবল ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বকালীন লোকেরা ধর্ম্মবিষয়ক নানাবিধ কুসংস্কারপাশে আবদ্ধ ছিলেন। অনন্তর জ্ঞানালোক সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইলে পর সেই তমোময় কুসংস্কার লোকের অন্তঃকরণ হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল; অতএব জোয়ান যে তৎকালে বিশুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

এক সময়ে ফ্রান্সের অধিপতি ষষ্ঠ চার্লস উন্মাদগ্রস্ত হওয়াতে রাজ্য উৎসন্ন ও সিংহাসন শূন্য হয়। এই সুযোগে তত্রত্য অরিলিএন্‌স ও বর্গণ্ডি নামক দুই রাজবংশ সেই সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করেন। রীতিমত যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন অধিকার করা রাজগণের প্রধান রীতি; কিন্তু ইহাঁরা প্রথমতঃ সেই প্রসিদ্ধ রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া গুপ্তাঘাত ও প্রকাশ্য হত্যা দ্বারা পরস্পর পরস্পরের অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু কাল এই রূপে অতিবাহিত হইলে পর যখন রীতিমত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যের আবশ্যক হইল, তখন উভয় পক্ষই ইংরাজদিগের নিকটে সৈন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ইহাতে এই মাত্র ফল দর্শিল যে, ঐ জয়শাল ইংরাজেরা হতভাগ্য ফরাশীদিগকে গভীরতর দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিল। এই সময়ে আমাদিগের প্রস্তাবিত জোয়ান ত্রয়োদশবর্ষবয়স্কা ছিলেন; তিনি একদা স্বপে দেখিতে পাইলেন, যেন এক জন স্বর্গীয় দূত সম্মখীন হইয়া মৃদু স্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেন, জোয়ান তুমি বিনীত হও, সদা ধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; পরম কারুণিক পরমেশ্বর তোমারে রক্ষা করিবেন। জোয়ানও আমি যাবজ্জীবন জিতেন্দ্রিয় থাকিব বলিয়া তাঁহার ঐ বাক্যের প্রত্যুত্তর দিলেন। জোয়ান এই অবধি কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত উক্ত প্রকার স্বপ দেখিয়াছিলেন; অধিকন্তু তিনি একদা স্বপ্নযোগে ইহাও দেখিতে পাইলেন, যেন সেই স্বর্গীয় দূত বলিতেছেন, জোয়ান তুমি শস্ত্র ধারণ কর, বিপক্ষপক্ষকে দরীভূত করিয়া দেও ও ষষ্ঠ চার্লসের পুত্রকে হেম্ নগরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, দিবাভাগে যাহা চিন্তা করা যায়, স্বপ্নযোগে তাহাই সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। জোয়ান, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে রাজ্য রক্ষা হইবে, সর্ব্বদা তাহাই চিন্তা করিতেন, অতএব তাঁহার উক্ত প্রকার স্বপ্ন দর্শন নিতান্ত অসম্ভব নহে।

ফ্রান্স রাজ্যে বহু কালাবধি এই রূপ একটী কিম্বদন্তী ছিল যে, একটা অবিবাহিতা কন্যা ফ্রান্স রাজ্য শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিবেন। জোয়ান এই ভবিষ্যৎ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন ও মনে মনে ভাবিতেন, আমি অবিবাহিত রহিয়াছি, অতএব হয় ত এই ভবিষ্যবাক্য আমার উপরে বর্ত্তিলেও বর্ত্তিতে পারে।

একদা বর্গণ্ডীয় সেনারা ডোমরিমি গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথাকার সমুদয় ধর্ম্মমন্দির দগ্ধ করিয়া ফেলে ও অধিবাসিগণের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ ও বিলণ্ঠন করে। জোয়ান এই বিপদ্ সময়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতামাতার সমভিব্যাহারে স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। অনন্তর বর্গণ্ডীয় সেনারা তথা হইতে প্রস্থান করিলে জোয়ান প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, ডোমরিমির ধর্ম্মমন্দির ভস্মাবশেষ হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্রোধোদয় হইল ও তদবধি তিনি অরাতি বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ধর্ম্মমন্দিরের দুরবস্থা দেখিলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণে ক্রোধোদয় হয়, অতএব ধর্ম্মশীলা জোয়ান ধর্ম্মমন্দিরের তাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে রোষপরবশ হইবেন, বিচিত্র নহে। জোয়ানের পিতা মাতা জোয়ানকে যুদ্ধার্থ স্থিরসংকল্প দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। জোয়ান তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বীয় পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছলে ভেকুলিয়ায় গমন করিলেন ও ১৪২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যুদ্ধবিষয়ক সাহায্য প্রাপ্ত হইবার মানসে পিতৃব্যের সমভিব্যাহারে ভেকুলিয়ারের শাসনকর্ত্তা বদ্রিকুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু উল্লিখিত শাসনকর্ত্তা জোয়ানকে মায়াবিনী বিবেচনায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। জোয়ান উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতৃব্যের ভবনে ফিরিয়া আইলেন ও তথায় থাকিয়া এই ঘোষণা করিতে লাগিলেন, একটী অবিবাহিতা কন্যা ফ্রান্সরাজ্য উদ্ধার করিবেন, এই ভবিষ্যৎ বাক্যে আমিই লক্ষিত হইয়াছি।

এই সময়ে ষষ্ঠ চার্লসের পুত্র অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, বিপক্ষীয়েরা তাঁহার সমুদায় রাজ্য অধিকার করিয়াছিল, কেবল অরলিএঞ্চ নামক নগর তাঁহার অধীনে ছিল। কিন্তু শত্রুগণ তাহাও সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। সচরাচর নয়নগোচর হয়, লোকে অপ্রতিবিধেয় বিপদে পতিত হইলে প্রায়ই দৈবানুগ্রহের উপর নির্ভর করে। ভেকুলিয়ারের শাসনকর্ত্তা বদ্রিকুর এই ঘোরতর সঙ্কট সময়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া দেবানুগৃহীত জোয়ানের সাহায্য লাভে সমুৎসুক হইলেন ও তাঁহারে রাজকুমারের নিকটে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর জোয়ান ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি দিবসে পুরুষপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অশ্বারোহণে ভেকুলিয়ার হইতে যাত্রা করিলেন; যদিও তাঁহার পক্ষে বর্গণ্ডীয়দিগের অধিকৃত রাজ্যমধ্য দিয়া গমন করা বিস্তর আশঙ্কার বিষয় ছিল বটে, তথাপি তিনি নিরাপদে রাজকুমারের রাজধানী ফায়ার বইস্ নগরে গিয়া উপনীত হইলেন। জোয়ান প্রথমতঃ এক জন দূত দ্বারা রাজকুমারের নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন; রাজকুমার যদিও জোয়ানের সাহায্য লাভে অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে বিপক্ষীয়েরা তাঁহারে কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করে, এই ভাবিয়া জোয়ানকে সহসা নিকটে আনয়ন করিতে পারিলেন না; ইহাতে এই ফল দর্শিল যে, সকলেই জোয়ানকে কুহকিনী বলিয়া অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করিতে লাগিল। সে যাহা হউক, জোয়ান কতিপয় দিবস পরে অতি কষ্টে রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সভাস্থ সকলেই জোয়ানকে বলিলেন যে, তুমি রাজকুমারকে চিনিয়া লও, জোয়ান এরূপ বুদ্ধিমতী ও চতুরা ছিলেন যে, তিনি অনায়াসেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন ও সৎস্বভাব বশতঃ অচির কালমধ্যে রাজকুমারের প্রিয়ভাজন হইয়া উঠিলেন। রাজকুমার তথাপি জোয়ানের স্বভাব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পরীক্ষার্থ তাঁহারে ধর্ম্মোপদেশকদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। ধর্ম্মোপদেশকেরা আবার এমনি সুচতুর যে, তাঁহারা জোয়ানের আকার প্রকার নিরীক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন, জোয়ানের ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা যত অধিক থাকুক বা না থাকুক, তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তা গুণই সর্ব্বপ্রধান। এই রূপে জোয়ানের স্বভাব পরীক্ষিত হইলে পর, যে সমস্ত ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে তাঁহারে মায়াবিনী বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাঁহারাই আবার এক্ষণে তাঁহারে বিশুদ্ধচরিত বলিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন। রাজকুমার তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহারে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযোজিত করিলেন ও এক প্রস্ত যুদ্ধাস্ত্রও প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

জোয়ান এই রূপে সুসজ্জিত হইয়া অরলিএঞ্চ নগরে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তিনি উত্তর দিগ্ দিয়া অরিলিএঞ্চ নগরে প্রবেশ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু দুনোয়া ও অন্যান্য সেনাপতিরা তাঁহার ঐ মতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে জলপথ দিয়া শত্রুপরিবেষ্টিত অরিলিএঞ্চ নগরে প্রবেশ করাই অবধারিত হইল। যে সমস্ত সৈন্য বিপক্ষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অরিলিএঞ্চ নগরে কারারুদ্ধ ছিল, জোয়ান যুদ্ধযাত্রা করিবার সময়ে তাহাদিগের নিমিত্ত কতক গুলি আহার্য্য সামগ্রী আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। জোয়ান এপ্রেল মাসের শেষভাগে অরিলিএঞ্চ নগরের সন্নিধানে গিয়া উপনীত হইলেন। তখন জোয়ানের পক্ষীয় কারাবদ্ধ সৈন্যগণের অন্তঃকরণে আশা ভরসার সঞ্চার হইল। কিন্তু ইংরেজ সেনারা একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। জোয়ান এক জন দূত দ্বারা ইংরেজ সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা অবিলম্বে অরিলিএঞ্চ নগর পরিত্যাগ কর, নতুবা আমি তোমাদিগের সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিব। ইংরেজ সেনাপতি দূতমুখে জোয়ানের এবম্বিধ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন ও দূতকে এই কথা কহিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, আমরা তোমারে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। এই অবসরে জোয়ানের পক্ষীয় সেনারা নির্ব্বিঘ্নে অরলিএঞ্চ নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। ইংরেজ সেনারা ভয় বশতঃ হউক অথবা অনবধানতা দোষেই বা হউক তাহাদিগের প্রতিকূল আচরণ করিতে সমর্থ হইল না; ইহাতে জোয়ানের পক্ষীয় সেনাগণের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠিল। তাহারা প্রথমতঃ অরিলিএঞ্চ নগরের পূর্ব্ব দিগ্‌বর্ত্তী সেণ্টলুপ নামক দুর্গ আক্রমণ করিল; ইহাতে ইংরেজ সেনারা জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। দুর্জ্জয় বিপক্ষসেনাগণকে পরাজয় করা তাহাদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং উল্লিখিত দুর্গটি জোয়ানেরই হস্তগত হইল। এই ঘটনার পর দিবস জোয়ানের পক্ষীয় সেনারা বিপক্ষ পক্ষের আর একটি দুর্গ আক্রমণ করিল, এই আক্রমণে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জোয়ানের পক্ষীয় সেনাগণকে কিয়ৎক্ষণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। ইহাতে ইংরেজ সেনারা সাহসী হইয়া পলায়মান ফরাশী সেনাগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। জোয়ান নদীর অপর পারে ছিলেন, তিনি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র নৌকারোহণে নদী পার হইয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। ইংরেজ সেনারা জোয়ানকে সমরে

সমাগত দেখিয়া ভয়ে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল ও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। একটি অবিবাহিতা কন্যা ফ্রান্স রাজ্য শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিবেন। এই ভবিষ্যৎ বাক্যটিই তাহাদিগের ভগ্নোৎসাহ হইবার ও রণে ভঙ্গ দিবার প্রধান কারণ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, তখনও ইংরেজ সেনারা উল্লিখিত দুর্গের পশ্চাৎভাগে ভয়ঙ্কর ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। জোয়ান স্বসৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া অরিলিএঞ্চ নগরের দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে যে যুদ্ধ হয়, তাহাই চিরস্মরণীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই যুদ্ধে বিপক্ষ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত একটী বাণ জোয়ানের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হয়; তাহাতে তিনি সন্নিহিত খাতমধ্যে নিপতিত হয়েন ও স্ত্রীজনসুলভ মৃদুতাবশবর্ত্তিনী হইয়া রোদন করেন; কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পাইলেন, জয়পতাকা শত্রুহস্তে পতিত প্রায় হইল, তখন ক্ষতবেদনা বিস্মৃত হইয়া ঐ জয়পতাকা ধরিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন; এই সময়ে ফরাশী সেনারা বিপক্ষদিগকে দৃঢ়তর রূপে আক্রমণ করিল। ইহাতে ইংরেজ সেনাপতি গ্লাডেসডাল রণভার সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় সাহসী সৈন্যগণের সহিত লইয়ার নদীতে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। সুতরাং জোয়ানেরই জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

এই ঘটনার অল্প দিন পরে জোয়ান রাজকুমারের রাজধানীতে গমন করিলেন ও লইয়ার নদী ও হেম্ নগরের মধ্যবর্ত্তী যে সমস্ত প্রদেশ ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় অধিকার করিবার বাসনায় রাজকুমারের নিকটে কতকগুলি সৈন্য চাহিলেন ও তাঁহারে হেম্ নগরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু প্রধান রাজমন্ত্রিগণ তাঁহার মতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, বর্গণ্ডীয়দিগকে উদ্বেজিত করা অথবা রাজকুমারের অভিষেক উপলক্ষে অনর্থক অর্থ ব্যয় করা বিধেয় নহে; এক্ষণে নরম্যাণ্ডি হইতে ইংরেজদিগকে দূরীভূত করাই শ্রেয়স্কর। কিন্তু জোয়ান এরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন যে, রাজকুমারকে তাঁহার মতেই মত দিতে হইয়াছিল। জোয়ান জুন মাসের প্রারম্ভে জারগি নামক প্রদেশে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করেন, ইহাতে ইংরেজ সেনারা জীবনআশা বিহীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল; কিন্তু তথাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহারা জোয়ানকে সমরাঙ্গনে সমাগত দেখিবামাত্র ভয়ে ভগ্নোৎসাহ হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজদিগের পক্ষীয় এক জন সেনানিহত ও এক জন সেনাপতি ধৃত হয়। অনন্তর জোয়ান পেটা প্রদেশে ইংরেজদিগের সহিত যে যুদ্ধ করেন, তাহাতেও জয় লাভ করিয়াছিলেন। জোয়ান এই রূপে বিপক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া হেম্ নগরে ষষ্ঠ চার্লসের পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

কোন কোন ইতিহাসবেত্তা লিখিয়া গিয়াছেন, রাজকুমার যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে পর জোয়ানকে আর যুদ্ধ করিতে হয় নাই; তিনি যুবরাজের নিকটে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন; কিন্তু ইহা সত্য নহে। যে বৎসরে রাজকুমার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, জোয়ান সেই বৎসরের সেপ্‌টেম্বর মাসে পুনরায় সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া সেণ্টডেনিস নামক প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই ঘটনার অল্প দিবস পরে জোয়ান ফরাশী সেনানীগণের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া পারিস নগর বেষ্টন করেন, পারিস নগর বেষ্টিত হইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইতে লাগিল। জোয়ান এ পর্য্যন্ত যত

বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কোন বারেই তিনি বিফলপ্রযত্ন হয়েন নাই, কিন্তু এবারে তাঁহার রণোদ্যম নিষ্ফল হইল। এই যুদ্ধে বিপক্ষ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত একটী বাণ জোয়ানের উরুদেশে বিদ্ধ হয় ও তাঁহার সেনাগণের মধ্যে অনেকেই হতাহত হয়।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে যুবরাজ কৌলিন্য মর্য্যাদারূপ অলঙ্কারে জোয়ানের বংশ বিভূষিত করিলেন ও তাঁহার জন্মভূমি ডোমরিমি নিষ্কর করিয়া দিলেন। পর বৎসর বসন্ত কালের প্রারম্ভে ইংরেজেরা বর্গণ্ডীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া কেম্‌পেন নগর অবরোধ করেন; জোয়ান এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র কেম্‌পেন নগর রক্ষার্থ সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তিনি কেম্‌পেন নগরে উপনীত হইয়া শত্রুশিবির বেষ্টন করিলেন। শত্রুশিবির বেষ্টিত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে জোয়ান ধৃত হইয়া বর্গণ্ডীয় সেনাপতি জান অফ্ লুজেম্বরের হস্তে সমর্পিত হয়েন। বর্গণ্ডীয় উল্লিখিত সেনাপতি তাঁহারে কেম্বেরের সন্নিহিত বুভের দুর্গে পাঠাইয়া দেন। জোয়ান এই রূপে যুদ্ধে ধৃত ও বুভের দুর্গে প্রেরিত হইবামাত্র চারি দিগ্ হইতে বিপক্ষীয়েরা তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। সকলেই তাঁহারে কুহকিনী ও ধর্ম্মবিদ্বেষিণী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। জোয়ান এক বার দুর্গ হইতে পলাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর জোয়ান ইংরেজ সেনাপতির হস্তে সমর্পিত হয়েন। ইংরেজ সেনাপতি তাঁহারে বুভের দুর্গে পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে পারিস নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জোয়ানের পরীক্ষার্থ সমুৎসুক হয়েন; বুভে নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ইংরেজেরা জোয়ানের পরীক্ষা বিষয়ে শিথিলপ্রযত্ন ছিলেন, এজন্য উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বারংবার পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের অধিপতি ষষ্ঠ হেনিরিও বুভে নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও পারিস নগরের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগের প্রতি জোয়ানের পরীক্ষার ভারার্পণ করেন। জোয়ান বিচারপতিগণের সমীপে নীত হইলেন, তাঁহারা অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির করিলেন, জোয়ান ধর্ম্মবিদ্বেষিণী ও কুহকিনী; চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় অবধি স্বপ্নযোগে স্বর্গীয় দূতের সহিত সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন সে সকলই মিথ্যা ও তিনি যে পরমেশ্বরের আদেশানুসারে পুরুষপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, সে কেবল প্রবঞ্চনামাত্র; অতএব এই অপরাধে তাঁহারে অগ্নিতে দগ্ধ করাই বিধেয়।

জোয়ানের এই রূপ ভয়ঙ্কর দণ্ডাজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রচারিত বহইলে যে সমস্ত ব্যক্তি ইত্যগ্রে তাঁহার দণ্ড বিধানার্থ সমুৎসুক হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল। এমন কি, ঘোরতর বিপক্ষ ইংরেজেরাও জোয়ানের দগ্ধরূপ দণ্ডাজ্ঞায় অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, জোয়ানের পক্ষে যাবজ্জীবন কারাধিবাসরূপ দণ্ডই যথেষ্ট হইতে পারে। বিচারপতিরা জোয়ানকে যে, অগ্নিতে দগ্ধ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, জোয়ান যে স্বপ্ন দর্শন ও স্বর্গীয় দূতের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিবেন ও পুরুষপরিচ্ছদ পরিহার করিবেন। কিন্তু জোয়ান এরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, কিছুতেই তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল না। অনন্তর জোয়ান রোএন নগরের বধমঞ্চে আনীত হইলেন ও বুভে নগরের

প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ দণ্ডাজ্ঞা পড়িতে লাগিলেন। জোয়ান এই ঘোর সঙ্কট সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন তিনি বিচারপতিগণের অভিপ্রেত কার্য্য করিয়া আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ইহাতে তাঁহার জীবন দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাধিবাসরূপ দণ্ডই বিহিত হইল। জোয়ান কারাগারে প্রত্যানীত হইলেন ও পুরুষবেশ করিত্যাগ করিয়া স্ত্রীজনোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। কিন্তু ইহার দুই দিবস পরে আন্তরিক বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করিলাম বলিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে যুগপৎ লজ্জা ও অনুতাপের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি পুনরায় পুরুষপরিচ্ছদ পরিধান করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, আমি সত্যের বিপরীত কার্য্য করিলাম। আমা অপেক্ষা পাপীয়সী পৃথ্বীতলে আর কে আছে! বুভে নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ জোয়ানকে পূর্ব্বমতস্থ দেখিয়া তাঁহারে দগ্ধ করিবার আদেশ করিলেন। তখন ঘাতকেরা তাঁহারে রোএন নগরের বধমঞ্চে লইয়া গেল ও প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

হায় কি আক্ষেপ! কি দুঃখের বিষয়! যে জোয়ানের রণকৌশলে ও বুদ্ধিবলে ষষ্ঠ চার্লসের পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, তিনি তাঁহার উক্ত প্রকার অবৈধ দণ্ড দেখিয়া তন্নিবারণের চেষ্টা করা দূরে থাকুক; তাঁহার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাতও করিলেন না। যদি উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করা শাস্ত্রসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, তাহা হইলে জোয়ানের জীবনদণ্ড নিবারণের চেষ্টা না করা যুবরাজের কত দূর অন্যায় হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ ভীরু ও অধ্যবসায়হীনা। অনেকেরই স্থির সিদ্ধান্ত আছে, কিন্তু উল্লিখিত জোয়ানের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে তাঁহাদের সে সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন।

সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও বিশুদ্ধ ভাষা। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এই ভাষারে সম্যক্ মার্জ্জিত ও নানা অলঙ্কারে সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন। এমন কোন অভিপ্রায় নাই, যাহা এই ভাষায় সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিতে না পারা যায়। এই সংস্কৃত ভাষায় যে কোন্ সময়ে কোন্ গ্রন্থ বিরচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃ অনেকেরই অন্তঃকরণে ইচ্ছা জন্মে; কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসবিরহে সে ইচ্ছা চরিতার্থ না হইয়া বরং দুঃখেরই উদয় হয়।

সংস্কৃত ভাষাতে যে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকাদি ছিল, এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাহা অবগত ছিলেন না। যে চিরস্মরণীয় মহানুভাব প্রথমতঃ সংস্কৃত গ্রন্থ ইউরোপে প্রচারিত করেন, তাঁহার নাম সর উইলিয়ম্ জোন্স। তিনি বহু কালাবধি এতদ্দেশীয় সাহিত্য, শব্দবিদ্যা, দর্শন শাস্ত্র ও পূর্ব্বকালীন বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন ও এই সংকল্প সাধনের মানসে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে নিযোজিত হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি একদা কোন ব্যক্তির প্রমুখাৎ "নাটক" এই শব্দটী শুনিয়া তাহার অর্থ জানিতে সমুৎসুক

হইলেন ও মনে মনে ভাবিলেন, আমরা যাহাকে (হিস্‌ট্রি) ইতিহাস কহি, বোধ হয়, এতদ্দেশীয়েরা তাহাকেই নাটক বলিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি সন্দিহান হইয়া এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের নিকটে নাটক শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন: কিন্তু তিনি প্রথমতঃ কিছু কাল উহার সদুত্তর প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন, নাটক ইতিহাস নহে, উহা গল্পপূর্ণ পুস্তক; পূর্ব্বতন ভূপালেরা সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া সভাসদ্ জনগণের সহিত যেরূপ কথোপকথন করিতেন, নাটকে তাহাই বাহুল্য রূপে বর্ণিত আছে। কেহ কেহ বলিলেন, নাটক শ্লোকময় গ্রন্থ। সে যাহা হউক, পরিশেষে এক জন সুবিচক্ষণ ব্রাহ্মণ এই বলিয়া তাঁহার সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন যে, আপনারা শীত কালে এই কলিকাতা নগরে যে পুস্তকের (প্লে) অভিনয় করেন, এতদ্দেশীয়েরা তাহাকেই নাটক কহিয়া থাকেন। এই বাক্য শুনিবামাত্র সর উইলিয়ম্ জোন্সের অন্তঃকরণ যে কি অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল, তাহা কোন রূপেই অনুভব করিতে পারা যায় না। তখন তিনি উল্লিখিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! কোন্ নাটক সর্ব্বোৎকৃষ্ট? ব্রাহ্মণ এই রূপে পৃষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার কালিদাসপ্রণীত শকুন্তলা নামক নাটকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করা বহু কালাবধি সর উইলিয়ম জোন্সের অভিলষণীয় ছিল, এক্ষণে আবার ঐ ভাষায় নাটক আছে, জানিতে পারিয়া তাঁহার সেই অভিলাষ দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের পবিত্র সংস্কৃত ভাষা যবন জাতিকে শিক্ষা দিতেন না, এজন্য সর উইলিয়ম জোন্স এতদ্দেশে আসিয়াও প্রথমতঃ কতিপয় বৎসর আপনার সেই চির সংকল্পিত বিষয়টী সুসিদ্ধ করিতে পারেন নাই। অনন্তর আড়িয়াদহনিবাসী সংস্কৃত ভাষাবিশারদ রামনারায়ণ সেন গুপ্ত নামক জনৈক বৈদ্য মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে তাঁহার শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হয়েন। সর্ উইলিয়ম্ জোন্স ভাষা শিক্ষাবিষয়ে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, তিনি অল্প কালমধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষাতে অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। সহৃদয় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ঐ শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ পাঠ করিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ কবিশ্রেষ্ঠ গেথি উহা পাঠ করিয়া এরূপ প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, তিনি শকুন্তলার প্রশংসাবিষয়িণী একটা কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ ইউরোপমধ্যে প্রচারিত হইলে ইউরোপীয় শাব্দিক, ইতিহাসবিৎ ও নৈয়ায়িক মহোদয়গণ নিঃসংশয়ে অনুমান করিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যবিষয়ক নানাবিধ পুস্তক আছে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শকুন্তলা নাটকই তাহার একমাত্র নিদর্শন। যেরূপ সংস্কৃত এতদ্দেশীয় ভাষার, সেই রূপ লাটিন ও গ্রীক্ ইউরোপীয় যাবতীয় ভাষার মূল। অতএব ইউরোপীয়ানেরা লাটিন ও গ্রীক্ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া যাদৃশ উপকার লাভে সমর্থ হয়েন, সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তাদৃশ ফল লাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। তথাপি তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। ইংলণ্ডে উইলসন, কোলব্রুক, সর উইলিয়ম জোন্স, ফ্রান্সে বরনফ,

জারমেনিতে সেলিগাল, বফ, লাসন প্রভৃতি সহৃদয় মহোদয়গণ সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন ও বেদবেদাঙ্গাদি দুরূহ শাস্ত্র সমূহের অনুবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইল, ইউরোপখণ্ডে সংস্কৃত শকুন্তলা নামক নাটকের অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে; এই কালের মধ্যে উল্লিখিত ইউরোপীয় মহোদয়গণের উৎসাহে ও প্রযত্নে যে সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক ও সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, যদিও তাহার সংখ্যা অধিক নহে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, সন্দেহ নাই।

অধুনা জারমেন দেশীয় লণ্ডন নগরবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মেক্স মূলার মহোদয় মৃতপ্রায় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদ বেদাঙ্গাদি দুরূহ শাস্ত্র সকলকে পুনরুজ্জীবিত করিবার মানসে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহা অতীব আশ্চর্য্য। তিনি মাধবাচার্য্যকৃত ভাষ্যসম্বলিত ঋক্ বেদসংহিতা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অদ্যাপি তাহা শেষ করিয়া তুলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যত দূর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও বিস্তর উপকার হইতেছে। ইহা ব্যতীত তিনি হিস্‌টরি অফ এনসিএণ্ট সস্কৃট্ লিটারেচর নামক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা অধ্যয়ন করিলেও উক্ত বিষয়ক জ্ঞান লাভ দুরূহ হয় না। গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইলে বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম পরিগ্রহ অনায়াসেই করিতে পারা যায়।

আমরা পাঠকবর্গের প্রীত্যর্থ উক্ত মহোপকারী গ্রন্থের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকটন করিব।

অলঙ্কার।

৭৮ খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠার পর।

তুমি দূর দেশে আগমন করাতে সেই নিরাশ্রয়া কামিনী কন্দর্পশরে একান্ত আহত হইয়া কখন উত্থান কখন শয়ন কখন তোমার বাসগৃহে গমন কখন হাস্য ও কখন বা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।

এই উদাহরণে নিরাশ্রয়া কামিনীই একমাত্র কর্ত্তা, তাহার উত্থান ও শয়ন প্রভৃতি ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অপহ্নুতি অলঙ্কার।

প্রকৃত বস্তুকে নিষেধ করিয়া অন্য বস্তুর আরোপের নাম অপহ্নুতি অলঙ্কার। এই অপহ্নুতি অলঙ্কার কোন স্থলে অপহ্নব পূর্ব্বক আরোপ ও কোন স্থলে আরোপ পূর্ব্বক অপহ্নব হওয়াতে দুই প্রকার হইয়া থাকে। ক্রমশঃ উদাহরণ সঙ্কলিত হইতেছে।

এ নভোমণ্ডল নহে, মহাসাগর; এ সমুদায় ত তারা নহে, ফেনখণ্ড; এ চন্দ্রমণ্ডল নহে, কুণ্ডলিত শেষ নাগ এবং উহাতে যে কলঙ্ক দৃষ্ট হইতেছে, উহা শেষশায়ী ভগবান্ মধুসূদন।

এই উদাহরণে আকাশাদি অপহ্নুত ও সমুদ্রাদি আরোপিত হইয়াছে।

এই যে অস্তাচলচূড়াবলম্বী চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহা বস্তুতঃ চন্দ্র নহে, প্রজ্বলিত মদনাগ্নি; আর উহাতে যে কলঙ্ক দৃষ্ট হইতেছে, উহা উক্ত অনলের ধূমরেখা।

এই উদাহরণে চন্দ্রমণ্ডলে কামানল আরোপ করিয়া কলঙ্কের ধূমের আরোপ করা হইয়াছে; অতএব ঐ স্থলে আরোপ পূর্ব্বক অপহ্নুতি অলঙ্কারই স্থির হইল।

ব্যতিরেক অলঙ্কার।

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের আধিক্য অথবা ন্যূনতা হইলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।

চন্দ্র পুনঃ পুনঃ ক্ষীণ হইলেও সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত হয়েন, কিন্তু যৌবন গত হইলে আর ফিরিয়া আসিবে না; হে সুন্দরি! তুমি অভিমান পরিত্যাগ কর, প্রসন্ন হও।

এই উদাহরণে উপমানভূত চন্দ্র অপেক্ষা উপমেয় যৌবনের ন্যূনতা বর্ণিত হইল।

ব্যতিরেক অলঙ্কার শ্লেষগতও হইয়া থাকে যথা;—

সেই গুণশালিনী সুন্দরীর গুণনিচয় পদ্মগুণের ন্যায় ভঙ্গুর নহে।

এই উদাহরণে গুণশব্দে নায়িকাপক্ষে কলা * নৈপুণ্যাদি ও পদ্মপক্ষে সূত্র বুঝাইতেছে, সুতরাং গুণশব্দটী শ্লিষ্ট † হইল।

পদ্মগুণের ন্যায় এই পদে সাদৃশ্যবাচক ন্যায় শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে সাদৃশ্যটী শাব্দ হইল। আর পদ্মাপেক্ষা নায়িকার গুণাধিক্য বর্ণিত হইয়াছে; অতএব ঐ স্থলে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের আধিক্যে ব্যতিরেক অলঙ্কারই স্থির হইল।

"যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তারে দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥"

এই উদাহরণে উপমানভূত তড়িৎ অপেক্ষা উপমেয় বিদ্যার রূপের আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই ব্যতিরেক অলঙ্কারের আট্ চল্লিশ প্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালা ভাষায় তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; এজন্য এস্থলে কেবল ফলিতার্থমাত্র উল্লিখিত হইল।

---

* নৃত্যগীতাদি

† যে শব্দ হইতে যুগপৎ দুইটী অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে শ্লিষ্ট শব্দ বলা যায়।

বিশেষোক্তি অলঙ্কার।

যে স্থলে কারণের সদ্ভাব আছে, কিন্তু কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় বিশেষোক্তি নামক অলঙ্কার হয়। বিশেষোক্তি অলঙ্কারে কোন স্থলে কারণের নির্দ্দেশ ও কোন স্থলে কারণের অনির্দ্দেশ থাকে; এপ্রযুক্ত সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বিশেষোক্তি অলঙ্কারের দ্বিবিধ ভেদ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

যে সমস্ত ব্যক্তি ধনবান্ হইয়াও নিরহঙ্কৃত হয়েন; যুবা হইয়াও চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ করিতে পারেন এবং প্রভু হইয়াও প্রমাদশূন্য হয়েন; তাঁহারাই প্রকৃত মহাত্মা।

এই উদাহরণে ধনবত্ত্ব, যৌবন ও প্রভুত্ব এই তিনটী কারণের নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু অহঙ্কার, চিত্তচাঞ্চল্য ও প্রমাদ এই কার্য্যত্রিতয়ের অসদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে; অতএব ঐ স্থলে বিশেষোক্তি অলঙ্কারই স্থির হইল।

বিভাবনা অলঙ্কার।

বিভাবনা অলঙ্কার পূর্ব্বোক্ত বিশেষোক্তি অলঙ্কারের ঠিক্ বিপরীত; যে স্থলে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তথায় বিভাবনা নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হওয়া কোন রূপেই সম্ভবপর নহে, অতএব যে কোন প্রকার কার্য্য হউক না কেন, কোন না কোন কারণ অবশ্যই অপেক্ষা করিয়া থাকে। বিভাবনা অলঙ্কারে সেই কারণান্তর কোন স্থলে শব্দ নির্দ্দিষ্ট ও কোন স্থলে অনির্দ্দিষ্ট হয়, এজন্য সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বিভাবনা অলঙ্কারের দ্বিবিধ ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেই কামিনীর মধ্যদেশ বিনা প্রযত্নে ক্ষীণ, লোচনদ্বয় শঙ্কা ব্যতিরেকেও চঞ্চল ও শরীর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত না হইলেও মনোহর হইয়া উঠিল।

এই উদাহরণে মধ্যদেশের ক্ষীণতা, লোচনদ্বয়ের

চঞ্চলতা ও শরীরের মনোহারিতা এই তিনটী কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যত্নাদি কারণ উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে যৌবনরূপ কারণান্তর প্রতীয়মান হইবে।

অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার।

যে স্থলে অপ্রস্তুত * সামান্য অর্থ হইতে প্রস্তুত † বিশেষ অর্থ ও অপ্রস্তুত বিশেষ অর্থ হইতে প্রস্তুত সামান্য অর্থ ও যে স্থলে অপ্রস্তুত কার্য্য হইতে প্রস্তুত কারণ ও অপ্রস্তুত কারণ হইতে প্রস্তুত কার্য্য এবং যে স্থলে অপ্রস্তুত সমান অর্থ হইতে প্রস্তুত সমান অর্থ প্রতীত হয়; তথায় অপ্রস্তুত প্রশংসা নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা;—

যে ব্যক্তি অপমানিত হইয়াও প্রতীকার বিধানে নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহার অপেক্ষা ধূলিও বরং ভাল; কেন না উহা পাদাহত হইবামাত্র মস্তকে আরোহণ করে।

এই উদাহরণে যাহারা অপমানিত হইয়া প্রতীকার বিধানে নিশ্চেষ্ট থাকে, এই রূপ অপ্রস্তুত সামান্য অর্থ হইতে আমাদিগের অপেক্ষা ধূলিও বর০ ভাল, এই প্রস্তুত বিশেষ অর্থটী প্রতীত হইতেছে।

যদি এই মালাই প্রাণহারিণী হয়, তাহা হইলে আমি ইহা হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, আমার প্রাণ বিনষ্ট হইল না কেন? বুঝিলাম, ঈশ্বরেচ্ছায় কোন স্থানে বিষ অমৃত ও কোন স্থানে অমৃতও বিষ হইয়া থাকে।

এই উদাহরণে ঈশ্বরেচ্ছায় অহিতকারীও হিতকারী ও হিতকারীও অহিতকারী হয়; এই রূপ বক্তব্য বিষয়ে অমৃত বিষ হয় ও বিষও অমৃত হয়, এই রূপ বিশেষ অপ্রস্তুতার্থ নিবদ্ধ হইয়াছে।

এক দিন দিবা ভাগে কবি বিদ্যা অনুরাগে
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কপাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত॥

* যাহা বর্ণনার বিষয় নহে।
† বর্ণনীয়।

রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে
সখীগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চঞ্চলমতি
অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফেরে॥

এই উদাহরণে বিদ্যাসহ সুন্দরের সমাগম প্রস্তাবে অলি কর্ত্তৃক পদ্মিনীর বহু মানরূপ সামান্য অর্থ প্রতীত হইল।

পরিণাম অলঙ্কার।

যদি কোন বস্তু বর্ণনীয় কার্য্যের উপযোগী হয়, তবে তাহারে পরিণাম অলঙ্কার বলা যায়।

এই হিমালয় গিরিস্থিত ওষধি সমূহের জ্যোতিঃ রজনীযোগে গুহাগৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার সস্ত্রীক বনেচরগণের তৈলবিরহিত রতিপ্রদীপস্বরূপ হইয়া থাকে।

এই উদাহরণে সুরতোপযোগী অন্ধকারধ্বংসই প্রকৃত বিষয়, তাহাতে ওষধিরূপ তৈলবিরহিত প্রদীপ উপযোগী হইল।

তুল্যযোগিতা অলঙ্কার।

পুস্তাবলব্ধ হউক বা না হউক, বহু পদার্থের এক গুণ বা এক ক্রিয়ার সহিত যে সম্বন্ধ, তাহারে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার কহে।

সন্ধ্যাসময়ে অনুলেপন দ্রব্য, পতিপ্রতি কোপান্বিতা কামিনী, পুষ্পনিচয় ও দীপশিখা এবং প্রসুপ্ত কন্দর্পও একেবারে উদ্বোধিত হইয়া উঠিলেন।

এই উদাহরণে সন্ধ্যাবর্ণন প্রস্তাবে অনুলেপন প্রভৃতি বর্ণনীয় কতিপয় পদার্থের এক উদ্বোধন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে।

যে ব্যক্তি তোমার রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহার অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ মালতী পুষ্প, চন্দ্রকলা ও কদলী তরুর কাঠিন্য অনুভূত হয়।

এই উদাহরণে অপ্রস্তাবিত মালতী পুষ্প, চন্দ্রকলা ও কদলী তরুর এক কাঠিন্যরূপ গুণের সহিত সম্বন্ধ লিখিত হইল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আলজিরিয়ার আরব বংশ।

আলজিরিয়া।

উত্তর আফ্রিকার যে ভাগ ফরাশীদিগের অধিকৃত, তাহারে আলজিরিয়া কহে। আল্‌জিয়ার নগর উহার রাজধানী। এই আল্‌জিরিয়া রাজ্যে নানা জাতীয় লোকের বসতি আছে, তন্মধ্যে কাবলিস্, আরব, মুর, কুলুনিশ ও নিগ্রো এই কএকটী জাতিই প্রসিদ্ধ। কাবলিস্‌রা অতিশয় কষ্টসহ, আটলাস নামক গিরিই উহাদিগের প্রকৃত বাসস্থান; উহারা তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিয়া বসতি করে। কৃষি ও শিল্পকার্য্যে উহারা দক্ষিণ ইউরোপের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। তাহারা আরবি ভাষা বুঝিতে পারে; কিন্তু এখানকার অপরাপর জাতি আপনাদিগের ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা বুঝিতে পারে না। মুর জাতীয়েরা সচরাচর আলজিয়ার নগরে বসতি করে; উহাদিগের এই একটী বিশেষ স্বভাব আছে, যখন যে জাতি আল্‌জিরিয়া রাজ্য অধিকার করেন, তখন উহারা সেই রাজকীয় জাতির আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া চলে।

পূর্ব্বকালে এই আল্‌জিরিয়া রাজ্য ডে উপাধিধারী রাজগণের অধীনে ছিল; তাঁহারাই উহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। অনন্তর ইংরেজী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাশীরা উল্লিখিত ডে উপাধিধারী রাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আল্‌জিরিয়া রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহারা তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া বসতি করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সে সংকল্প অদ্যাপিও সুসিদ্ধ হয় নাই। এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইয়া বসতি করিতে হইলে বিনয় প্রভৃতি যে সমস্ত রমণীয় গুণের আবশ্যক হয়, বোধ হয়, ফরাশীদিগের সে সমস্ত গুণ অধিক নাই। তাঁহারা

এখানকার কাবলিশ ও আরবদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন; কিন্তু কাবলিশ ও আরবজাতি অতিশয় তেজস্বী, দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের অপেক্ষাও সমরকুশল ও ভীষণস্বভাব; অতএব তাহারা কেন ফরাশী জাতির পদানত হইয়া থাকিবে। এই নিমিত্ত তাহাদিগের সহিত ফরাশী জাতির সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে। কাবলিশ ও আরবেরা সুযোগ পাইলে ফরাশীদিগের অনিষ্ট সাধনে বিরত হয় না। এখানে ফরাশীদিগের আনীত বিদেশীয় কৃষকেরা বহু পরিশ্রম করিয়া শস্য রোপণ করে, কিন্তু শস্য পরিপক্ব হইতে না হইতেই আরবেরা আসিয়া তাহা কাটিয়া ফেলে ও অবিলম্বে দ্রুতগামী আরবীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া এরূপ দ্রুতবেগে পলায়ন করে যে, ফরাশীরা সন্নিহিত থাকিলেও উহার কোন প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন না। কাবলিশরা পর্ব্বত হইতে দ্রুতবেগে নামিয়া সন্নিহিত ঔপনিবেশিকদিগের গো মহিষাদি পোষিত জন্তু লইয়া যায়। ব্লাঁকুই নামক এক জন ফরাশী স্ব চক্ষে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, আলজিরিয়ায় আউড্লিলিগ্ নামক একটি শিবির আছে; যদিও ঐ শিবির দুই সহস্র পাঁচ শত সৈন্যে রক্ষিত, তথাপি উহার অধ্যক্ষ সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকে দূরবীক্ষণ সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, যদি দুর্বৃত্ত কাবলিশ অথবা আরবেরা শস্যক্ষেত্রে আইসে, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া তন্নিবারণে সমর্থ হইবেন। ফলতঃ আলজিরিয়া রাজ্যে আলজিয়ার নগর ব্যতীত আর কোন স্থানই নিরাপদ নহে। আমরা এই প্রস্তাবের শিরোভাগে এখানকার একটী আরববংশের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত করিলাম।

আলজিরিয়া রাজ্যে ফরাশীদিগের বসতি করিবার যে সমস্ত প্রতিবন্ধক উল্লিখিত হইল, এতৎ ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রতিবন্ধক দৃষ্টিগোচর হয়। ফরাশী ও এখানকার অধিবাসী ইহাদিগের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ও মানসিক ভাব একরূপ নহে; বিশেষতঃ ফরাশীরা উহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে না।

ফরাশীরা যদি বন্ধুভাবে আসিয়া এখানে বসতি করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহারা নিরাপদে থাকিতে পারিতেন না। ফরাশীরা অতিশয় ব্যয়শীল; কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা ব্যয়কুণ্ঠ, অতএব সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ হইয়া উঠিত; ইহাতে যদিও এখানকার শ্রমোপজীবী অধিবাসিগণের বিশেষ উপকার হইত বটে; কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকদিগের যৎপরোনাস্তি দুরবস্থা ঘটিত।

কিছু কাল অতীত হইল, ফরাশীরা এখানে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শ্রমোপজীবী ব্যক্তিদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের বেতনে অধিক অর্থ ব্যয়িত হওয়াতে পুনরায় তাহাদিগকে স্ব স্ব দেশে পাঠাইয়া দেন। সম্প্রতি এখানে অন্যান্য দেশ হইতে শ্রমোপজীবী ব্যক্তিরা অধিক অর্থ লাভের প্রত্যাশায় আসিতেছে বটে; কিন্তু এখানকার জল বায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর; এ প্রযুক্ত তাহারা এখানে অধিক কাল বসতি করিতে পারিতেছে না।

রামবনবাস গদ্য কাব্যের সমালোচন।

নূতন পুস্তকের সমালোচন প্রথা অবলম্বনে আমরা ইচ্ছা করিয়া অনেকের অসন্তোষ ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা পূর্ব্বে যাঁহাদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত ছিলাম, এক্ষণে তাহাদের সহিত শত্রুভাবে নিলিপ্ত হইতে হইতেছে। যাঁহাদিগের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, তাঁহারাও এক্ষণে প্রকাশ্যে আমাদিগের অপ্রিয় কথা কহিয়া থাকেন। এমন কি "যথাথ কহিলে বন্ধু বিগড়ে," জানিয়াও আমরা কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধেই আলোচিত সহৃদয় গ্রন্থকারগণের দয়া ও কৃপায় বঞ্চিত হইতেছি।

আমরা যাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষ দর্শাইয়া থাকি, তাঁহারা আমাদিগকে নিন্দুক বলিয়া থাকেন এবং অপরের প্রশংসা করিলেও তাঁহারা ক্ষুব্ধ হন কিন্তু আমরা যে সংকল্পিত স্বদেশসাহিত্যহিত সাধনব্রতে কৃতসংকল্প হইয়াছি, তাহাতে অনেকের অপ্রিয় হইয়াও কায়মনে তাহাতে নিযুক্ত থাকিব। যাহাতে কদর্য্য গ্রন্থ বিরল প্রচার হয়, যাহাতে যথার্থ গ্রন্থকারগণ প্রার্থনামত গৌরব লাভে সমর্থ হন এবং যে উপায়ে বাঙ্গালি ভাষা সপত্নীমণ্ডলে সমধিক শোভা প্রাপ্ত হন, ইহাই আমাদিগের তপস্যা। এতাদৃশ অভিসার আমাদিগের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা নহে, প্রত্যেক বাঙ্গালিসন্তানের স্বদেশভাষার উন্নতি সাধনে যত্ন গ্রহণে তুল্যাধিকার।

রামবনবাস নামে করুণরসপ্রধান একখানি গদ্য কাব্য প্রাপ্ত হইয়াছি। মহেশপুর আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীশ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ ইহার প্রণেতা। এই গ্রন্থ মহাকবি বাল্মীকিপ্রণীত অযোধ্যাকাণ্ডের কিয়দংশের অনুবাদ। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "ইহাতে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত বৃত্তান্ত সমুদায়ের মিল রাখা হইয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে বর্ণনার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও রাজনীতি প্রভৃতি কএক বিষয়ক উপদেশ নূতন সংকলন করিয়া দিয়াছি।" বিজ্ঞাপনে ইহার মূল্যও নির্দ্ধারিত আছে, বিদ্যালয়ের নিমিত্ত গৃহীত হইলে এক টাকা অন্যত্র পাঁচ সিকা।

এই গ্রন্থের অবলম্বিত উপাখ্যান যেমন মনোহর, ইহার রচনাপ্রণালী তাদৃশ কদর্য্য। বোধ হয়, গ্রন্থকার ইহা প্রণয়ন করিয়া কেবল রাজসভাতেই পাঠ করিয়াছিলেন, পুনরায় সংশোধন করিতে অবকাশ [illegible] নাই; তাহা হইলে ইহাতে এত অধিক [illegible] লক্ষিত হইত না। কিন্তু যে গ্রন্থ [illegible] করিতে হয়, বিশেষতঃ যে পুস্তক [illegible] পাঠ্য গ্রন্থ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা এরূপ জঘন্য করিয়া প্রণয়ন করিলে আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষোভ পাইতে হয়।

যে যে দোষের জন্য আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছি, তাহার কতকগুলি প্রদর্শিত হইতেছে। এই গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই ইহা পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কেবল অতি জঘন্য সমালোচনপ্রথার অনুরোধে ৩১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে এমন কোন পৃষ্ঠাই নাই, যাহাতে কোন না কোন প্রকার দোষ দৃষ্ট হয় না। পাঠকগণের গোচরার্থ কতকগুলি দোষ উদাহরণ সহিত প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম। অধিকাংশ স্থানে রচনার লালিত্য ও

মাধুর্য্য নাই ; প্রথম পৃষ্ঠায় কিয়দংশ পাঠ করিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে ; যথা,—

রাজা দশরথ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা বধূর মুগ্ধ মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইলেন এবং মহাসমারোহে পুত্রোদ্বাহ মহোৎসব নির্ব্বাহ করিয়া মনের সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। রাজমহিষীরা নব বধূদিগকে বসন ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া কন্যা জনয়িত্রী না হইয়াও কন্যা লালন রূপ গার্হস্থ্য সুখ অনুভব করিয়া পরম সুখে সময় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজকুমারেরা অভিমত বধূর পাণি গ্রহণ করিয়া পিতা বিদ্যমান থাকায় নিশ্চিন্ত চিত্তে বিষয় সুখ সম্ভোগে সময় অতিবাহন করিতে লাগিলেন। প্রজাবর্গ রাজার সুখে সুখ সচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিল।

কোন কোন স্থানের অর্থ বোধ হয় না। যথা,—

সুখের সময় অনাময় সম্পদ্ বন্ধুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজমান হইয়া উঠিল। (১ পৃ ১১ প)

সামান্য সূত্রে ক্রোধের এরূপ আবির্ভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে যে, উহা সমূলে উন্মূলিত হইলেও শরীর সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ হয় না। (২হয়েন প)

“এই স্থলে আবির্ভাব নামিয়া সাপদটির ক্রিয় কোথা ? যদি “ জন্মে ”ইযাদি পোষিত হইত উহার অন্বয় করা হয়, তবে ইহাকে বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। এবং “ উহা ” এই এক বচনান্ত পদটি ক্রোধ কি চিত্তচাঞ্চল্য ?

“সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব, সমাশ্রয় ইত্যাদি ষাড়্গুণ্য প্রয়োগ বিষয় বিশেষে নিবেশিত করা সামান্য বিবেচনার কর্ম্ম নয়। ” (২ পৃ ১৯ প)

“ ইত্যাদি ” শব্দ দ্বারা একবিধ অনুল্লেখিত বিষয়গুলি উহ্য হইয়া থাকে। এস্থলে সন্ধি প্রভৃতি ছটি গুণই উল্লেখিত হইয়াছে, তবে “ ইত্যাদি ” শব্দে আর কি উহ্য করিতে হইবে ?

দক্ষিণ বায়ু ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে লাগিল।) (৪ পৃ ৫ প)

“ সঞ্চালন করিতে লাগিল।” ইহার অর্থ চালাইতে লাগিল। এখানে “ দক্ষিণ বায় কাহারে চালাইতে লাগিল ? অথবা কে দক্ষিণ বায়ু চালাইতে লাগিল ? যদি দক্ষিণ বায়ু কর্ত্তা হয়, তবে সঞ্চালন শব্দ না দিয়া সঞ্চরণ শব্দ দেওয়াই উচিত ছিল। সঞ্চলন এই প্রযোজ্য ক্রিয়াটি কখন সঞ্চরণার্থ হইতে পারে না।

যে সকল স্থানে সুগম করা যাইত, তাহাও ইচ্ছাকৃত কঠিন করা হইয়াছে ; যথা,—

তন্ত্রাবাপ দ্বারা স্বপর রাষ্ট্রের রন্ধ্রান্বেষণ, পণ্য দ্রব্যের যোগ ক্ষেমতা সম্পাদন, কোষদণ্ড সমুত্থিত তেজঃদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় অভ্যুদয়ন, প্রনিধি প্রবেশদ্বারা দ্বাদশ রাজমণ্ডলের প্রবৃত্তির অবগমন, প্রজাপুঞ্জের নানাপ্রকার বিবাদ ভঞ্জন এবং সর্ব্বদা স্বয়ং সকল বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা বলিষ্ঠের কর্ম্ম। (২ পৃ ২১ প)

সচরাচর ষষ্ঠ্যন্ত পদটি প্রথমান্ত পদের পূর্ব্বে থাকে, কিন্তু এ গ্রন্থে তাহার বিপরীত ; যথা,—

রাম আমার এরূপ গুণভূয়িষ্ঠ !(৫ পৃ ১৬ প)

বৎস রাজা বলিয়া আহূত হইবেন ইহা শ্রবণের অমৃত ঘোষণা। (৮ পৃ ৮ প)

এখানে ঘোষণা শব্দ কি চমৎকার সংলগ্ন হইয়াছে !

প্রবলবেগে উল্কাপাত ভূতলে পতিত হইতেছে। (১২ পৃ ৩ প)

এস্থলে “ পাত ” কিংবা “ পতিত ” শব্দ নিরর্থক হইতেছে।

মন্থরা কৈকেয়ীর অসন্তোষের চিহ্ন দেখিয়া বলিল। যাহার বুদ্ধিবলে উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলে, চতুর্দ্দশ বৎসর পরেও তাহারই ক্ষমতায় পরিত্রাণ হইবে। (১৮ পৃ ১ প)

রাজা একান্তঃ হতাশ হইয়া তদীয় প্রিয়সখী মন্থরাকে বলিলেন, মন্থরে ! তুমি প্রেয়সীর প্রিয়সখী, আমা অপেক্ষাও তুমি প্রিয়ার প্রিয়তরা। বাল্যাবধি এক স্থানে নিবাস একত্র সহবাস প্রযুক্ত অকৃত্রিম প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে, মহিষী যাহা আমার নিকট লজ্জা বা অন্য কারণে ব্যক্ত করেন না। তোমার নিকট তাহা অব্যক্ত্য রাখেন না। ভাল, তোমারে জিজ্ঞাসা করি, আজ অকারণে প্রেয়সী কোপনা কেন ? কি জন্যই বা উহার অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর আবিভূ্ত হইয়াছে। তোমরা বল, যদি অজ্ঞান বশতঃ আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি। তাহার পরিহারের উপায় দেখি। কারণ না জানিলে প্রতিকার হইতে পারে না। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা। স্ত্রৈণপুরুষের হিতাহিত জ্ঞান নাই। স্ত্রীর মুখ বিষণ্ণ দেখিলে হতবুদ্ধি হন। মন্থরা এরূপ অনর্থোৎপত্তির কারণ, তাহাকেই রাজা উপায়ের কারণ বলিয়া স্থির করিলেন। অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করা, যে কত অপকার তাহা পরে জানিতে পারে না। (২০ পৃ ১১ প)

এস্থলে “ মন্থরা এরূপ অনর্থোৎপত্তির কারণ, তাহাকেই রাজা উপায়ের কারণ বলিয়া স্থির করিলেন ” আমরা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

চতুরা মন্থরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া কপট নাটকের অদ্ভুত প্রস্তাবনা করিল।

এস্থলে যখন নাটক ও প্রস্তাবনা শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তখন বোধ হয়, গ্রন্থকার মন্থরার কপট ভাবরূপক অলঙ্কার সহকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই স্থানটি তাহা না হইয়া গ্রন্থকারের রচনাশক্তির অপরিপক্বতার প্রমাণস্বরূপ ছাতারের নৃত্য হইয়াছে।

মহারাজ ! ও নিতান্ত মানিনী, আপনার আদরে এত দূর সৌভাগ্য মানিয়া থাকে যে, মহারাজের প্রিয়তর কেবল ঐ বাস্তবিকও যথার্থ কথা আমরা দেখিয়াছি আপনিও কখন মহিষীর কথার অবাধ্য হন নাই।২১পৃ২৩ প

এই স্থানটির কি অর্থ আছে ? অর্থাগম করা সরস্বতীরও সাধ্য নহে !

রাজা কৈকেয়ীর প্রার্থনা শুনিবা মাত্র ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল জড়প্রায় হইয়া নিষ্পন্দভাবে রহিলেন। অনন্তর চেতনা লাভ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এবং কৈকেয়ীর সন্তোষ সাধন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া বলিলেন, (২৩ পৃ ১৪ প)

এই টুকু পাঠ করিলে, বোধ হয়, ইহার পরে যাহা লিখিত হইতেছে ; তাহা কেবল কৈকেয়ীর প্রীতিকর হইবে ; কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরের বাক্য গুলি তাহার বিপরীত। যথা,—

কৈকেয়ী ! তোমার মনে এই ছিল। আমার হর্ষের সময় বিষাদসাগর উচ্ছলিত করিলে। আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, একেবারে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ। রামই বা তোমার কি অপরাধ করিয়াছে, যে তাহাকে কুলদূষকের ন্যায় বনবাস দিতে ইচ্ছা কর। রাম আমার জীবন সর্ব্বস্ব। সেই সর্ব্বস্ব ধন কি রূপে সামান্যবস্তুর ন্যায় অরণ্যে বিসর্জ্জন করিব। রাম আমার নয়নাভিরাম এবং সর্ব্ব প্রকার আরাম স্থান। তাহার অপকার করিলে আমার সমদায় সুখ অপহৃত হইবে। রামের কোন অপরাধ নাই। সে নিরপরাধের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে মনের কি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে ? রামের মোহন মূর্ত্তি স্মরণ হইলে শাত্রব ব্যবহার কি কাহার মনে উদিত হইতে পারে ? রামের প্রফুল্ল মুখকমল ম্লান দেখিলে কি আর জীবন ধারণ করা যায় ? ধিক্ অশান্তে ! এরূপ মর্ম্মান্তিক পরিহাস কেহ করে না। রাম আমার নিতান্ত শিশু ও একান্ত ঋজু। শিশু সন্তানের প্রতি, স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক স্নেহ আছে সেই স্ত্রীজাতিসুলভ স্নেহ তোমার হৃদয় হইতে একবারে কি অন্তর্হিত হইল ? স্বামির প্রিয়বস্তুর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা প্রণয়িনীর কর্ম্ম। রাম আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর। প্রেয়সি ! সেই প্রাণাধিকের অমঙ্গল সাধনে বিরতা হও। তুমি ওকথা আর মুখেও আনিও না। আর তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব। কি কৌশল্যা, কি সুমিত্রা, কি রাজলক্ষ্মী অধিক কি প্রাণ দিয়াও যদি তোমার অঙ্গীকার পূরণ করিতে হয়, তাহাও করিব। তথাপি পিতৃবৎসল রামেরে প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেকয়রাজপুত্রি ! রামেরে পরিত্যাগ করিলে তোমার ও আমার অপযশ চিরস্থায়ী হইবে। তুমি রাম হইতে কি কি সুখের প্রত্যাশা না করিতে পার, রাম কৌশল্যা অপেক্ষা তোমাকে অধিক মান্য করিয়া থাকে। ভরত অপেক্ষাও অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকে। তুমিও ভরত অপেক্ষা রামেরে অধিক স্নেহ করিয়া থাক। ভরতে ও রামে আমার কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এই কথা বারম্বার বলিয়া থাক। অকারণে এই ঘৃণাকর কথা তোমার মুখ দিয়া নির্গত হইল কেন ?

ইহা আপনি জানেন যে, আমি যাহা আর্দাশ করিয়া থাকি, তাহার অন্যথা হয় না। (২৮ পৃ ১৬ প)

এস্থলে “ আর্দ্দাশ ” শব্দটি প্রয়োগ করা উপযক্ত হয় নাই।

কৈকেয়ীর ব্যবসায়ের নির্ব্বন্ধতা ও ঘোরতর শপথের প্রাদুর্ভাবিতা বিবেচনা করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির একান্ত অন্তরায় ভাবিয়া, হা রাম! এই বলিয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূমিপতি ভূতলে পতিত হইলেন। (২৯পৃষ্ঠা ২প)

নির্ব্বন্ধ বিশেষ্য; দৃঢ় যত্ন (জিদ্) উহার অর্থ, কিন্তু গ্রন্থকার অনুপ্রাসের অনুরোধে তাহার পরে "তা" শব্দ দিয়া শব্দার্থের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন এবং এই নিমিত্তই এই বাক্যের কর্ত্তৃপদ "ভূমিপতি" অযথাস্থানে নিবেশিত হইয়াছে।

এ তোমার কেকয় রাজ্য নয়। এবং কিস্কিন্ধা রাজধানী নয় যে তোমার, ভরত রাজা হইবে, এবং তুমি রাজমাতা হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিবে। ইহার নাম অযোধ্যা এ সূর্য্যবংশের সাম্রাজ্য। (২৯পৃ ২য়,প)

কেকয় রাজ্য ও কিস্কিন্ধ রাজধানীর কথা উল্লেখ করিয়া কৈকেয়ীরে ভৎর্সনা করা হইতেছে কেন? যদি কখন কৈকেয়ী বা কৈকেয়ীর সদৃশ কোন লঘুচিত্ত স্ত্রী কেকয় ও কিস্কিন্ধা রাজ্যে এইরূপ করিতেন, তাহা হইলে উক্ত বাক্য সঙ্গত হইতে পারিত। বোধ হয়, কোন অশিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের কলহ শুনিয়া গ্রন্থকারের মনে ঐরূপ ভাব জন্মিয়াছে।

গ্রন্থকার যে অভিপ্রায়ে রামবনবাস পুস্তক প্রচার করুন না কেন, ইহা কোন প্রকারেই কিঞ্চিন্মাত্র অভীষ্ট সাধন করিবেক না বরং "তাবচ্চ শোভতে মূর্খোযাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" এই সংস্কৃত শ্লোকেরই সার্থকতা হইয়াছে, ফলে এই সকল মহাপুরুষের হস্তেই বালকবর্গের শীক্ষাকার্য্য ন্যস্ত হওয়ায় বঙ্গদেশের হিতচিকীর্ষু মাত্রেই বিলক্ষণ দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

প্রত্যুৎপন্ন মতির পুরস্কার।

প্রুসিয়ার অধিপতি ও এক জন সেনা।

প্রুসিয়ার অধিপতি ফ্রেডারিক সৈন্যগণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, সামান্য সামান্য সেনাগণের নাম পর্য্যন্তও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি এক দিন রজনীযোগে ছদ্মবেশে একটি পান্থশালায় গিয়া উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন, এক জন সেনা বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পান, ভোজন ও আমোদ প্রমোদ করিতেছে। ঐ সৈন্য ফ্রেডারিককে চিনিতে না পারিয়া সামান্য ব্যক্তি বিবেচনায় নিকটে ডাকিল ও পান ভোজন করিতে অনুরোধ করিল। ফ্রেডারিক অতিশয় আমোদপ্রিয় ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ উহার নিকটে গেলেন ও পান ভোজন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! তোমার বেতন অতি অল্প, তুমি কিরূপে এত অধিক ব্যয় কর? তখন সে উত্তর করিল, কেন ভাই? আমি আপনার তরবার বন্ধক দিয়া টাকা লইয়াছি! ইহাতে ফ্রেডারিক কহিলেন, সৈন্য রচনার দিবসে যদি তোমার তরবারের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তুমি কি কর? ইহাতে সে উত্তর দিল, আমার একখানি কাষ্ঠের তরবার আছে, আমি তদ্দ্বারা সেই প্রয়োজন সম্পন্ন করি। পর দিবস ফ্রেডারিক সৈন্য রচনা করিলেন ও সেই সৈন্য যথায় দণ্ডায়মান ছিল, তৎপার্শ্ববর্ত্তী এক জন সেনাকে ছলক্রমে দোষী করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিতে উহারে আদেশ দিলেন। তখন সে কহিল, মহারাজ! আমি এরূপ ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিতে পারিব না, আমারে ক্ষমা করুন। সে এই কথা বারংবার কহিতে লাগিল, কিন্তু ফ্রেডারিক তাহাতে সম্মত হইলেন না; বরং আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সে উপায়ান্তর না দেখিয়া চীৎকার স্বরে কহিতে লাগিল, হে পরম কারুনিক পরমেশ্বর! আমি রাজাজ্ঞায় এই পাপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতেছি, অতএব প্রার্থনা, যাহাতে আমার এই লৌহময় অসি কাষ্ঠময় হয়, আপনি তাহার একটি উপায় করিয়া দিউন। সে এই মাত্র বলিয়া কোষ হইতে কাষ্ঠময় তরবার নিষ্কাশিত করিল; তখন অন্যান্য সেনারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল; কিন্তু মহারাজ ফ্রেডারিক পূর্ব্বাপর সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার হাস্যের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ঐ সৈন্যের এতাদৃশ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ও তাহারে বহুবিধ পুরস্কার দিলেন।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব ৮০ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৮৩, অগ্রহায়ণ। [১ পর্ব্ব ২ কল্প।

চতুর্থ এড ওয়ার্ড।

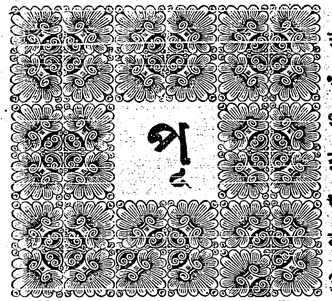

পূর্ব্বকালে ইউরোপ খণ্ডে নাইট উপাধিধারী ভদ্রসন্তান ও রাজবংশীয়েরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা সচরাচর সন্নাহে সমাচ্ছাদিত হইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বেড়াইতেন ও কোন ব্যক্তিকে বিপদে পতিত দেখিলে সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিবিধান করিতেন। এমন কি, অনেক স্থলে তাঁহারা জীবন দিয়াও বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে এই মহোপকারিণী প্রথা প্রবল রূপে প্রচলিত হয়, অনন্তর ক্রমশঃ উহা তিরোহিত হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সিংহাসন শূন্য হয়। অরাজক হইলে রাজ্যে প্রায়ই নানাবিধ গুরুতর অত্যাচার ঘটিয়া থাকে। ইংলণ্ডবাসীরা যুদ্ধকার্য্যে অতিশয় ব্যাপৃত হইলেন; বিশেষতঃ এই সময়ে আবার ইয়র্ক ও লঙ্কাটোর সায়ারের দুইটা রাজবংশ ঐ সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করেন, ইহাতে রাজ্য উৎসন্ন প্রায় হয়, সুতরাং ইংলণ্ডবাসীরা উল্লিখিত মহোপকারিণী প্রথার অনুসরণে নিবৃত্ত হইলেন। তখন বীরত্ব দেখাইবার ও পরোপকার করিবার অভিলাষও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহাতে যে কেবল নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা অত্যাচার আরম্ভ করিল, এমত নহে, ভদ্রসন্তান ও রাজবংশীয়েরাও দুরাচারপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। যে চতুর্থ এডওয়ার্ডের প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব অবধারিত হইল, তিনিই এই সময়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। চতুর্থ এড্ওয়ার্ড সাহসী, শান্তপ্রকৃতি ও অতিশয় আমোদপ্রিয় ছিলেন; দোষের মধ্যে এই যে, তিনি তাদৃশ দূরদর্শী ছিলেন না। আমরা এই প্রস্তাবে তাহার একটা চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত করিলাম। এই চিত্রময় প্রতিরূপ দেখিলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরিচ্ছদ বিষয়ে ইংলণ্ডীয় বীর পুরুষগণের যে কত দূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ হৃদ্গত হইতে পারে।

ইতিহাসলেখকেরা বলেন, ইংলণ্ডে এই একটা প্রথা প্রচলিত ছিল, রাজা যুদ্ধে জয়ী হইলে পরাজিত নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিহত করিতেন না; প্রত্যুত বিনা নিষ্ক্রয়ে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি প্রদান করিতেন। চতুর্থ এড্ওয়ার্ড বলিয়া গিয়াছেন, আমি যুদ্ধে জয়ী হইবামাত্র অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ

চতুর্থ এড ওয়ার্ড।

করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম,নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে ছাড়িয়া দেও ও ভদ্রসন্তানগণকে মারিয়া ফেল। তাঁহার এই বাক্যটী সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিকতর বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে ; উল্লিখিত যুদ্ধে ষাটি জনের ন্যূন নহে ও অশীতি জনের অধিক নহে, রাজবংশীয় ও ভদ্রসন্তান নিহত হয়েন।

মহারাণী এলিজেবেথ।

৭৭ খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠার পর।

রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত রাণী জল স্থল উভয় পথেরই উপযুক্ত সৈন্য প্রস্তুত রাখিতে বিলক্ষণ তৎপরা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনে তরির অপেক্ষা অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল। এক জন গ্রন্থকার ব্যক্ত করিয়াছেন, যে যে সময় এস্পেন দেশীয় আরমেডা নামক বিখ্যাত রণতরির সহিত মহারাণীর সেনাদিগের যুদ্ধ হয়, তৎকালে রাণীর পক্ষে প্রায় সার্দ্ধলক্ষ সুশিক্ষিত

রণনিপুণ সৈন্য বিদ্যমান ছিল, অপর এক জন গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ঐ সময় সার্দ্ধলক্ষ রণদক্ষ ব্যক্তি রাজসৈন্যমধ্যে সন্নিবেশিত ছিল বটে, কিন্তু তৎকালে ইংলণ্ড রাজ্যে প্রায় নয় লক্ষ লোকের বাস ছিল এবং তন্মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিত।

মহারাণী এলিজেবেথের অর্থাগমের প্রতি যেমন বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল, সেই রূপ ব্যয় লাঘবের দিকেও সম্পূর্ণরূপ যত্ন ছিল, পারত পক্ষে তিনি কখনই ব্যয়সাধ্য কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইতেন না। অতি যৎসামান্য ব্যয়ও তাঁহার অগোচরে হইতে পারিত না। তাঁহার আপনার পরিচ্ছদ ব্যতিরেকে রাজধানীতে আর কোন প্রকার ব্যয়বাহুল্যের বিষয় ছিল না। তিনি অত্যন্ত পরিমিতব্যয়ী বা এক প্রকার ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্যয়বাহুল্যের আশঙ্কাও অনেকে তাঁহার উদ্বাহ ইচ্ছার প্রতিরোধিনী বলিয়া মনে করেন। এই রূপ পরিমিত ব্যয় দ্বারা তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়া অনেক পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, ফ্রান্সের রাজা প্রভৃতি অনেককে ঋণ দিয়াছিলেন এবং রাজকোষেও যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত করিয়াছিলেন। তিনি সময় বিশেষে এবং পাত্র বিশেষে কখন কখন দানও করিতেন ; কিন্তু তাঁহার অতীব প্রিয় পাত্র আরল অব এ সেক্সকে যত অর্থ দান করিয়াছিলেন, তত আর কখনই কাহাকে দেন নাই। লর্ড বরলে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি এসেক্সকে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে করভারে প্রপীড়িত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না ; কিন্তু তাঁহার বিজাতীয় অর্থতৃষ্ণা শান্তি করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবসায়কে রাজনির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতেন এবং নানাপ্রকার বাণিজ্য হইতে সমধিক শুল্ক গহণ ও আর আর প্রকার নানা কৌশলে প্রজার অর্থ শোষণ করিতেন।

বাণিজ্য ব্যতিরেকে রাজ্য রক্ষা ও রাজ্যের উন্নতি হওয়া কোন রূপেই সম্ভব হইতে পারে না, মহারাণী এলিজেবেথের তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ছিল এবং বাণিজ্য চিন্তার দিকেও তাঁহার বিলক্ষণ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাণিজ্যঘটিত তাঁহার নিয়মের দোষে সে ইচ্ছা চরিতার্থ হইত না। তিনি রুশ রাজ্যের সম্রাট্ জারের সহিত সদ্ভাব সঞ্চার করিয়া উক্ত রাজ্যে ইংরেজ জাতির নিষ্কর বাণিজ্য প্রচলিত করিয়াছিলেন। যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি নামক বণিকসম্প্রদায় হইতে ভারতবর্ষে ব্রিটিস্ অধিকারের সূত্রপাত হয়। ১৬০০ খ্রীষ্টীয় শকে মহারাণী এলিজেবেথই উক্ত সওদাগরদিগকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রদান করেন।

বিদ্যাবিষয়েও তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল এবং তিনি ইউরোপের তৎকালপ্রচলিত ও অপ্রচলিত অনেক প্রকার ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় রাণীদিগের মধ্যে কাথেরাইন পার একদা একখানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং লেডি জেন গ্রে অনেক বিষয়ে বিশেষ গুণবতী ছিলেন, জেন গ্রে যে প্রকার বয়সে যত বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বিদ্যাবতী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এলিজেবেথই বিদ্যাবিষয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কথিত আছে যে, তিনি স্বয়ং অনেক গ্রন্থ রচনা এবং অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং গ্রীক্ ও লাটিন প্রভৃতি অপ্রচলিত ভাষাতে সুশিক্ষিতা ছিলেন। কেম্‌ব্রিজস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপক এক বার তাঁহাকে গ্রীক্ ভাষায় কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ

ঐ ভাষাতেই মুখে মুখে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি আর এক বার এক জন প্রধান রাজপ্রতিনিধির সহিত লাটিন্ ভাষায় কথোপকথন করিয়া আপন কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "যে আজি আমারে বহু দিনের পর পূর্ব্বশিক্ষিত ও চিরবিস্মৃত ল্যাটিন্ ভাষা স্মরণ করিয়া অমুকের সঙ্গে কথা কহিতে হইয়াছিল"। স্কট্‌লণ্ডের রাণী মেরির স্বামী আরল্ অব ডারণ্‌লীর অপঘাত মৃত্যুর পর রাজ্যস্থ বহু লোকের বিমতে তাঁহার সহিত আরল অব বর্থওএল নামক এক জন যুবা পুরুষের বিবাহ হইলে উক্ত রাজ্যের ইতর ভদ্র অনেক লোক এবং রাজদরবারের প্রধান প্রধান অনেক কর্ম্মচারী তাহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ রাজ্ঞীর প্রতি অনেক প্রকার অত্যাচার করিয়া তাঁহারে কারাবদ্ধ করিয়া রাখে এবং আর আর নানামত তাঁহাকে তিরস্কৃত ও অপমানিত করে। তৎকালে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথ এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ঐ বিদ্রোহানল ও হতভাগিনী মেরীর দুঃখানল নিবারণ করণার্থ উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া অর্থাৎ বিদ্রোহাচারী এবং মেরী উভয় দলের শিক্ষা প্রদান করিয়া স্বীয় অমাত্য নিকোলাশ থ্রগমটনের হস্তে এমনি তৎকালোচিত অপূর্ব্ব কৌশলপূর্ণ পত্র লিখিয়া পাঠান এবং স্কট্‌লণ্ডে পুনঃ শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত এমনি কএকটি আশ্চর্য্য নিয়ম প্রস্তাব করিয়া দেন যে, অসামান্য রাজকার্য্যদক্ষ বহুদর্শী ও বিপুল নীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়াও তদ্রূপ লিপি রচিত বা সে প্রকার নিয়ম প্রস্তাবিত হওয়া সহজ বোধ হয় না। উক্ত ঘটনায় তিনি মেরীকে মেরীর মত, প্রজাবর্গকে প্রজার মত এবং রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রত্যেককে আপন আপন পদের মত উপদেশ দিয়া এমনি সুযুক্তিযুক্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তন্নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রকেই তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে হয়। এই রূপ আরও অনেক সময় অনেক অনেক বিষয়ে তিনি অসামান্যা বুদ্ধিমতী স্ত্রীর ন্যায় কার্য্য করিয়া তৎকালীন অনেক লোকের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার ব্যক্ত করেন যে, নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল এবং অনেক পুরাবৃত্তগ্রন্থেও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। মহারাণী এলিজেবেথ যে, কেবল আপনার অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবেই যাবজ্জীবন বিস্তীর্ণ ইংলণ্ড রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া সমভাবে স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা সকলেই একবাক্য হইয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং সকলেরই রচনা হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সময় তিনি ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনাধিকারিণী হইয়া বিপুল প্রজার উপর আধিপত্য করেন, স্কট্‌লণ্ডের সুবিখ্যাতা রাণী মেরীও সেই সময় স্বীয় পিতৃরাজ্যে অভিষিক্তা ছিলেন। মেরীর রূপ গুণ উভয়ই অসাধারণ, তাঁহার সদৃশ রূপগুণসম্পন্না স্ত্রীলোক বোধ হয় রাজকুলমধ্যে অতি বিরল কিন্তু তাঁহার কোন কোন গুণ রাজ্য শাসন ও লোক রঞ্জনের অনুপযোগী হওয়াতে তাঁহারে যে কত বার কত প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, তাঁহার এক এক বারের অসহ্য যন্ত্রণার কথা শ্রবণ করিলে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও মনে করুণার সঞ্চার হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথ এমনই সুচতুরা ও সুবিচক্ষণা ছিলেন যে, তিনি কত বার কত প্রকার নিন্দনীয় ও কদর্য্য কর্ম্ম করিয়াও কখন মেরীর তুল্য দুরবস্থায় পতিত হন নাই; আপনার

চতুরতাপ্রভাবে কত সময় কত প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষের প্রতিপক্ষতা করিয়াও জয়ী হইয়াছেন, কত মহা মহাবীরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অক্লেশে পার পাইয়াছেন; কত সময় কত প্রকার বিপদে পতিত হইবার উপক্রমেই সতর্ক হইয়াছেন এবং কোন কোন সময় বাস্তবিক বিপদে পতিত হইয়াও অমনি অমনি তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই রূপ রাজকর্ম্মদক্ষতা ও লোকব্যবহারপ্রাজ্ঞতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে মহারাণী এলিজেবেথকে অসামান্য ধীসম্পন্ন স্ত্রীলোক বলিয়া প্রতীতি হয়। তিনি বুদ্ধিমতী এবং কোন কোন অংশে বিদ্যাবতীও ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিদ্যার প্রতি যেমন অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, অসঙ্গত আত্মাদর থাকাতে বিদ্বান্ লোকের প্রতি সে প্রকার আদর করিতেন না। পাছে কোন ব্যক্তি তাঁহা অপেক্ষা কোন বিষয়ে অধিক গুণবান্ হইয়া অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন এবং এই নিমিত্ত কোন বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রতি সমুচিত আদর প্রকাশ করিতে পারিতেন না। তৎকালবর্ত্তী প্রসিদ্ধ ইংরেজীলেখক এম্পেসের বহু কাল পর্য্যন্ত যৎ সামান্য ভাবে অনাদৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং সার ফিলিপ সিড্‌নিরও এই রূপ অবস্থা হইয়াছিল।

কেবল যে বিদ্যাবিষয়েতেই তাঁহার আত্মাদরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন নহে; আরও অনেকানেক বিষয়ে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে কত দূর পর্য্যন্ত রূপবতী ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে সন্দর্শন বা তাঁহার প্রতিকৃতি অবলোকন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের আর কিছুই অবিদিত নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, রাণী সৌন্দর্য্য বিষয়ে আপনারে অদ্বিতীয় ও উপমারহিত বলিয়া মনে করিতেন; রূপের নিমিত্তই প্রথমতঃ স্কটের রাণী মেরির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে এবং ক্রমে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান রাজ্য সম্পদ্ সম্পর্কীয় আর আর প্রকার বিষয়ের বিজাতীয় ঈর্ষা ইন্ধনস্বরূপ হইয়া সেই দ্বেষানলকে উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত করে। আপনকার সৌন্দর্য্য বিষয়ে এলিজেবেথ এমনই মুগ্ধ ছিলেন যে, বিশ্ববিখ্যাতা রূপবতী মেরি অপেক্ষাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া কখন কখন অভিমান করিতেন। সৌন্দর্য্য বিষয়ে তাঁহাকে সহসু প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিলেও তিনি তাহা স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ঐ বিষয় লইয়া তাঁহার সহচরীরা তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই এক প্রকার পরিহাস করিত। তিনি একদা এক জন সহচরীকে আপনকার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল যে, "মহারাণীর রূপের এমনি ছটা যে, মুখের দিকে তাকাইতে ক্লেশ বোধ হয়। তাঁহার শরীরের মধ্যে যে অঙ্গ যে প্রকার হওয়াতে তাঁহাকে অধিক কুৎসিত বোধ হইত, তিনি সে অঙ্গ সেই প্রকার হওয়াই সৌন্দর্য্যের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার তাম্র বর্ণ কেশ ছিল বলিয়া তিনি ঐ প্রকার বর্ণই সুকোশের লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। স্কট্‌লণ্ডের রাণী মেরি একদা উক্ত রাণীর সহিত সদ্ভাব সঞ্চার করিবার উদ্দেশে সর জেমেস মোলবিল নামক মন্ত্রীকে লণ্ডন নগরে প্রেরণ করেন। সুবিচক্ষণ মন্ত্রী মোলবিল ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবিলম্বেই তাহার সমস্ত ভাব ভক্তি বুঝিয়া লইলেন এবং স্বীয় ভর্ত্রী মেরির উপদেশানুসারে এলিজেবেথের সহিত রাজকীয় কি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কীয় কোন প্রকার গম্ভীর বিষয়ে কথোপকথন না করিয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদের প্রসঙ্গ দ্বারা অচিরে তাঁহারই প্রসাদ-

ভাজন ও বিশ্বাসপাত্র হইয়া উঠিলেন এবং এলিজেবেথও অকপট হৃদয়ে উক্ত মন্ত্রীর নিকট অবোধ বালিকার ন্যায় আপনার প্রকৃতিসিদ্ধ লঘুতা, চপলতা ও সমস্ত তরলতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মন্ত্রীর নিকট হইতে নানা দেশীয় মহিলাগণের নানা প্রকার বেশ ভূষার নাম ও সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যে আমিও সকল দেশীয় লোকের বেশভূষা ধারণ করিয়া থাকি এবং তদবধি তিনি প্রতিদিন এক প্রকার নূতন বেশ ধারণ পূর্ব্বক মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক দিন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমাকে কোন্ প্রকার বেশে সমধিক সুন্দর দেখায়? সুচতুর মন্ত্রিবর ঠিক্ তাঁহার মনের মত উত্তর প্রদান করিবার তাৎপর্য্য কহিলেন "যে মহারাণীকে সর্ব্বাপেক্ষা ইটালী দেশীয় বেশেই অধিক সুদৃশ্য বোধ হয়।" কারণ ঐ প্রকার বেশ ধারণ করিবার সময় মহারাণীর তাম্রবর্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ কপোলযুগলে বিলম্বিত থাকাতে তিনি আপনাকে ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপবতী বলিয়া মনে করিতেন। কোন্ দেশের কোন্ প্রকার বর্ণ অধিক সুদৃশ্য? মেরির কেশ দেখিতে ভাল কি তাঁহার ভাল, মেরির বর্ণ অধিক উজ্জ্বল কি তাঁহার বর্ণ অধিক উজ্জ্বল? মেরি অধিক দীর্ঘাকারা কি তিনি? এলিজেবেথ মন্ত্রীকে এই প্রকার নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে মন্ত্রী অতি সাবধান পূর্ব্বক উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন এবং মহারাণী মেরি মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত আলাপ দ্বারা চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকেন, মন্ত্রীর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাণী তাঁহাকে স্বীয় সঙ্গীতনৈপুণ্য দেখাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। রূপ গুণাদি সকল বিষয়তেই এলিজেবেথ মেরির অত্যন্ত ঈর্ষা করিতেন এবং সকল বিষয়েতেই তদপেক্ষা আপনাকে উচ্চ বলিয়া অভিমান করিতেন। বস্ত্রাভরণের কৃত্রিম শোভা দ্বারা মেরির অবশ্যম্ভূত অব্যাজ শারীরিক সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিবার নিমিত্ত এলিজেবেথ যে কত প্রকার বেশ ভূষা ধারণ করিতেন, বোধ হয়, তাহা সম্যক্ ব্যক্ত করা অসাধ্য; প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বেশাগারমধ্যে তিন সহস্র বিভিন্ন প্রকার সজ্জা প্রস্তুত দৃষ্ট হইয়াছিল। রাজ্য শাসন ও প্রজাপালনাদি ব্যাপারেতে উক্ত রাণীর যাদৃশ ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বাদি সদ্গুণরাশি প্রকাশ পাইত, বিনয় ব্যবহার ও আর আর প্রকার আলাপ প্রসঙ্গে তাদৃশ গুণ ব্যক্ত হইত না। অসঙ্গত আত্মাদর ও আত্মশ্লাঘার নিমিত্ত সর্ব্বদাই লোকের অপ্রীতিভাজন হইতেন এবং অকপটভাব ধারণ করিলেই প্রায় আপনার স্বভাবসিদ্ধ লঘুতা ও চপলতা ব্যক্ত হইয়া পড়িত।

তাঁহার রাজত্বের সময় অনেক প্রকার মহৎ ব্যাপার সংঘটিত হয় এবং সেই সকল কার্য্যে তিনি উৎসাহ ও অনুরাগ প্রকাশ করাতে তৎকালীন লোকের নিকট তাঁহার অনেক প্রকার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু স্কট্লণ্ডের মহারাণী মেরির হত্যা ব্যাপারেই তাঁহার সমস্ত যশের লোপ হইয়া ভূমণ্ডলমধ্যে অনপনীয় চিরকলঙ্কের ধজা উড্ডীন হইয়া উঠে। ঐ দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত তিনি অনেক প্রকার কৌশল করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হতভাগিনী মেরির মৃত্যুর পর এলিজেবেথ অনেক প্রকার কপট শোক প্রকাশ

করিয়া এবং ঐ মৃত্যুব্যাপারে তাঁহার পূর্ব্বাবধি অসম্মতি থাকা প্রকাশ করিয়া জনসমাজকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ মৃত্যু সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলন, তদ্দ্বারাই তাঁহার আন্তরিক ভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। তিনি যে ব্যক্তিকে আপনার প্রতিযোগী বলিয়া আশঙ্কা করিতেন, তাহার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ব্যতিরেকে আর কোন ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থা হইতেন না। ইহা প্রায় তৎকালবর্ত্তী সকল লোকেরই বিদিত ছিল, বিশেষতঃ মহারাণী মেরির প্রতি বাল্য কালাবধিই তাঁহার জাতক্রোধ ছিল, তিনি প্রায় আজন্মই উক্ত রাণীকে অপদস্থ ও অসন্ত্রান্ত করিয়া নানামত প্রকারে আপনার ঈর্ষানল চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অবশেষে তদুচিত অবসর পাইয়া সেই চির মানস পূর্ণ করিলেন, ইহাই তৎকালীন ইতিহাসলেখকেরা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, মেরির হত্যাব্যাপারেই এলিজেবেথের সমস্ত কপট জাল ছিন্ন হইয়া অন্তরস্থ গূঢ় ভাব সকল প্রকৃত বেশে ও পরিষ্কাররূপে লোকের চক্ষে প্রকাশ পাইয়া উঠে এবং উক্ত রাণীকে বধ করায় বিচারতঃ তিনি শরণাগতবধের পাপে পতিতা হয়েন বলিতে হইবেক। মেরি স্বরাজ্যে নানামত প্রকারে বিপন্না হইয়া তাহা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে পলায়নপূর্ব্বক এলিজেবেথের শরণাপন্না হয়েন এবং তিনিও মেরিকে সকল প্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া অচিরে রাজসিংহাসনারূঢ় করিবার আশ্বাস প্রদান করেন। সরলহৃদয়া মেরি এলিজেবেথের কপট আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া আপনার বিপদ্ শান্তি ও রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত আর কোন উপায় না করিয়া ইংলণ্ডেই নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডের রাণী মেরিকে সম্পূর্ণ রূপে আপনার আয়ত্ত করিয়া তাঁহার প্রতি অশেষ প্রকার কুব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কটের রাণী ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া সর্ব্বাগ্রে আপনার দুঃখ ও মনস্তাপের আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনায় পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন কিন্তু কপটহৃদয় এলিজেবেথ নানাপ্রকার ছল করিয়া সাক্ষাৎ করিলেন না; প্রত্যুত মেরিকে লোক দ্বারা এমনি নিষ্ঠুর উত্তর প্রদান করিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাতে মেরির আন্তরিক শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া দুই চক্ষে অজস্র অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। স্কটের রাণী যদি তাঁহার কৌশল বুঝিতে পারিয়া কোন অবসরে দেশান্তর পলায়ন করেন এই আশঙ্কায় তিনি তাহাকে ক্রমে অপরাধী প্রজার ন্যায় স্বীয় অমাত্যভবনে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং দিন দিন তাহার সমস্ত স্বাধীনতা সংহরণপূর্ব্বক তাঁহাকে দীনহীনা অনাথিনীর ন্যায় করিয়া ফেলিলেন। প্রসিদ্ধ রাজকুলোদ্ভবা মহারাণী মেরি আপনার সমস্ত সুখ সৌভাগ্য ও সম্পদ্ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া ইংলণ্ডে এই প্রকার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন, বিদেশীয় প্রধান প্রধান রাজারা এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত সযত্ন হওয়ায় এলিজেবেথ নানাপ্রকার কৌশল করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন এবং স্বদেশমধ্যে যে সকল লোক হতভাগিনী মেরির অসহ্য চিরযন্ত্রণানল নির্ব্বাণ করিতে উদ্যোগী হইল, ইংলণ্ডের রাণী তাহাদিগকেও পাত্র বিবেচনা করিয়া ভয় মৈত্রেয়তা প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্ষান্ত করিলেন এবং ডিউক অব নর ফোক প্রভৃতি অনেকানেক

প্রধান লোককে মেরির স্বপক্ষ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড করিলেন। স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্রই অনেক রোমান ক্যাথোলিক লোকে স্কটের রাণীর সপক্ষ হইয়া তাঁহার বন্দী মুক্তি ও রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া উঠিল দেখিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী উক্ত মত ও মতাবলম্বী লোকের শাসনার্থে স্বীয় মতস্থ অর্থাৎ প্রটেষ্টাণ্ট মতস্থ কতকগুলি লোককে বিশেষ ধর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিয়াদিলেন এবং ঐ সমস্ত অধ্যক্ষের প্রতি তাঁহার অধিকারের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল প্রকার কর্ম্মের তত্ত্বাবধান ও দণ্ড বিধানের ক্ষমতা প্রদান করিলেন। পার্লেমেণ্ট হইতে অবশেষে এই প্রকার বিশেষ নিয়ম প্রচারিত হইল, "যে যে সকল লোক কাথোলিক মতের অনুগত বা অনুরক্ত হইবে; তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া গণনা করা যাইবে * এবং ঐরূপ অপরাধ বিশেষের জন্য কারাবাস ও অর্থ দণ্ড প্রভৃতিরও অনুমতি হইবে।" চতুর্দ্দিকে ইংলণ্ডেশ্বরীর বিপক্ষ লোকের সংখ্যাদিন দিনবৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া তাঁহার রাজ্য, সম্পদ্ ও ধন প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডস্থ বহুসংখ্য ব্যক্তি একত্রিত হইয়া একটি দলবদ্ধ হইল এবং কায়মনোবাক্যে রাণীর হিত সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল। মেরি এবং তৎপক্ষীয় অন্যান্য লোকের পরাক্রম হ্রাস করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরী স্বীয় আত্মীয় ও অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া যত প্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহার কিছুই সম্পূর্ণরূপে ফলোপধায়ী হইল না, মেরিকে উদ্ধার করিবার ও তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণার প্রতিকার সাধনের নিমিত্ত স্থানে স্থানে কাথোলিক লোকেরা নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল এবং বিদেশ হইতেও নানাপ্রকার লোক তাহাদিগের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে রেবিংটন নামক এক ব্যক্তি আপনার মতস্থ কতকগুলি প্রধান ও প্রবল লোকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রাণ বধ পূর্ব্বক ইংলণ্ড রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক মেরিকে উদ্ধার করিবার মন্ত্রণা করিল। তৎকালীন এষ্টেট সেক্রেটরি ওয়াসিংহেম অনুসন্ধান করিয়া রাণীকে অবগত করিলেন যে, এই বিষম ষড়যন্ত্রে স্কটের রাণীর সম্মতি আছে এবং তাহা প্রামাণিক বলিয়া রাণীর হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত তিনি কতকগুলি প্রমাণও প্রদর্শন করিলেন। এলিজিবেথ বহু দিনের পর স্বীয় শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে নির্যাতন করিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া মেরির ঐ কল্পিত প্রবাদের তথ্যানুসন্ধান ও সত্যাসত্যের বিচার করিবার নিমিত্ত কএক জন বিশেষ কমিসনর নিযুক্ত করিলেন। কমিসনরেরা বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মেরি পূর্ব্বোল্লিখিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বা তাহার কোন বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকা একেবারে অস্বীকার করিলেন কিন্তু তিনি যে তাহার কোন প্রকার ছন্দাংশের মধ্যে ছিলেন না, ইহা কেবল অস্বীকার করণ ব্যতীত কমিসনরদিগের বিশ্বাসজনক আর কোন প্রকার প্রমাণ প্রদান করিতে অশক্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইল এবং এলিজেবেথ কিয়ৎকাল তাহাতে মৌখিক অসম্মতি দেখাইয়া স্বাক্ষর ও সম্মতি প্রদান করিলেন। মেরির প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ফ্রান্স এস্পেন প্রভৃতি অনেক স্থানের রাজারা রাণীর নিকট অনেক প্রকার অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন এবং মেরির পুত্র স্কটের রাজা জেম্স মাতৃহত্যার ঐ কুসম্বাদ শ্রবণ করিয়া রাণীকে বিস্তর প্রকার ভয় মৈত্রেয়তা প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন এবং অবশেষে অনেক প্রকার কাতোরোক্তি সহকারে জননীর প্রাণ ভিক্ষা

* Hume vol. 5 th No 236.

চাহিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ইংলণ্ডেশ্বরী আপনার পূর্ব্বকৃত সংকল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। তাঁহার অনুমত্যনুসারে ফদরিঙ্গে নামক স্থানে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ই ফেব্রুয়ারিতে স্কটের রাণী মেরির অষ্টাদশ বৎসর কারাবাসের পর পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর বয়সে মস্তক ছেদন হইল। কিন্তু মেরির মৃত্যুতেও এলিজেবেথের রাজ্য নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব হইল না, বিদ্রোহস্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিক্ হইতেই উত্থিত হইতে লাগিল, অবশেষে এস্পেনাধিপতি ফিলিপ ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার নিমিত্ত রণতরি সুসজ্জিত করিয়া যাত্রা করিলে কেডিজ নামক স্থানে প্রসিদ্ধ বীর ড্রেক কর্ত্তৃক পরাভূত হয়েন, তিনি ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার বিশ্বপ্রসিদ্ধ আরমেডা নামক দুর্জ্জয় রণতরি সুসজ্জিত করিয়া যাত্রা করিলে পর ইংলণ্ডের অধাতে তাহা প্রবল বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়াতে এলিজেবেথের সামুদ্রিক সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ইংলণ্ডাধিকারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। এলিজেবেথ এই যুদ্ধে জয় লাভ করাতে একেবারে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিতমহিম হইয়া উঠিলেন আর কুত্রাপি কেহ তাঁহার প্রতিযোগিতা বা বৈরতা করিতে সাহসী হইল না। যেখানে যত শত্রু ছিল, তিনি ক্রমে ক্রমে সকলেরই শাসন করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া স্বরাজ্যের প্রধান পক্ষীয়দিগের সহিত ঐক্যভাবে রাজ্য শাসন করাতে ক্রমে নিষ্কণ্টক হইয়া উঠিলেন।

এই রূপে সুকৌশল পূর্ব্বক রাজত্ব করাতে ভূমণ্ডলের অনেক স্থানে রাণীর অনেক অধিকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অন্যান্য দেশীয় স্বাধীন রাজাদিগেরও মধ্যে প্রায় অনেকেরই সহিত সদ্ভাব ও সন্ধি নিবদ্ধ হইল। কিন্তু পরিশেষে চারি শত বৎসর পূর্ব্বের অধিকৃত আয়রলণ্ড রাজ্যের সহিত অকস্মাৎ সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় রাণী স্বীয় মন্ত্রী আরল অব এসেক্সকে তথায় প্রেরণ করিলেন কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তথায় কৃতকার্য্য না হইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করাতে রাজদরবারে অত্যন্ত অপদস্থ হইলেন, তদবধি রাণীর প্রতি তাঁহার এক প্রকার বিদ্বেষ জন্মিল এবং তিনি সেই বিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়া রাজ্যের মধ্যে নানাস্থানে নানা প্রকার উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তিনি রাজসৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত ও কারাবদ্ধ হইয়া বিচারে রাজবিদ্রোহী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন এবং প্রচলিত রাজনিয়মানুসারে তাঁহার প্রাণ দণ্ডের অনুমতি হইল। এসেক্স মহারাণীর অতীব প্রিয় পাত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণদণ্ডে রাণীর সহজে সম্মতি হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। তিনি ঐ প্রাণদণ্ডের অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সম্মতি দিতে কৌশল করিয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন যে, যদি এসেক্স এই সময় কোন মতে ভয় প্রাপ্ত ও শাসিত হইয়া আমার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চায়, তবে আমি স্বীয় রাজশক্তি দ্বারা তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড রহিত করিব; কিন্তু দীর্ঘ কাল এসেক্সের নিকট হইতে কোন সম্বাদ না আসায় রাণীরও মনে ক্রোধ জন্মিতে লাগিল এবং এ দিকে রাজকর্ম্মচারীদিগের উত্তেজনায় তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর ও সম্মতি প্রদান করিতে হইল।

এসেক্সের প্রাণদণ্ডের অল্প দিন পরেই রাণী অকস্মাৎ এক সাংঘাতিক মানসিক রোগে আক্রান্ত হইয়া আহারনিদ্রাবর্জ্জিত হইলেন এবং দিবানিশি গভীর বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া

একাকী মৌনভাবেই কাল ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি দশ দিন ঐরূপে শয্যাগত থাকিয়া সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এসেক্‌সের অনুচর টাই রোণ নামক এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া পরিশেষে সেই অনুতাপে তাঁহার উক্ত প্রকার মানসিক রোগের উৎপত্তি হয়। কেহ কেহ কহেন যে, পার্লেমেণ্টের অধ্যক্ষেরা তাঁহার পুতিযোগী স্কটের রাজা জেমেসের সহিত গোপনে গোপনে যোগাযোগ করিয়াছে জানিতে পারিয়া বৃদ্ধাবস্থায় অপদস্থ হইবার আশঙ্কায় তিনি উক্ত পুকার রোগে আক্রান্ত হয়েন কিন্তু এক জন পুসিদ্ধ গ্রন্থকার রাণীর উক্ত মানসিক রোগ সংঘটনের একটি চমৎকার গুহ্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাণী একদা স্বীয় পিুয় পাত্র আরল অব এসেক্‌সকে এই বলিয়া অভিজ্ঞানস্বরূপ একটি অঙ্গুরীয় পুদান করেন যে, যদি তুমি কখন কোন অপরাধ বশতঃ আমার কোপে বা অন্য বিপদে পতিত হও, তাহা হইলে তুমি আমাকে এই অঙ্গুরীয় দেখাইবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ তোমার সকল দোষ বিস্মরণ করিয়া অপরাধ ক্ষমা করিব বা তোমারে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। যে সময় এসেক্‌সের প্রাণদণ্ডে অনুমতি হয়, সেই সময় তিনি রাণীর পূর্ব্বপুতিজ্ঞা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত নটিং হেম নামক স্থানের কাউণ্টেসকে দিয়া ঐ অঙ্গুরীয় রাণীর নিকট পাঠাইয়া দেন। কাউণ্টেসের স্বামী এসেক্‌সের পরম শত্রু; তিনি ঐ ব্যাপার জানিতে পারিয়া স্ত্রীকে রাণীর নিকট ঐ অঙ্গুরীয় পুদান করিতে নিষেধ করিলেন। এ দিকে রাণী বহু কাল এসেক্‌সের সম্বাদ পুতীক্ষা করিয়া অবশেষে তাচ্ছিল্য বিবেচনায় অভিমানপরবশ হইয়া তাহার পুাণদণ্ডে সম্মতি পুদান করিলেন। কিছুকাল পরে উক্ত কাউণ্টেসের আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে রাণী তাহাকে দেখিতে গিয়া ঐ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত হইলেন। কাউণ্টেসও আপনার মুমূর্ষাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত কুকর্ম্ম সাধনজনিত অন্তর্গ্লানিতে অস্থির হইয়া তদীয় অপরাধ মার্জ্জনা করিবার পুার্থনায় রাণীর নিকট ঐ কথা ব্যক্ত করিল। রাণী শ্রবণমাত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন। "জগদীশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু আমার দেহে পুাণ থাকিতে আমি এ অপরাধ ভুলিতে পারিব না।" এই বলিয়া সেস্থান হইতে মৌনভাবে অমনি তৎক্ষণাৎ বিদায় হইলেন এবং স্বীয় ভবনে আগমন করিয়া আপন শয়নমন্দিরে ধরাশায়ী হইয়া অস্থির ভাবে হাহাকার করিয়া নয়নযুগলে অনবরত বারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কোন মতে কেহ সান্ত্বনা করিতে পারিল না এবং জিজ্ঞাসা করিলে কাহাকেও কোন উত্তর পুদান করিলেন না; মৌনভাবেই শয্যাতে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কথার মধ্যে কেবল এক এক বার আপনার হৃদয়নিহিত মর্ম্মবেদনার দুই একটি কথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। ভোজন পান দ্বারা জীবন রক্ষা করাইবার নিমিত্ত অনেকে অনেক পুকার যত্ন করিল এবং বিখ্যাত রাজবৈদ্য সকল আরোগ্যের নিমিত্তও নানাপুকার মন্ত্রণা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ হইল না; ক্রমে ক্রমে দিন দিন শরীর শীর্ণ হইয়া আসন্ন দশা উপস্থিত হইল। মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে রাজমন্ত্রীদিগের অনেক জিজ্ঞাসায় কেবল এই মাত্র উত্তর করিলেন, "যে আমার কার্য্যের দোষ হইয়াছে; এক্ষণে আমার পুাপ্ত রাজদণ্ড রাজকুলোদ্ভব সন্তানে পায় এই আমার ইচ্ছা।" অর্থাৎ স্কটের রাজা জেমেসই তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন, এই বলিয়া নিঃশব্দ ও নিষ্পন্দ হইলেন। তিনি ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন।

ডুরুস জাতির বিবরণ।

আসিয়াস্থ তুরুস্কের অন্তঃপাতী সিরিয়া দেশ ডুরুস জাতির জন্মস্থান। উহারা উত্তরে ত্রিপুলী রাজ্য, দক্ষিণে জোরডান নদীর উৎপত্তিস্থান ও পূর্ব্ব দিকে হাউরান পুদেশ পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ডাইয়ারউলকামার নগর ডুরুস রাজ্যের রাজধানী। লিবেনন পর্ব্বতের যে ভাগ পুবণ ভাবে ভূমধ্য সাগরের অভিমুখে গিয়াছে, উক্ত রাজধানী তাহার পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী একটি রমণীয় উপত্যকার উপরে সংস্থাপিত। বিরাউট নগর হইতে ভূমধ্য সাগরের উপকূল দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে নয় ঘণ্টার মধ্যে তথায় উপনীত হওয়া যায়। দক্ষিণ ইউরোপ খণ্ডের কোন কোন নগরের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। এখানে পায় সাত আট শত মৃণ্ময় গৃহ। এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে কেহই নিঃস্ব নহে; কিন্তু কাহাকেও তাদৃশ ঐশ্বর্য্যশালীও দেখিতে পাওয়া যায় না।

যেরূপ তুরুস্কদিগের শাসনকর্ত্তা পাশা, সেই রূপ উহাদিগের শাসনকর্ত্তা আমীর নামে বিখ্যাত। ডুরুসরাজ্যের উপান্তবর্ত্তী কিয়দংশ ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই এই আমীরদিগের আধিপত্য আছে। তাঁহারা সচরাচর লিবেনন পর্ব্বতে বসতি করেন। কিছু কাল অতীত হইল, ইব্রাহিম পাশা স্বাধিকৃত ডামস্‌কস্ রাজ্যের কিয়দংশ ডুরুস রাজ্যাধিপতিকে পুদান করেন, তদবধি উহা ডুরুস রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

অধুনা যে আমীর আধিপত্য করিতেছেন, তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষেরা ক্রমাগত দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত এই ডুরুস রাজ্যে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। উক্ত জাতীয়েরা বহুসম্পুদায়ে বিভক্ত, সুতরাং উহাদিগের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া আমীরপদে নিযোজিত করিতে হইলে বিবাদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত উহারা আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও আমীর মনোনীত করে না। ভূতপূর্ব্ব আমীর খ্রীষ্টানবংশসম্ভূত ছিলেন এবং তাঁহার পারিষদ্ ও ভৃত্যবর্গও খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বী ছিল। উল্লিখিত আমীর খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কেবল রাজনীতির অনুরোধে কখন কখন মোসলমানদিগের ও কখন কখন অধীনস্থ বহু সম্পুদায়ভুক্ত ডুরুসদিগের আচার ব্যবহার অনুসারে চলিতেন।

ডুরুস রাজ্যে কোন পুকার ধর্ম্মাধিকরণ নাই। সচরাচর নয়নগোচর হয়, যে রাজ্যে বিচারালয় নাই, তথায় সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ডুরুস রাজ্যে প্রায় কখনই কোন পুকার গুরুতর অত্যাচার ঘটে না। উহাদিগের মধ্যে কখন কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আত্মীয় ব্যক্তিরা তাহার মীমাংসা করিয়া দেন; যদি ঐ মীমাংসা কোন ফলোপদায়িনী না হয়, তাহা হইলে আমীর মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করেন। ডুরুস জাতীয়েরা এই রূপ পুণালী অবলম্বন করিয়া অনায়াসেই স্ব স্ব ধন পুাণ রক্ষা করিয়া থাকে। ডুরুস রাজ্যের অধিবাসীরা কেহই

নির্ধন নহে। অন্ন বস্ত্রের জন্য কাহারেও অধীন হইতে দেখা যায় না।

উক্ত জাতি যে কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, উহাদিগের ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টান, ইহুদি ও মোসলমান এই ধর্ম্মত্রিতয়ের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। আমীরের অধীনস্থ ডুরুস জাতির মধ্যে মেরোনিটি নামক সম্প্রদায় রোমানকাথলিক। মেলচিটিস নামক সম্প্রদায় গ্রিক্ রোমান কাথলিক। এতদ্ভিন্ন মেটোয়াটিজ নামক আর একটি সম্প্রদায় আছে, তাহারা মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ডুরুসেরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি বিদ্বেষ করে না। উহারা বৈদেশিকসন্নিধানে মোসলমানধর্ম্মবিহিত উপবাস করে কিন্তু এ দিকে গৃহে আসিয়া মোসলমানধর্ম্মবিরুদ্ধ শূকরমাংস ভক্ষণ ও মদ্য পানও করিয়া থাকে। ডুরুসজাতির ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি না থাকাতে মিশনরিরা উহাদিগকে খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে চেষ্টা সম্যক্ ফলোপধায়িনী হয় নাই। নায়েবর নামক এক জন গ্রন্থকার ডুরুসজাতির ধর্ম্মবিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গের সুগোচরার্থ তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ডুরুস জাতির মধ্যে দুইটী শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। একের নাম আকাল ও দ্বিতীয়ের নাম জাকাল্। কেবল পুরোহিতেরাই আকালশ্রেণীভুক্ত; জাকালশ্রেণী কেবল বিষয়ীতে পরিপূর্ণ। আকালসম্প্রদায় সচরাচর মস্তকে যে শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষ বন্ধন করে, তাহাই উহাদিগের অসাধারণ বিভাজক পরিচ্ছদ। আকালেরা সস্ত্রীক হইয়া প্রতি শুক্রবারে রজনীযোগে উপাস্য দেবতার আরাধনা করে; কিন্তু তৎকালে তথায় জাকালশ্রেণীর কোন স্ত্রীলোক যাইতে পারে না। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান প্রদান করিবার প্রথা প্রচলিত নাই।

ডুরুস জাতির মাতৃভাষা আরবিক পরন্তু উহাদিগকে কার্য্যোপলক্ষে সিরিয়া ভাষাও শিখিতে হয়। ডুরুস রাজ্যে সিরিয়া ভাষা অধ্যয়নার্থ দুইটী বিদ্যালয় আছে। উহার একটী মেরোনিটিস নামক সম্প্রদায়ের সংস্থাপিত আর একটী মেলচিটিস নামক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ডুরুসেরা সুরূপ ও সুশীল। উহারা সচরাচর দীর্ঘরেখায় অঙ্কিত ঔর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। উহাদিগের স্ত্রীগণও নীলবর্ণ কূর্ত্তি পরিধান করে, কিন্তু তাহারা কখনই চরণাবরণ ব্যবহার করে না। সন্তান সন্ততিরাও সুশ্রী।

হেষ্টার নাম্নী জনৈকা ইউরোপীয় সীমন্তিনী সর্ব্বাগ্রে সিরিয়া দেশে গমন করেন। এই নারী স্বীয় পিতৃব্যের মৃত্যুর পরে অশেষ দেশ ভ্রমণে ও তত্রত্য প্রাকৃত শোভা সন্দর্শনে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া ফ্রান্স, ইটালি, গ্রীস্ ও ক্রেট প্রভৃতি নানা জনপদ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সিরিয়া রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়েন। অত্রত্য জল বায়ুর গুণে ও মনোহারিণী প্রাকৃত শোভা সন্দর্শনে তাঁহার চিত্ত এত উল্লাসিত হইয়াছিল, যে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিনা কার্য্যোপলক্ষে এই স্থানে বিংশতি বৎসরেরও অধিক কাল বসতি করেন। এখানে বাস করিবার সময়ে তাঁহার রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ সমস্তই এতদ্দেশের অনুরূপ ছিল, ইহাতে তিনি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, ডুরুস ও সিরিয়ানেরা তাঁহারে রাজকুমারী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনিও তাহাদিগের উপকার করিতে প্রাণপণে ত্রুটি করিতেন না। ইংলণ্ডীয় গবর্মেণ্ট তাঁহার যে বৃত্তি বিধান করেন। তিনি তদবলম্বনে উহাদিগের হিত সাধন করিতেন। পরিশেষে ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই স্থানেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

তত্ত্ব দর্শন।

কৌতূহল।

অভিনব বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য যে ঔৎসুক্য তাহার নাম কৌতূহল। সকল মনোবৃত্তির মধ্যে কৌতূহল মনুষ্যের মনে বাল্যাবস্থাতে সর্ব্ব প্রথমেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকে; শিশুগণকে সতত ব্যগ্রতা সহকারে নূতন পদার্থের অনুসন্ধান করিতে দেখা যায়; তাহারা যাহা দর্শন করে, তাহার গুণাগুণ বিবেচনা না করিয়াই তাহাতে মোহিত হয়। সর্ব্বপ্রকার বস্তুই তাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করে, কারণ শৈশবাবস্থায় সকল পদার্থই নূতন। কিন্তু অন্যান্য মনোবৃত্তি অপেক্ষা কৌতূহল অল্প ক্ষণস্থায়ী, যেহেতু বস্তুর নূতনত্বই ইহার কারণ এবং যে দ্রব্যে অন্য কোন প্রকার গুণ না থাকে, তাহাতে আমাদিগের অন্তঃকরণ দীর্ঘ কাল নিবিষ্ট থাকে না। প্রস্তাবিত মনোবৃত্তির বলবতী আকাঙ্ক্ষা বিষয় প্রাপ্তিমাত্রই পরিতৃপ্ত হইয়া যায়, অতএব ইহা সর্ব্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিচালিত হয়। যে কিছুতে ইহা এক বার সমধিক সুখ বোধ করিয়াছে, তাহাকেই পুনঃ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে পূর্ব্ববৎ আগ্রহ থাকে না এবং ক্রমশঃ সেই আগ্রহের হ্রাস হইয়া যায়। অতএব যদি আমরা অনন্যমনোবৃত্তি হইতাম অথবা পদার্থনিকরে অভিনবত্ব ব্যতীত সকল গুণেরই অভাব হইত, তাহা হইলে বিশ্বের সমস্ত পদার্থই ক্রমশঃ হেয় হইয়া পড়িত। কিন্তু মনের ভাবান্তর সম্পাদন জন্য নূতনত্বের যে কিছুই প্রয়োজন নাই তাহা বলা যায় না।

সুখ দুঃখ।

অধুনা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কোন বস্তু দ্বারা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মানসিক ভাবান্তর উৎপাদন করিতে হইলে সেই বস্তু যে কেবল নূতন হইবে এমত নহে কিন্তু তাহাতে সুখ দুঃখ সম্পাদনোপযোগী কোন গুণ থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু সুখ এবং দুঃখ যে কি তাহা সহজে নির্দ্ধারিত হয় না, যেহেতু যদিও মনুষ্যেরা যাহা অনুভব করে, তাহা অবশ্যই মনে জানিতে পারে তথাপি সেই অনুভূত বিষয়ের সংজ্ঞা সর্ব্বদা নির্দ্ধারিত হয় না এবং তদ্বিষয়ে অনেক কুতর্ক উপস্থিত হয়। কেহ কেহ কহেন, উপস্থিত সুখের নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং বর্ত্তমান দুঃখের হ্রাস বা নিবৃত্তিই সুখের হেতু। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে হইলে সুখ এবং দুঃখ ইহারা পরস্পরের সাপেক্ষ নহে, উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। মনুষ্যের মনে স্বভাবতঃ এই উভয়েরই অভাব থাকে অর্থাৎ সুখও থাকে না, দুঃখও থাকে না; মনের এই অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় সুখের আবির্ভাব হইলে কোন প্রকার দুঃখ এই সুখের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াছিল, ইহা বোধ করা অসঙ্গত। এই রূপ স্বাভাবিক অবস্থায় যদি মধুর সঙ্গীত শ্রবণেন্দ্রিয়ের, কোন সুঘটিত পদার্থ নয়নের কিম্বা সুগন্ধি পুষ্প ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গোচর হয় এবং শুষ্ক তালু না হইয়াও যদি কোন প্রকার সুস্বাদ রস পান আর বুভুক্ষিত না হইয়াও যদি মিষ্টান্ন ভোজন করা যায়, তবে অবশ্যই শ্রবণেন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি জন্মে; কিন্তু এই সমস্ত সুখের পূর্ব্বে

কোন দুঃখ বর্ত্তমান ছিল এবং তদভাবেই সুখোৎপত্তি হইল এমন বোধ করা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। সেই রূপ যখন এই সকল সুখ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন দুঃখোৎপত্তি হয় না।

পক্ষান্তরে, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া যদি কেহ শরীরের কোন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়, কিম্বা বিস্বাদ রস পান অথবা কঠোর ধ্বনি শ্রবণ করে, এস্থলে যদিও পূর্ব্বে কোন প্রকার সুখের অবস্থান ছিল না তথাপি বিষয়ানুসারে ইন্দ্রিয়গণের দুঃখ বোধ হইয়া থাকে। যদি কেহ আপত্তি করিয়া কহেন যে, এই দুঃখোৎপত্তির পূর্ব্বে যে সুখের অবস্থান ছিল, তাহা এত অল্পপরিমিত যে তাহার স্থায়িত্ব বোধগম্য ছিল না কিন্তু নিবৃত্তিই বোধের বিষয় হইয়া উঠিল, তাহা হইলে তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করা যাইতে পারে, যে সুখের অনুভব হয় না, তাহা কি রূপে সুখ বলিয়া গণ্য হয়? দুঃখের বিষয়েও এই রূপ কথিত হইতে পারে।

অধিকন্তু যদি সুখ দুঃখ ইহারা পরস্পরের সাপেক্ষ হইত অর্থাৎ দুঃখের তিরোধানে সুখের এবং সুখের তিরোধানে দুঃখের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে কোন্‌টি পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা স্থির হইত না; অতএব, প্রথমে কাহার উদ্ভব হইয়াছিল? এই প্রশ্ন দ্বারা নিরূপিত হইতেছে যে, সুখ দুঃখ পরস্পরের সাপেক্ষ নহে। উদাহরণ দ্বারা এ বিষয়ের নিশ্চিত মীমাংসা করা যাইতেছে।

কোন ব্যক্তির পদে একটী ক্ষুদ্র কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে; তৎপরে কোন ঘটনাক্রমে তাহার অঙ্গ বিশেষ একেবারে ভগ্ন হইল; এই অঙ্গ ভঙ্গের যে অসহ্য যাতনা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কি কোন সুখের আবির্ভাব ছিল? না সেই কণ্টকজনিত যাতনা সুখ এবং অঙ্গ হানির যাতনাই দুঃখ? সুখের বিষয়েও এই রূপ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

উপস্থিত দুঃখের নিবৃত্তি এবং প্রকৃত সুখ এই দুয়ের প্রভেদ।

উপস্থিত সুখের নিবৃত্তি এবং প্রকৃত দুঃখ এতদুভয়ের সাদৃশ্য নাই। সেই রূপ বর্ত্তমান দুঃখের নিবৃত্তি এবং প্রকৃত সুখ ইহারাও পরস্পরের সদৃশ নহে। এই দুই প্রতিজ্ঞার মধ্যে প্রাগুক্ত প্রতিজ্ঞাটি সহজেই সপ্রমাণ হইতে পারে; কারণ সুখের নিবৃত্তি হইলেই মনের স্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হয়; বরং বিগত সুখ ইন্দ্রিয়গণকে ক্ষণকাল পরিতুষ্ট রাখে। কিন্তু বর্ত্তমান দুঃখের নিবৃত্তি এবং প্রকৃত সুখ এতদুভয় পরস্পরের অসদৃশ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার মত স্পষ্ট নহে অর্থাৎ গুরুতর দুঃখের নিবৃত্তি যে প্রকৃত সুখের কারণ নহে তাহা সহজে বোধ হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি ঘোর বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে অথবা অসহ্য যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহাকে দেখিলে কখনই বোধ হয় না যে ইনি কোন প্রকার সুখ ভোগ করিতেছেন; প্রত্যুত তাঁহার আকৃতিবিকার সন্দর্শনে অনুমান হয়, কোন দুঃখই ইহাঁকে পরিপীড়ন করিতেছে। এক্ষণে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইতেছে যে, দুঃখের হ্রাস অথবা নিবৃত্তি প্রকৃত সুখের হেতু নহে।

কিন্তু ইহাতে এমত বলা যাইতে পারে না যে, দুঃখের হ্রাস অথবা নিবৃত্তি ক্লেশজনক এবং সুখের হ্রাস বা নিবৃত্তি হর্ষের হেতু; তবে এতদ্দ্বারা পশ্চালিখিত কয়েক বিষয়ের মীমাংসা হইতেছে;—প্রথমতঃ সুখ এবং দুঃখ পরস্পরের নিরপেক্ষ হইয়া অবস্থান করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ দুঃখের নিবৃত্তি এবং প্রকৃত সুখ এই দুয়ের এরূপ

সাদৃশ্য নাই যে ইহাদিগের এক সংজ্ঞা হইবেক; তৃতীয়তঃ সুখের হ্রাস বা নিবৃত্তি প্রকৃত দুঃখের সমান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

দুঃখের নিবৃত্তি যে ক্লেশজনক নহে তাহা পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে; প্রত্যুত ইহা কখন কখন কিয়ৎ পরিমাণে সুখ সম্পাদন করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সুখ কখনও প্রকৃত সুখের সদৃশ হইতে পারে না। এই সুখের কি সংজ্ঞা হইবেক তাহা স্থির করিতে পারিলাম না; তবে কি এই জন্যই ইহা বস্তুতঃ কিছুই নহে? কোন পদার্থের নাম না জানিলেই তাহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা অতীব অন্যায়; কারণ তাহা হইলে গুপ্ত পদার্থের আবিষ্ক্রিয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে; যেহেতু নূতনত্ব জন্য সংজ্ঞা নির্দ্দেশ না হওয়াতে তাহার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সমাসের বহুল শক্তি আছে, অতএব দুঃখের নিবৃত্তি যে সুখের হেতু তাহাকে দুঃখনিবৃত্তিহেতু সুখ এই দীর্ঘ নামে ব্যক্ত করিলে হানি নাই। অনুভব কালে এই সুখ স্থূল বিবেচনায় প্রকৃত সুখের তুল্য বোধ হয় কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ দুই পদার্থকে সমান জ্ঞান করা ন্যায়বিরুদ্ধ।

শোক।

সুখের নিবৃত্তি হইলে মনের ত্রিবিধ ভাব উৎপন্ন হইতে পারে;—প্রথম স্বাভাবিক ভাব; দ্বিতীয় আশাভঙ্গ; তৃতীয় শোক। যদি সুখ কিয়ৎ কালের নিমিত্ত অবস্থান করিয়া সহজে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে মন স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হয়; সুখের অকস্মাৎ নিবৃত্তি হইলে আশাভঙ্গ হইয়া থাকে এবং যদি একেবারে সুখের এরূপ নিবৃত্তি হয় যে পুনর্ব্বার তাহাকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তাহা হইলে মনের যে ভাব উপস্থিত হয় তাহার নাম শোক। এই কএকের মধ্যে শোকই অতিশয় প্রবল; কিন্তু প্রকৃত দুঃখের লক্ষণাক্রান্ত নহে। শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি শোকের বিষয়কে মনোমধ্যে স্থান দিয়া সুখানুভব করে; কিন্তু প্রকৃত দুঃখস্থলে এরূপ কখনও ঘটে না, যেহেতু প্রকৃত দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যগণ তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে।

যদিও শোক প্রকৃত সুখদায়ক নহে তথাপি কিজন্য ইহার বিষয়কে মনোমধ্যে স্থান দেওয়া যায় তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। শোকের প্রকৃতি এই যে ইহা আপন বিষয়কে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকে আর তাহার যে সকল সুখদায়িকা শক্তি ছিল, তত্তাবতের প্রতি মনঃসংযোগ করায়। অধিকন্তু তাহার যে সকল গুণ পূর্ব্বে উপেক্ষিত হইয়াছিল, অধুনা তাহাদিগকেও স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দেয়। ফলে, প্রকৃত দুঃখ ঘৃণার্হ কিন্তু উপস্থিত শোক সেরূপ নহে। ইহাতে কেহ এমত বোধ করিবেন না যে, মনুষ্য শোক প্রাপ্তির অভিলাষ করিয়া থাকে; তবে শোকের কারণ উপস্থিত হইলে শোক না করিয়া ক্ষান্ত থাকা অতিশয় কঠিন।

আত্মসম্বন্ধীয় মনোবৃত্তি সকলের বিবরণ।

মনোবৃত্তি সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; প্রথম, আত্মসম্বন্ধীয়, যথা,—সুখ, দুঃখ, ভয়, হর্ষ, গর্ব্ব ইত্যাদি; দ্বিতীয়, সামাজিক যথা,—দয়া, অপত্যস্নেহ, প্রণয়, কাম ইত্যাদি। আত্মসম্বন্ধীয় মনোবৃত্তি সমূহের মধ্যে বিপদ্বিষয়ক মনোবৃত্তি সকলই অতিশয় প্রবল। বিপদ্ এবং

সম্পদ্ এই দুই সমান ভাবে উপস্থিত হইলেও মনুষ্যগণ সেই বিপদ্‌কেই প্রবল বলিয়া জ্ঞান করে। ১ ম উদাহরণ, মৃত পুত্রের জন্য যত শোক উপস্থিত হয়, জাত পুত্রের জন্য তত হর্ষ সম্ভাবিত নহে। ২ য় উদাহরণ,—ধনহানিতে যে দুঃখ বোধ হয়, ধন লাভে সে পরিমাণে সুখ বোধ হয় না। মনুষ্যগণ বিপৎ কালে অস্থির হইয়া পড়ে; কিন্তু সম্পৎ কালে কে কোথায় এত হর্ষ প্রাপ্ত হয় যে তাঁহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না।

ত্রাস।

যাহাতে ক্লেশ বা বিপদের আশঙ্কা জন্মে, সেই বিষয় সম্বন্ধীয় যে মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয় তাহার নাম ত্রাস। আনন্দ সম্পাদনোপযোগী বস্তু দ্বারা যে চিত্তভাব সম্পাদিত হয়, তদপেক্ষা এই মানসবিকার মনোমধ্যে অধিক প্রবলরূপে কার্য্য করে, যেহেতু বিপদের আশঙ্কা মনকে একেবারে অধৈর্য্য করিয়া তুলে। সম্পদের সম্ভাবনা হইলে মন সে পরিমাণে উল্লাসিত হয় না। বাস্তবিকও সম্পদ্ যতই অধিক হউক না কেন, তাহা যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, সামান্য বিপদও তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্লেশদায়ক বোধ হইয়া থাকে। অধুনা ব্যক্তব্য এই যে সর্ব্ব প্রকার বিপদের মধ্যে মৃত্যুই অধিক ভয়ঙ্কর, এই জন্য মৃত্যু সম্বন্ধীয় মানসভাব অত্যন্ত ত্রাসবিশিষ্ট। অধিকন্তু অনেক বিপদ্ মৃত্যুর অনুচরস্বরূপ হওয়াতেই ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে।

সামাজিক মনোবৃত্তি সকলের বিবরণ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দয়া, অপত্যস্নেহ, প্রণয়, কাম ইত্যাদি ইহারা সামাজিক মনোবৃত্তি। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম, অপত্যোৎপাদনোপযোগী স্ত্রীপুরুষ্ সম্বন্ধীয়; দ্বিতীয় অন্যান্য নানাবিধ সাংসারিক ব্যাপারবিষয়ক। যদিও অপত্যোৎপাদনোপযোগী মনোবৃত্তি সমূহ নিতান্ত প্রবল এবং তৎসম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়কার্য্য অত্যন্ত সুখদায়ক, তথাপি এই কার্য্যের অভাব সর্ব্ব সময়ে পীড়াদায়ক নহে। কোন কোন সময় ব্যতীত কাম রিপুর উদ্ভবই হয় না। এস্থলে অপর একটি বিষয় বক্তব্য, কোন সুখী ব্যক্তি দুঃখে নিপতিত হইলে দুঃখ বর্ণন কালে পূর্ব্ব সুখের পরিচয় দিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না; বর্ত্তমান দুরবস্থাই তাহার পরিতাপের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার ভার্য্যা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে, সে পরিতাপ কালে বিগত সুখের যথেষ্ট অনুসূচনা করে; আর যে সুখ পাইবার প্রত্যাশা ছিল, তাহার অপ্রাপ্তি জন্য অধিক পরিতাপ করিয়া থাকে; স্ত্রীবিয়োগ তাহার মনকে একান্ত অধৈর্য্য করিয়া দেয়। এই প্রকার অবস্থায় কেহ কেহ উন্মত্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ মনুষ্য কোন বিষয়ের চিন্তায় নিতান্ত নিমগ্ন হইলে তাহার অপর বিষয় সম্বন্ধীয় চিন্তা একেবারে রহিত হইয়া ঔন্মত্ত্যের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আত্মসম্বন্ধীয় এবং অপত্যোৎপাদনোপযোগী এই দ্বিবিধ মনোবৃত্তির প্রকার ভেদের হেতুনির্দ্দেশ।

জীবন ব্যতীত সাংসারিক কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না এবং স্বাস্থ্যভাবে তৎসম্পাদনের সুশৃঙ্খলার সম্ভাবনা নাই; অতএব যাহাতে অন্যতরের হানি হইতে পারে, তাহাতেই মনুষ্যের মন ভয়ব্যাকুল হইয়া থাকে; কারণ আত্মসম্বন্ধীয় মনোবৃত্তি সমূহের মধ্যে বিপদাশঙ্কাবিষয়কদিগেরই প্রাবল্য

অধিক। কিন্তু যদি জীবন ও স্বাস্থ্য এই দুএতেই পরিতৃপ্ত হইয়া মানবগণ অন্য সুখের প্রত্যাশা না করিত তাহা হইলে তাহারা অলস হইয়া কোন বিষয়ের উৎকৃষ্টতা সাধনে যত্নবান্ হইত না; এই জন্যই ইহাদের উপভোগে প্রকৃত সুখের অনুভব হয় না।

পক্ষান্তরে, সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত অপত্যোৎপাদন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতেই এই ব্যাপার অসীম সুখদায়ক হইয়াছে। যদি ইহাতে প্রকৃত সুখের অনুভব না হইত, বিশেষতঃ যদি ক্লেশের লেশমাত্রও থাকিত তবে অনেকে অপত্য প্রাপ্তির নিমিত্তেই যত্নবান্ হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতনা। অধিকন্তু স্ত্রী পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে একের প্রবৃত্তি অপরের অপ্রবৃত্তি হইলে ইহার অনুষ্ঠানে সমধিক ব্যাঘাত জন্মিত, কিন্তু উভয়েই সমুৎসুক হওয়াতে তাহার সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক, কখন কখন স্ত্রী পুরুষের বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা এতন্নিবন্ধন এই ব্যাপার মলমূত্রত্যাগ এবং আহারের ন্যায় অতি প্রয়োজনীয় হইলে, দম্পতীর পরস্পর বিয়োগ উভয়ের প্রাণনাশের হেতু হইয়া পড়িত; কিন্তু কিছু দিবসের নিমিত্ত অপত্যোৎপাদন কার্য্যের বিরাম হইলে ক্লেশমাত্র হয়, প্রাণ হানির সম্ভাবনা থাকে না। মনুষ্য এবং ইতর প্রাণী ইহাদের মধ্যে এতদ্বিষয়সম্বন্ধীয় পার্থক্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে; মনুষ্যগণ সর্ব্ব সময়ে এতৎকর্য্যানুষ্ঠানে ইচ্ছান্বিত কিন্তু তাহাদিগের বিবেচনা শক্তি থাকাতে এই ব্যাপার সম্পাদনের উপযুক্ত কাল নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে। যদি ইহার অভাবে অপরিসীম ক্লেশ সমুপস্থিত হইত, তবে বিবেচনা শক্তি অসময়ে এই কার্য্যের নিবারণ করিতে পারিত না। কিন্তু ইতর প্রাণীদিগের বিবেচনা শক্তি নাই অতএব তাহাদিগের সন্তানোৎপাদনের নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলেই স্বভাবতঃ কাম রিপুর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; হয়ত কোন কোন জন্তুর নিয়মিত কাল অতীত হইলেই তাহাদিগের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি একেবারেই রহিত হইয়া যায়।

স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন।

সন্তানোৎপাদনের জন্য কেবল কাম রিপুর প্রয়োজন। ইতর প্রাণীরা এই রিপুরই বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে; সৌন্দর্য্যাদি গুণের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি নাই। সত্য বটে, তাহারা আপনাপন জাতি অতিক্রম করিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করে না. কিন্তু ইহাতে এমত বলা যায় না যে তাহারা স্বজাতীয় স্ত্রীতেই সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া থাকে; যেহেতু তাহা হইলে তাহারা তন্মধ্যে সুন্দরী স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া সন্তানোৎপাদন করিত। কিন্তু মানব জাতির স্বভাব সেরূপ নহে; তাহারা কেবল কাম রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া এতৎ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না; স্ত্রীদিগের গুণাগুণের প্রতিও তাহাদিগের সম্যক্ দৃষ্টি আছে। ইতর প্রাণিগণ বিবাহিতের ন্যায় জাবজ্জীবন স্ত্রী পুরুষ একত্র বাস করে না; তবে পক্ষিদম্পতীকে এই লক্ষণাক্রান্ত দেখা যায়; তথাপি তাহারা সমস্ত জীবন এরূপে নির্ব্বাহ করে কি না তাহার অনুসন্ধান করি নাই এবং বন্য পশুদিগের এতদ্বিষয়ক স্বভাব অবগত নহি। কিন্তু মনুষ্যগণ উদ্বাহপাশে বদ্ধ হওয়া অবধি ভার্য্যার সহিত একত্র বাস করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহবিরহ; অতএব তাহাদের প্রীতি সংস্থাপনের জন্য নারীগণের কোন প্রত্যক্ষ রমণীয় গুণের সম্যক্ প্রয়োজন হইতেছে, কেন না সেই গুণ অপকাশিত থাকিলে আশু কার্য্য সাধনে সক্ষম হয় না; এতন্নিবন্ধন তাহাদিগের সৌন্দর্য্যই পুরুষজাতির প্রণয় সংস্থাপনের প্রবল কারণ হইয়াছে। স্বভাবতই পুরুষ স্ত্রীর প্রতি অনু-

রক্ত, কিন্তু সৌন্দর্য্যাদি গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করে।

অলঙ্কার।

৭৯ খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠার পর।

স্বভাবোক্তি অলঙ্কার।

যেস্থানে পদার্থের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য অথবা রূপ বর্ণিত হয়, তথায় স্বভাবোক্তি নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। স্বভাবোক্তি অলঙ্কার গদ্য ও পদ্যে ব্যবহৃত হয়, উহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

"অনন্তর ঋতুপর্য্যায়ক্রমে শরৎকাল উপস্থিত হইল। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ মেঘাবরণের অভাবে সমধিক অসহ্য হইয়া উঠিল; অন্তরিক্ষে আর ইন্দ্রধনুর অণুমাত্র চিহ্ন রহিল না; জল নির্ম্মল এবং তাহাতে অরবিন্দ সকল প্রস্ফুটিত হইল; গগনমণ্ডলে জ্যোতিষ্কমণ্ডল সকল অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল; মরালগণ নির্ম্মল নদীসলিলে কেলি করিতে আরম্ভ করিল; কাশকুসুমের গুচ্ছ সকল বিকসিত হইবায় দিঙ্মণ্ডল ধবলবর্ণ হইয়া উঠিল; কৃষীবলকামিনীরা ধান্য রক্ষার্থ মাঠে যাইয়া ইক্ষুচ্ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক মনেরসুখে রঘুর গুণ গান করিতে লাগিল; মদোদ্ধত বৃষভগণ ইতস্ততঃ নদীতীরে মহাস্ফালন করিয়া রঘুরাজার ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং সেনাগজ সকল বিকসিত সপ্তপর্ণকুসুমের মধুগন্ধে একান্ত উত্তেজিত হইয়া সপ্তাবয়ব হইতে সপ্তধারায় মদক্ষরণ করিতে আরম্ভ করিল।"

এই উদাহরণে শরৎকালের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা এই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার অতিশয় ভাল বাসিতেন। কবিকুলগুরু বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণের অধিকাংশই স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। সুপ্রসিদ্ধ কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্যকারেরাও অতিশয় স্বভাবোক্তি অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা যে সমস্ত কাব্য নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, তত্তাবতই তাঁহাদিগের স্বভাবোক্তি অলঙ্কারপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বিচিত্র অলঙ্কার।

যে খানে বিরুদ্ধ বর্ণনা ইষ্ট লাভের নিমিত্ত হয়, তথায় বিচিত্র নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে।

ভৃত্যেরা উন্নতির নিমিত্ত প্রণত হয়, জীবনের নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জনেও উদ্যত হইয়া থাকে ও সুখের নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিতেও পরাঙ্মুখ নহে, অতএব তাহাদিগের অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কে আছে।

সমা অলঙ্কার।

প্রশংসনীয় বস্তুদ্বয়ের প্রশংসাবাদকে সমা অলঙ্কার কহে।

"পরে পুরবাসী জনগণ উপযুক্ত বরে মাল্য প্রদান হইয়াছে দেখিয়া সকলে একবাক্যে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, যেমন কৌমুদী মেঘাবরণ-বিমুক্ত নিশাকরের সহিত মিলিত হয় এবং সুরধুনী অনুরূপ সাগরের সহিত মিলিত হয়, এই তুল্যগুণ বর-কন্যার যোগও সেইরূপ হইল। কিন্তু অজের এইরূপ গুণবাদ অন্যান্য নৃপগণের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।"

এই উদাহরণে অজ ও ইন্দমতীর প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে।

সমাসোক্তি অলঙ্কার।

প্রস্তুত বিষয়ে অপ্রস্তুত ব্যবহার আরোপিত হইলে সমাসোক্তি নামক অলঙ্কার হয়। এক রূপ কার্য্য, লিঙ্গ ও বিশেষণই উক্ত প্রকার আরোপের কারণ।

"সাহসে সুরভিবায়ু, ত্যজি কুবলয়ে
মুহুর্মুহুঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী।"———

হে মলয়মারুত! তুমি এই সুলোচনার কনককুম্ভসদৃশ স্তনদ্বয়ের বসন উত্তোলন করিয়া উহারে আলিঙ্গন করিতেছ; অতএব তুমিই ধন্য।

এই উদাহরণে মলয়মারুত বর্ণনার বিষয়; কিন্তু বসনোত্তলন ও আলিঙ্গন রূপ সমান কার্য্য

কারিতা প্রযুক্ত মারুতে নায়কের ব্যবহার আরোপিত হইল।

ভগবান্ মরীচিমালী সমুদায় জগৎ আক্রমণ না করিয়া সন্ধ্যাকে ভজনা করেন না।

এই উদাহরণে পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ দ্বারা সূর্য্য এবং সন্ধ্যার নায়ক নায়িকা ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে।

বিষম অলঙ্কার।

যেখানে আরব্ধ ক্রিয়া ফলোপধায়িনী না হইয়া বিরুদ্ধ ফল উৎপাদন করে ও যেখানে দুইটী বিসদৃশ বস্তু বিন্যস্ত দেখা যায়, তথায় বিষম নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। বিষম অলঙ্কারস্থলে সচরাচর প্রত্যুত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ উহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

আমি রত্ন লাভের প্রত্যাশায় এই সমুদ্রকে অখিল রত্নের আকর বিবেচনা করিয়া ইহাতে অবগাহন করিয়া ছিলাম, কিন্তু রত্নলাভ দূরে থাকুক, প্রত্যুত লবণাম্বু দ্বারা আমার মুখ বিকৃত হইয়া গেল।

"অঙ্গনাজনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়! অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তেজঃপুঞ্জ তপোরাশি মুনিকুমারই বা কোথায়! সামান্য জনসুলভ চিত্ত বিকারই বা কোথায়! বোধ হয়, ইনি আমার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে কত উপহাস করিতেছেন।"

বহুবিস্তৃত সূর্য্যবংশ কোথায়! ও আমার অল্প বিষয়িনী বুদ্ধিই বা কোথায়! ফলতঃ আমি অজ্ঞানতা বশতঃ ভেলা অবলম্বন করিয়া দুস্তর সাগর পার হইতে অভিলাষী হইয়াছি।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা শব্দ ও অর্থালঙ্কারের অনেক ভেদ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার অদ্যাপি এরূপ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে, উহাতে অনায়াসেই তৎ সমুদয়ের লক্ষণ নিরূপণ ও উদাহরণ সঙ্কলন করা যাইতে পারে। এ নিমিত্ত কতক গুলিন প্রসিদ্ধ অলঙ্কারের লক্ষণ নিরূপিত ও উদাহরণ সঙ্কলিত হইল।

রাজবন্দী।

পূর্ব্বকালে কালিপ মোস্তাদি নামক এক জন সম্রাট্ বোগদাদ নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রধান অমাত্যের নাম মালেক, তিনি যুদ্ধে গ্রীশ সেনাগণকে জয় করিয়া গ্রীশাধিপতিকে বন্দী করেন। গ্রীশাধিপতি বন্দী হইয়া উক্ত অমাত্যের শিবিরে নীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি বিজয়ী ব্যক্তির নিকট হইতে কিরূপ ব্যবহার প্রার্থনা করেন? ইহাতে গ্রীশাধিপতি উত্তর করিলেন, মহাশয়! যদি আপনি রাজা হয়েন, তবে আমারে পুনরায় স্বদেশে পাঠাইয়া দিউন, যদি আপনি বাণিজ্যোপজীবী হয়েন, তবে নিষ্ক্রয় লইয়া আমারে নিষ্কৃতি প্রদান করুন, অথবা যদি আপনি কসাই হয়েন, তবে আমার কণ্ঠ ছেদন করুন। অমাত্য মালেক গ্রীশাধিপতির এই রূপ বাকচাতুরী শ্রবণে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে বিনা নিষ্ক্রয়ে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন।

বিজয়ীর বদান্যতা।

সিংহলদ্বীপবাসীদিগের সহিত পোর্ত্তুগীশদিগের যুদ্ধ সময়ে টমসডিসুসা নামক জনেক ফরাশী ইউরোপীয় সেনানায়ক হইয়া এক পরম সুন্দরী ভারতবর্ষীয় কুমারীকে অবরুদ্ধ করেন। ঐ কুমারী এক সুকুমার যুবককে পতিত্বে বরণ করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যুবকবর ভাবী ভার্য্যার এতাদৃশী দুরবস্থার সংবাদ শ্রবণে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া তাঁহার পদানত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে সেই কুমারী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাহুলতা প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্ভর আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অবিরল বিগলিত নয়নজলধারাতে

বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু শোকাবেগ বশতঃ কণ্ঠাবরোধ হওয়াতে পরস্পর মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না, পরিশেষে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন। যাবৎ এই দুর্দ্দশা দূরীভূত না হইবে, তাবৎ আমাদিগের স্বাধীনতা পূর্ব্বক একত্র সহবাস সম্ভাবিত নহে, অতএব কর্ত্তব্য যে, উভয়েই এই অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া এতাদৃশী যাতনা ভোগ করি। ইউরোপীয় সেনাপতি ডিসুসা অতিশয় দয়াবান্ ছিলেন, তিনি সেই নায়ক নায়িকার সম্ভাষণ শুনিয়া বলিলেন, তোমাদিগের উভয়ের পুণ্যশৃঙ্খলই যথেষ্ট হইয়াছে আর তোমাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হইবে না, এক্ষণে তোমরা পাণিগ্রহণ করিয়া উভয়ে পরম সুখে কাল যাপন কর।

ভ্রাতৃদ্বয়ের বুদ্ধিশক্তি।

প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, লৌহকার-ব্যবসায়ী দুই ভ্রাতা আমেরিকার সন্নিহিত জামাকা উপদ্বীপে গমন করেন। তাঁহারা নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন। জামাকা উপদ্বীপে উপনীত হইয়া কিছ কাল পরে বিবেচনা করিলেন যে, কিঞ্চিৎ মূলধন ব্যতিরেকে ব্যবসা চলিতে পারে না, অন্তত সাত আট শত টাকা সঞ্চয় করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলে কিঞ্চিৎ লাভ হইতে পারে। তাঁহারা এই সঙ্কল্প সুসিদ্ধ করিবার যে উপায় করিয়াছিলেন, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। উহাদিগের মধ্যে একজন ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলেন ও আপাদ মস্তক কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া এক জন নিগ্রো ব্যবসায়ীর নিকটে লইয়া গেলেন, নিগ্রোক্রেতা তাহার আকার প্রকার নিরীক্ষণ করিয়া তাহারে সাহসী ও বলবান্ বিবেচনায় আট শত টাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করিল ও মনে মনে ভাবিল, এই উপদ্বীপের মধ্যে এতাদৃশ উত্তম নিগ্রো অতি দুর্ল্লভ, কিন্তু আমি সৌভাগ্যক্রমে ইহারে অল্প মূল্যে ক্রয় করিলাম, সে এই ভাবিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ করিল, কিন্তু সে যে কৃত্রিম নিগ্রো তাহা বুঝিতে পারিল না। সে যাহা হউক, সেই রজনীযোগে উক্ত কৃত্রিম নিগ্রো পলায়ন করিয়া আপন ভ্রাতার নিকটে গেল। পরদিবস প্রাতঃকালে নিগ্রো ব্যবসায়ী ক্রীত নিগ্রোকে দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোন স্থানেই তাহারে দেখিতে না পাইয়া এই ঘোষণা করিয়া দিল। যে কোন ব্যক্তি আমার নূতন ক্রীত নিগ্রোকে আনিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহারে প্রচুর পুরস্কার দিব। ইহাতে অনেকেই সেই পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এ দিকে উল্লিখিত দুই ভ্রাতা সেই আট শত টাকা লইয়া অবলম্বিত ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তদ্দ্বারা অল্প কালমধ্যে বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়া সেই নিগ্রোব্যবসায়ীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ও তাহারে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া সুদসমেত আসল টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেন।